পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 115 Friday, 27 March, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ১১৫ সংখ্যা ✱ ১২ চৈত্র ১৪৩২, শুক্রবার, ২৭ মার্চ ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

‘আবার লকডাউন করে সবাইকে আটকে রাখবে’

এলপিজি সরবরাহে ব্যাঘাত নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাণ্ডবেশ্বর ও দুবরাজপুর, ২৬ মার্চঃ নির্বাচনী প্রচারের মঞ্চে আবারও তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিশানায় কেন্দ্রের মোদি সরকার। বৃহস্পতিবার পাণ্ডবেশ্বরে জনসভায় এসআইআর প্রসঙ্গে কমিশনের কাজের সমালোচনার সঙ্গে বর্তমানে দেশের জ্বালানি সমস্যাও উঠে এল তাঁর বক্তব্যে। গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে দেশের মানুষকে লাগাতার হয়রান করার অভিযোগ তুলেছেন মমতা। সংসদে প্রধানমন্ত্রীর কোভিডকালের প্রসঙ্গ উত্থাপনের কথা উল্লেখ করে তোপ তৃণমূল সুপ্রিমোর। তাঁর কথায়, দেশের মানুষকে আবারও লাইনে দাঁড় করাতে চলেছে মোদি সরকার। এ দিন প্রচার মঞ্চে বিজেপির বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত ভাবে লকডাউন পরিস্থিতি তৈরির অভিযোগ আনলেন নেত্রী। হিসাব দিলেন কী ভাবে মোদি আমলে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে গ্যাসের দাম। মমতার কথায়, ‘‘মানুষকে সুযোগ পেলেই লাইনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। নোটবন্দি করে সবাইকে লাইনে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। এখন বলছে আবার লকডাউন করবে। অ্যালার্টের কথা ভাবছে, লকডাউনের মতো। লকডাউন করে সবাইকে আটকে রাখবে।’’ দেশের জ্বালানি পরিস্থিতি ও এলপিজি গ্যাস সরবরাহে সমস্যার কথাও উঠে আসে নেত্রীর মুখে। বিজেপিকে কেন ক্ষমতায় আসতে দেওয়া যাবে না, এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘‘কাল দেখলাম গ্যাস বুকিংয়ের সময় কমিয়ে ২৫ দিন করা হয়েছে। জানি না সত্যি কি না, আমি ওদের বিশ্বাস করি না। ২৫ দিনের আগে বুকিং করা যাবে না! গ্যাস ফুরিয়ে গেলে মানুষ কী করবে? হাওয়া খাবে।’’ এখানেই শেষ নয়, বিজেপিকে তুলোধোনা করে তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, ‘‘এরা বলে ঝুট, করে লুট। লকডাউনে করলে করবে, ওসব নিয়ে ভাবি না। কোভিডে যখন লড়াই করেছি, এখনও পারব।’’ বুথে বুথে এখনও কেন তালিকা প্রকাশ করা হলো না সেই নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। পাণ্ডবেশ্বরের সভা থেকে তিনি বলেন, ‘‘তিনদিন আগে নাকি তালিকা প্রকাশিত হল। এখনও কেন সব জায়গায় লিস্ট টাঙানো হল না? ভোটকে পুরো ওয়াশিং মেশিনে ঢেলে এসআইআর-এর নামে মানুষের নাম বাদ দিয়ে দিচ্ছে। আগেই ৫৮ লক্ষ নাম কেটেছে। ডিসক্রেপন্সিতে রেখে আরও ৬০ লক্ষ নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এখনও কেন তালিকা টাঙাতে পারল না? অন্তত সংবাদমাধ্যমকে কেন দিতে পারছে না?’’ এই প্রসঙ্গেই বিচারাধীন তালিকা থেকে নাম মূল এসআইআর খসড়ায় ওঠার কর্তৃত্বও জোড়াফুল শিবিরকেই দিয়েছেন নেত্রী। মমতার কথায়, ‘‘যদি বিচারাধীন ৪০ শতাংশের নামও ওঠে তালিকায়, সেটা আমাদের ক্রেডিট। লড়াই করে ছিনিয়ে এনেছি। সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছি। দিনের পর দিন রাস্তায় পড়ে থেকেছি।’’ একইসঙ্গে তৃণমূল

সুপ্রিমো এসআইআর-এ নাম বাদ পড়া বৈধ ভোটারদের আশ্বাস দিয়ে উকিল যোগাড় করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘‘কর্মীদের বলব, যাদের নাম বাদ গিয়েছে, তাঁদের থেকে যাবতীয় নথি নেবেন। বিনা পয়সায় উকিলের ব্যবস্থা করে ট্রাইবুনালে পাঠাবেন। যাতে কারও নাম বাদ না যায়।’’ বিজেপিকে তোপ দেগে তাঁর উপর হওয়া ব্যক্তিগত আক্রমণ নিয়ে সরব হন। বৃহস্পতিবার পাণ্ডবেশ্বরের পর বীরভূমের দুবরাজপুরে নির্বাচনী জনসভা করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বীরভূমের লাল মাটিতে দাঁড়িয়ে এদিন যেমন তিনি চড়া সুরে বিজেপি-কে আক্রমণ করলেন, তেমনই গণনার দিন দলীয় কর্মীদের বাড়তি সতর্ক থাকার নির্দেশ দিলেন। জানালেন, ১০০ শতাংশ ভিভিপ্যাট ছাড়া গণনা মানব না। এদিন দুবরাজপুরের সভা থেকে ইভিএম কারচুপির আশঙ্কা প্রকাশ করে মমতা বলেন, ‘‘গণনার দিন ইভিএম মেশিন খুব ভাল করে দেখে নিতে হবে। ওরা কিন্তু অনেক রাত পর্যন্ত গণনা টেনে নিয়ে যাবে।’’ অসমের উদাহরণ টেনে তিনি দাবি করেন, গায়ের জোরে অনেক প্রার্থীর মনোনয়ন সেখানে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এ রাজ্যেও এমনটা হতে পারে বলে সাবধান করেছেন তিনি। কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর পরামর্শ, ‘‘যদি ভয় দেখায়, ভয় পাবেন না। এরা আইন মানে না, বেলাইনের পথিক। তাই প্রত্যেক প্রার্থীকে সঙ্গে করে আইনজীবী নিয়ে যেতে বলব, যাতে কোনও রকম বজ্জাতি করতে না পারে।’’ তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে নেত্রী বলেন, ‘‘এরা জাতের নামে বজ্জাতি করছে আর ধর্মের নামে করছে অধর্ম।’’ এদিন অন্নপূর্ণা পুজোর অনুষঙ্গ টেনে মা-বোনেদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘‘বিজেপি যত চক্রান্ত করবে, তত বেশি ব্যর্থ হবে।’’ নাম না করে বিজেপি ও কমিশনকে ‘হাঁদা-ভোঁদা’ ভাই বলে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ‘‘ওরা কেবল চক্রান্ত করতে জানে। কিন্তু এবার আমরাই ওদের ‘বেলাইন’ করে দেব।’’ বীরভূমের এই সভা থেকে মমতা স্পষ্ট করে দেন যে, এবারের নির্বাচনে ভোট রক্ষা করাই তৃণমূলের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। সেই লড়াইয়ে আইনজীবীদের সক্রিয় ভূমিকা এবং বুথ স্তরে কড়া নজরদারির নির্দেশ দিয়ে কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করার চেষ্টা করলেন তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী। শুধু তাই নয়, কেন্দ ও বিজেপির বিরুদ্ধে একাধিক ইস্যুতে সরব হয়ে মমতা বলেন, ‘‘কারও মিথ্যে কথায় বিভ্রান্ত হবেন না। আমরা লড়াই করে মানুষের জন্য কাজ করেছি, আর আগামীতেও করব।’’ তৃণমূল সরকারের বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য পরিষেবা-সব ক্ষেত্রেই রাজ্য আগে কাজ করেছে, পরে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তাঁর কথায়, এপ্রিল থেকে বাড়তি ভাতা দেওয়ার কথা থাকলেও মার্চ থেকেই তা পৌঁছে গিয়েছে মহিলাদের হাতে। বিজেপি শাসিত রাজ্যের উদাহরণ টেনে তিনি অভিযোগ করেন, ভোটের আগে নানা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও পরে তা পূরণ হয় না। ‘আয়ুষ্মান ভারত’ প্রকল্প নিয়েও কেন্দ্রকে কটাক্ষ করে মমতা বলেন, ‘‘এই প্রকল্পে অনেকেই বঞ্চিত হতেন। তার বদলে রাজ্যের ‘স্বাস্থ্যসাথী’ প্রকল্পে কোটি কোটি মানুষ উপকৃত হচ্ছেন।’’ পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে সাইকেল, বই, পোশাক ও মিড-ডে মিল, তফসিলি ছাত্রছাত্রীদের সহায়তা এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পুরোহিত ও ইমামদের ভাতা দেওয়ার কথাও তুলে ধরেন তিনি। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘রাজ্যে সমস্ত কাঁচা বাড়ি পাকা করে দেওয়া হবে, প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে।’’ কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বন্ধ হয়ে যাওয়ার অভিযোগ তুলে তিনি জানান, নিজের রাজ্য তহবিল থেকেই ‘পথশ্রী’ প্রকল্পে রাস্তার কাজ করা হচ্ছে। পাশাপাশি গ্যাসের দামের প্রসঙ্গ টেনে কেন্দ্রকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, ‘‘ভর্তুকি না দিয়ে প্রচারে অর্থ খরচ করা হচ্ছে।’’ এখানেই শেষ নয়, বাইরে থেকে নেতা-নেত্রীদের এনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর মাধ্যমে চাপ তৈরি করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ তোলেন মমতা। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, ‘‘সবাই আমার মানুষ, কাউকে আলাদা করে দেখা হয় না।’’ সবশেষে রাজনৈতিক লড়াইয়ের প্রসঙ্গে আত্মবিশ্বাসী সুরে মমতা জানান, বাংলায় তৃণমূলই একমাত্র শক্তি, যারা ক্ষমতায় থাকতে পারে। বিরোধীদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, ‘‘যতই চক্রান্ত হোক, তা সফল হবে না।’’

ভবানীপুরে যেন গেরুয়া উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ মার্চঃ এর আগে দোল পূর্ণিমাতেই তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন তাঁর আস্তিনে কী লুকনো রয়েছে। বৃহস্পতিবার সেই ধারাবাহিকতা রেখে রাম নবমীর মিছিল থেকে ভবানীপুরে যেন গেরুয়া রঙ ঢেলে দিতে চাইলেন শুভেন্দু অধিকারী। যদুবাবুর বাজারে অজন্তা ধাবা থেকে শুরু হয় এদিন রাম নবমীর মিছিল। দেখা যায়, মিছিলে যোগ দিয়েই গেরুয়া পাগড়ি পরে নেন বিরোধী দলনেতা। খোল কর্তাল, কীর্তনিয়া, জয় শ্রীরাম স্লোগান মায় তখন উসব মুখরিত চারপাশ। মিছিল এগোতে দেখা যায়, রাস্তার দু’পাশে ভিড় জমেছে। বাড়ির দোতলার বারান্দায় ঝুঁকে পড়েছেন মানুষ। তা দেখে কয়েকটি বাড়িতে ঢুকেও পড়েন শুভেন্দু তথা ভবানীপুর বিধানসভায় এবারের বিজেপি প্রার্থী। এবারের রাম নবমীতে শুভেন্দু হাফ ডজনেরও বেশি কর্মসূচিতে যোগ দেন। তবে প্রথমেই ভবানীপুরে রাম নবমীর শোভাযাত্রায় কেন অংশ নিলেন তা বোধগম্য। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হোম গ্রাউন্ড ভবানীপুরে তাঁকে পর্যুদস্ত করতে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার সঙ্গে হিন্দু ভোটের মেরুকরণ ঘটানোর চেষ্টাই তাঁর মূল কৌশল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন অবশ্য কলকাতায় ছিলেন না। তিনি ছিলেন প্রচারে। বৃহস্পতিবার পাণ্ডবেশ্বর ও দুবরাজপুরে তাঁর সভা করেন। সেই অবসরে এদিন ভবানীপুরে রাম নবমীর শোভাযাত্রায় ঝড় তোলার চেষ্টা করেন বিরোধী দলনেতা। রাম নবমীর মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে শুভেন্দু বলেন, ‘‘বাংলায় এবার রাম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হবে। হাতে কাজ, পেটে ভাত, মাথায় ছাদ। মেয়েদের সুরক্ষা নিশ্চিত হবে। যুবক যুবতীরা এই বাংলাতেই কাজ পাবেন। ভিন রাজ্যে কাজের খোঁজে যেতে হবে না।’’ পর্যবেক্ষকদের মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে শুভেন্দুর প্রার্থী হওয়াটাই কৌশলগত।

‘শেষবার লাইন দিন, ইভিএমের বোতাম টিপে বাংলা-বিরোধীদের বিদায় করুন’

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধূপগুড়ি, ২৬ মার্চঃ রাজ্য বিধানসভা ভোটের প্রচারে কংগ্রেস প্রার্থী নির্মলচন্দ্র রায়ের সমর্থনে বৃহস্পতিবার ধূপগুড়িতে জনসভা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সভা থেকে স্পষ্ট ভাষায় জানান, এই নির্বাচন শুধুমাত্র সরকার গঠনের লড়াই নয়, বরং মানুষের ক্ষোভ, প্রতিবাদ এবং জবাব দেওয়ার ভোট।

সভা মঞ্চ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেন অভিষেক। নোটবন্দি থেকে শুরু করে অতিমারির সময়ের বিধিনিষেধ - সবকিছুতেই সাধারণ মানুষকে ভোগান্তির মধ্যে ফেলেছে বলে তাঁর অভিযোগ। তাঁর বক্তব্য, বারবার মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়ে রেখেছে কেন্দ্রের শাসক দল। তাই এবার ভোটের দিনই সেই অভিজ্ঞতার জবাব দেওয়ার সময় এসেছে। অভিষেকের স্পষ্ট বার্তা, ইভিএমের বোতাম টিপে বাংলা-বিরোধীদের বিদায় করতে হবে। অভিষেকের কথায়, ‘‘নোটবন্দি,

ধূপগুড়ির সভায় অভিষেক

কোভিড লকডাউন, এসআইআর আর এখন গ্যাস... মর্জি মতো মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়েছে বিজেপি সরকার। ২৩ তারিখ শেষবারের মতো লাইনে দাঁড়িয়ে সেই দলকে জবাব দিন যাঁরা আপনাদের এইভাবে হেনস্থা করেছে।’’ তৃণমূল নেতা আরও বলেন, গ্রাম ও শহরের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রেও বাধা তৈরি করা হয়েছে। বাড়ি নির্মাণ, রাস্তা তৈরির কাজ, পানীয় জল পরিষেবা কিংবা কর্মসংস্থানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন তিনি। তাঁর দাবি, এই পরিস্থিতিতে ভোট চাইতে এলে বিজেপিকে সরাসরি প্রশ্ন করা উচিত - কোন সাহসে তারা মানুষের কাছে যাচ্ছে। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কথাও তুলে ধরেন অভিষেক। বিশেষ করে যুবদের জন্য আর্থিক সহায়তার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘‘আমাদের সরকার যুবসাথীতে মাসে ১ হাজার ৫০০ দেয়, যা বছরে ১৮ হাজার এবং পাঁচ বছরে ৯০ হাজার টাকা হয়। মোদি সরকার ৯ টাকা দিক। ১২ বছরে কারও পকেটে ৯ পয়সা পর্যন্ত ঢোকেনি।’’ অভিষেকের সংযোজন, আচ্ছে দিনের নামে শুধু ভাষণবাজি হয়েছিল। তারপর টাটা বাই-বাই হয়ে গেছে! সভায় আসা মানুষের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, ‘‘একটা কথা মনে রাখবেন, তৃণমূল সরকার শুধু দেয়, কিন্তু বিজেপি এলে সব কেড়ে নেবে, কারণ নিয়ে নেওয়াই ওদের কাজ। বিগত ১২ বছর ধরে কিছু করেনি, আগামী দিনেও কিছু করবে না।’’ বিজেপির প্রতিশ্রুতির প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি শুধু বক্তৃতাতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা যায়নি। সব মিলিয়ে ধূপগুড়ির সভা থেকে ভোটের লড়াইকে আরও তীব্র করার বার্তা দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, এবার মানুষের রায়ই নির্ধারণ করবে ভবিষ্যতের দিশা।

ভেস্তে যেতে পারে বাম-আইএসএফের আসন সমঝোতা?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ মার্চঃ পাকা হয়েও ভেস্তে যেতে চলেছে বাম-আইএসএফ জোট? আরাবুল প্রশ্নেই এবার আড়াআড়ি বিভক্ত দুই দল। সোজা কথায়, এককালের তৃণমূলের ‘তাজা নেতা’ আরাবুলকে কোনওভাবেই এবারের ভোটের প্রার্থী হিসাবে মানতে পারছেন বাম নেতারা। বিতর্ক-চাপানউতোর-জল্পনার মধ্যে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম তো বলেই দিলেন, ‘‘যাঁকে আমরা পরাস্ত করব তাঁকেই বগলদাবা করব সেটা কোনও সুস্থ রাজনীতি হতে পারে না। সিপিআইএম, বামফ্রন্ট এতে সায় দেয় না।’’ তাহলে এবার কী করবে আইএসএফ? আসন সমঝোতা ছেড়ে বেরিয়ে আসবে নাকি নতুন ভাবনা? সেলিম যদিও তৃণমূল-বিজেপির বিরুদ্ধে একযোগে সুর চড়িয়ে বলছেন, ‘‘গত ১৫ বছর ধরে যাঁরা ঘর জ্বালিয়েছে, মানুষ খুন করেছে, এমনকী পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় আইএসএফ কর্মীকেও খুন করেছে। সেখানে নির্বাচনের সময় রাতারাতি একদল থেকে আর এক দলে গেলে মানুষের লাভ হয়, ভোটারদেরও লাভ হয় না।’’ এরপরই সহযোগী দলগুলির উদ্দেশ্যে বেশ কিছু পরামর্শও দিতে দেখা যায় সিপিএমের রাজ্য সম্পাদককে।

সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠকে ডাকলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি! ‘লকডাউন’ নিয়ে জল্পনা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চঃ পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান অস্থিরতার আবহে রাজ্যগুলির প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে জরুরি বৈঠক ডাকলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আগামী ২৭ মার্চ ভার্চুয়াল বৈঠকে দেশের সব মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে। মূলত জ্বালানি সরবরাহ, সরবরাহ শৃঙ্খলের সম্ভাব্য বিঘ্ন এবং বিদেশে থাকা ভারতীয়দের নিরাপত্তা - এই তিনটি বিষয়েই জোর দেওয়া হবে বৈঠকে। তবে যে সব রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে, সে সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা এই বৈঠকে অংশ নেবেন না। নির্বাচনী আচরণবিধি কার্যকর থাকায় তাদের এই বৈঠক থেকে বাইরে রাখা হয়েছে। এই খবরের পরই দেশে ‘জ্বালানি লকডাউন’ নিয়ে তুমুল জল্পনা ছড়িয়েছে সমাজমাধ্যমে। অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জেরে ভারতে ফের বিধিনিষেধ জারি হতে পারে। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্ট জানিয়েছে, এই ধরনের কোনও সিদ্ধান্তের প্রশ্নই ওঠে না। সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, দেশে এখনও পর্যন্ত জ্বালানির ব্যবহার বা সরবরাহে কোনও ধরনের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়নি। এমনকী রান্নার গ্যাসের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে বলে সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে, সম্প্রতি সংসদে প্রধানমন্ত্রীর একটি বক্তব্য ঘিরেই বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে। সেখানে তিনি বলেছিলেন, অতিমারির সময় যেমন সম্মিলিতভাবে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়েছিল, তেমনই সম্ভাব্য জ্বালানি সঙ্কটও সবাইকে একসঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। পাশাপাশি তিনি সতর্ক করেছিলেন, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক নাও হতে পারে। এই মন্তব্যকেই বিকৃত করে একটি অংশ থেকে ‘লকডাউন’ জারির আশঙ্কা ছড়ানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। কেন্দ্রীয় সূত্রের দাবি, দেশে এই ধরনের কোনও পরিস্থিতি তৈরি হয়নি এবং সরকারও এমন কোনও পদক্ষেপের কথা ভাবছে না। প্রসঙ্গত, প্রতিবেশী একাধিক দেশে ইতিমধ্যেই জ্বালানি ব্যবহারে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। কোথাও রেশনিং চালু হয়েছে, কোথাও বা গাড়ি চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আনা হয়েছে। ইউরোপের কিছু দেশেও একই

ধরনের পদক্ষেপ দেখা গিয়েছে। তবে ভারতের ক্ষেত্রে আপাতত পরিস্থিতি স্বাভাবিক বলেই জানাচ্ছে কেন্দ্র। সব মিলিয়ে জ্বালানি সঙ্কট নিয়ে সতর্কতা থাকলেও, লকডাউন জল্পনাকে ভিত্তিহীন বলেই উড়িয়ে দিল সরকার। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতি চললেও ভারতের জ্বালানি সরবরাহ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আছে, আশ্বস্ত করল কেন্দ্র। সরকার জানিয়েছে, দেশে পেট্রল, ডিজেল বা এলপিজি-র কোনও ঘাটতি নেই বরং আগামী দুই মাসের জন্য পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো গুজব নিয়ে আতঙ্কিত না হওয়ারও অনুরোধ জানিয়েছে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক। পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগামী ৬০ দিনের জন্য প্রয়োজনীয় অপরিশোধিত তেল আগেই নিশ্চিত করা হয়েছে। তেল বিপণন সংস্থাগুলো আগাম আমদানির চুক্তি করে রেখেছে, ফলে দেশের জোগানে কোনও ফাঁক নেই। হরমুজ প্রণালী নিয়ে উদ্বেগ থাকলেও, ৪০টিরও বেশি দেশের কাছ থেকে অপরিশোধিত তেল পাওয়া যাচ্ছে। অন্য অঞ্চলের বাড়তি সরবরাহে কোনও জট সৃষ্টি হয়নি। দেশের রিফাইনারিগুলো ১০০ শতাংশ চালু আছে। ভারতের মোট মজুত ক্ষমতা ৭৪ দিন। বর্তমানে প্রায় ৬০ দিনের জ্বালানি মজুত রয়েছে- যার মধ্যে আছে যার মধ্যে আছে ক্রুড অয়েল, পরিশোধিত জ্বালানি এবং ভূগর্ভস্থ স্ট্র্যাটেজিক রিজার্ভ। কেন্দ্রের ঘোষণা, যুদ্ধের ২৭তম দিনেও ভারতের কাছে পুরো দুই মাসের মতো পর্যাপ্ত জ্বালানি মজুত আছে। তার উপর অতিরিক্ত আমদানির পরিকল্পনাও চলছে। পেট্রোল-ডিজেলের জোগান স্বাভাবিক, সব তেলকেন্দ্র নিয়মমাফিক চালু আছে। এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহও স্থিতিশীল। দেশীয় উৎপাদন বেড়ে এখন দৈনিক চাহিদার অর্ধেকের বেশি মেটাতে পারছে, ফলে আমদানির চাপ কমেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া থেকে বড় এলপিজি আমদানি ইতিমধ্যে মাঝপথে রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে চাহিদা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। অন্যদিকে এও স্পষ্ট করা হয়েছে, পাইপড ন্যাচরাল গ্যাস প্রচার কোনও ঘাটতির কারণে নয়। পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী শক্তির দিকে ধীরে ধীরে এগোতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রামমন্দির ভক্তদের ঢল, পুণ্যার্থীদের আগমনে জমজমাট অযোধ্যা

অযোধ্যা, ২৬ মার্চ ঃ রামনবমী উপলক্ষ্যে পুণ্যার্থীদের আগমনে জমজমাট হয়ে উঠেছে রামনগরী অযোধ্যা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই বিপুল সংখ্যক ভক্তদের আগমন হয় অযোধ্যায়। বহু পুণ্যার্থী রামমন্দিরে পূজার্চনা ও রামলালার দর্শন করেন। এই উপলক্ষ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে।তবে, জ্যোতিষাচার্য পণ্ডিত রাকেশ তিওয়ারি বলেন, সমস্ত 'সমস্ত সংযোগ' ২৭ তারিখে ঘটছে, তাই রাম নবমী ২৭ মার্চ - শুক্রবার পালিত হবে। অযোধ্যার রাম মন্দিরে 'সূর্যতিলক'-ও সেদিনই হবে। অর্থা বৃহস্পতিবার নয়, শুক্রবারেই রামনবমী পালিত হবে অযোধ্যার রামমন্দিরে। ওই দিনই 'সূর্যতিলক'ও হবে।

চৈত্র নবরাত্রির অষ্টমীতে কন্যা পুজো করলেন শিবরাজ চৌহান

ভোপাল, ২৬ মার্চ ঃচৈত্র নবরাত্রির অষ্টমীতে কন্যা পুজো করলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। বৃহস্পতিবার সকালে মধ্যপ্রদেশের ভোপালে নিজ বাসভবনে কন্যা পুজো করেন তিনি। কন্যা পুজো করেন শিবরাজের স্ত্রীও। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, কন্যাদের মধ্যেই দেবীরা বাস করেন। কন্যারা হলেন দেবী মায়ের জীবন্ত রূপ। এটা আমাদের ঐতিহ্য যে নবরাত্রির নবম দিনে, যখন দেবী সিদ্ধিদাত্রী রূপে আশীর্বাদ বর্ষণ করেন, তখন আমরা কন্যাদের পূজা করি। 'কন্যা ভোজ' অনুষ্ঠিত হয়। সেই একই ঐতিহ্য অনুসরণ করে 'কন্যা ভোজ' অনুষ্ঠিত হলো। এর বার্তা হলো কন্যাদের সর্বদা সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া। মেয়েদের ছাড়া এই দুনিয়া চলতে পারে না।

অযোধ্যার হনুমান গড়ি মন্দির দর্শন ও পূজার্চনা দ্বিগ্বিজয় সিংয়ের

অযোধ্যা, ২৬ মার্চ ঃ রামনবমীর পবিত্র দিনে অযোধ্যার হনুমান গড়ি মন্দির দর্শন ও পূজার্চনা করলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা দ্বিগ্বিজয় সিং। বৃহস্পতিবার যথোচিত ধর্মীয় মর্যাদায় হনুমানের পুজো করেন দ্বিগ্বিজয় সিং। পরে তিনি বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি এখানে আসেন, যখন ঈশ্বর তাঁদের ডাকেন। যখন আমি ডাক পেলাম, আমি এখানে এলাম। ভগবান রামের কাছে এসে হনুমানজির দর্শন করলাম। কংগ্রেসের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী 'ধর্মের' পথ অনুসরণ করেন। আমরা ব্যবসা বা রাজনীতির জন্য 'ধর্মের' অপব্যবহার করি না। ধর্মের রাজনৈতিক অপব্যবহার করা উচিত নয়, ব্যবসার জন্যও এর অপব্যবহার করা উচিত নয়। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, যখন ওনার ডাক আসবে, অবশ্যই আসবেন। কেন আসবেন না?

হাজার কোটির গণ্ডি পেরোলো ধুরন্ধর ২

মুম্বই , ২৬ মার্চ ঃ পরিচালক আদিত্য ধর এবং অভিনেতা রণবীর সিং অভিনীত ধুরন্ধর ২ বক্স অফিসের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচনা করতে চলেছে। ভারত এবং বিশ্বজুড়ে সিনেমাটির জনপ্রিয়তা প্রবল। উল্লেখ্য, সিনেমাটি হাজার কোটির ক্লাবে প্রবেশকারী দ্রুততম ভারতীয় চলচ্চিত্র হয়ে একটি নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছে। এর আগে, এর প্রথম সংস্করণ এক সপ্তাহে ২০৭ কোটি টাকা আয় করেছিল।বৃহস্পতিবার বক্স অফিস সূত্রে জানা গেছে, ধুরন্ধর ২ সপ্তম দিনে ৪৭.৭০ কোটি টাকা আয় করেছে। এর ফলে এক সপ্তাহে দেশে এর মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৬২৩.৪২ কোটি টাকায়। আর বিশ্বজুড়ে সিনেমাটি খুব অল্প সময়ের মধ্যে ১০০০ কোটির গণ্ডি অতিক্রম করেছে। এটি এখন সর্বকালের সর্বোচ্চ আয়ের সিনেমার তালিকায় প্রবেশ করেছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

অন্ধ্রপ্রদেশে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত ১৪, শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

মার্কাপুরম, ২৬ মার্চ ঃ অন্ধ্রপ্রদেশের প্রকাশম জেলার রায়াবরমের কাছে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার স্লাব কোয়ারির কাছে একটি বেসরকারি ট্র্যাভেল বাসের সঙ্গে একটি টিপার লরির সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের পর বাসটিতে আগুন ধরে যায় এবং আগুনের লেলিহান শিখায় বাসটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। মার্কাপুরমের ডিএসপি ডঃ ইউ. নাগরাজু জানিয়েছেন, এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনের। পুলিশ জানিয়েছে, প্রকাশম জেলার রায়াবরমের কাছে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় ১৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন। স্লাব কোয়ারির কাছে একটি বেসরকারি ট্র্যাভেল বাসের সঙ্গে একটি টিপার লরির সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের পর বাসটিতে আগুন ধরে যায় এবং সেটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। পুলিশ এই দুর্ঘটনার তদন্তে নেমেছে।দমকল জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা নাগাদ ওঙ্গোল-মার্কাপুরম জাতীয় সড়কে একটি বেসরকারি ট্র্যাভেল বাস এবং একটি টিপারের মধ্যে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। বেসরকারি ট্র্যাভেল বাসটি জগতিয়াল থেকে কালিগিরির দিকে যাচ্ছিল, আর টিপার লরিটি মার্কাপুরমের দিকে যাচ্ছিল। বেসরকারি ট্রাভেল বাসটি টিপার লরির ট্যাঙ্কারকে সরাসরি ধাক্কা দেওয়ায় আগুন ধরে যায়। প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা গেছে, বাসটি সরাসরি তেল ট্যাঙ্কারের সঙ্গে ধাক্কা মারার ফলেই এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এটি দুর্ঘটনায় হরিকৃষ্ণা ট্র্যাভেলসের বাসটি সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। বাসের ভেতর থেকে ১৪টি মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিজনদের প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেভন্ত রেড্ডি টুইট করে জানান, মার্কাপুরমের বাস দুর্ঘটনা অত্যন্ত মর্মান্তিক। এই দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর খবরে আমরা অত্যন্ত শোকাহত। নিহতদের পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। আহতদের চিকিসা সহায়তা নিশ্চিত করতে আমরা অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের আধিকারিকদের সঙ্গে সমন্বয় রাখছি।

রাম নবমী ও অন্নপূর্ণা পুজোর শুভেচ্ছা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৬ মার্চ ঃ বৃহস্পতিবার রাম নবমী উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নিয়ে এ দিন তিনি সমাজ মাধ্যমে একটি বার্তা দিয়েছেন।তিনি লিখেছেন যে, রাম নবমীর এই শুভ লগ্নে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমি কামনা করি, রাম নবমীর উদযাপন যেন শান্তিপূর্ণভাবে ও সর্বতোভাবে সফল হয়। আমি সকলের কাছে আহ্বান জানাই- শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সকলের সার্বিক উন্নয়নের মূল্যবোধ আমরা যেন সর্বদা বজায় রাখি।এছাড়াও তিনি অন্নপূর্ণা পুজোর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি সমাজ মাধ্যমে পৃথক একটি পোস্টে লেখেন,তুমি দেবী পরাপরা সুখদাত্রী দুঃখহরা অন্নপূর্ণা অন্নে কর পূর্ণ।। সকলকে জানাই অন্নপূর্ণা পুজোর আন্তরিক শুভনন্দন।

বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬ - উত্তরপাড়ায় ত্রিমুখী লড়াইয়ের ইঙ্গিত

নিজস্ব প্রতিনিধি,হুগলি, ২৬ মার্চ ঃ হুগলি জেলার উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে লড়াই ত্রিমুখী হয়ে উঠেছে। তৃণমূল কংগ্রেস (টিএমসি) শীর্ষাণ্য ব্যানার্জিকে, সিপিআই(এম) মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে এবং বিজেপি দীপাঞ্জন চক্রবর্তীকে প্রার্থী করায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হাড্ডাহাড্ডি হবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রায় ৪৫ শতাংশ ভোট পেয়েছিল, যেখানে কংগ্রেস-বাম জোট পেয়েছিল প্রায় ৩৯ শতাংশ। বিজেপি পেয়েছিল প্রায় ১৩ শতাংশ ভোট।২০২১ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক সমীকরণ আমূল বদলে যায়। তৃণমূল তাদের ভোট শতাংশ বাড়িয়ে প্রায় ৪৭ শতাংশে নিয়ে যায়, অন্যদিকে বিজেপি বড়সড় উত্থান ঘটিয়ে প্রায় ২৯ শতাংশ ভোট পায়। বিপরীতে সিপিএমের ভোট কমে প্রায় ১৬ শতাংশে নেমে আসে। এই পরিবর্তন ইঙ্গিত দেয় যে বিজেপি বামের ঐতিহ্যবাহী ভোটব্যাঙ্কে ভাঙন ধরিয়ে নিজেকে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।২০২৬-এ সেই শতাংশের অঙ্কই নতুন রাজনৈতিক কাহিনির জমি তৈরি করছে। তৃণমূল নিজেদের ভোট আরও বাড়ানোর চেষ্টা করছে। এদিকে, বিজেপির লক্ষ্য তাদের ভোট ২৯ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪০ শতাংশের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া। অন্যদিকে সিপিএমও ভোটের শতাংশে বাড়ানোর কৌশল নিয়েছে।প্রার্থীদের পরিচিতি এই ভোটের সমীকরণকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে চাইছে। টিএমসি-র শীর্ষ সাংসদ শীর্ষাণ্য ব্যানার্জি পেশায় আইনজীবী। সিপিআই(এম)-এর মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী। বিজেপির দীপাঞ্জন চক্রবর্তী একজন প্রাক্তন এনএসজি কমান্ডো।প্রায়আড়াই লক্ষ ভোটার অধ্যুষিত এই নির্বাচনী এলাকায় ২০২১ সালে প্রায় ৭৭ শতাংশ ভোট পড়েছিল, এটিই প্রমাণ করে এটি রাজনৈতিকভাবে একটি অত্যন্ত সক্রিয় নির্বাচনী ক্ষেত্র। সার্বিকভাবে, ২০২৬ সালে উত্তরপাড়া এমন একটি আসন হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে যেখানে ভোটের শতাংশ, প্রার্থীদের প্রভাব এবং ভোটের মেরুকরণ-এই সবকিছুই ফলাফল নির্ধারণ করবে বলে মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের।

প্রায় ৩২ লক্ষের তথ্য নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে, জানাল নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৬ মার্চ ঃপশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় ' অ্যাডজুডিকেশন(বিবেচনাধীন) তালিকায় থাকা প্রায় ৬০ লক্ষ ভোটারের মধ্যে এখনও পর্যন্ত ৩২ লক্ষের তথ্য নিষ্পত্তি সম্ভব হয়েছে। ওই ৩২ লক্ষের মধ্যে বাদ গিয়েছে প্রায় ১২ লক্ষ ভোটারের নাম। এমনই তথ্য দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।নিষ্পত্তি হওয়া ভোটারদের নাম নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে দেখা যাবে। এসআইআরের চূড়ান্ত এবং খসড়া তালিকা মিলিয়ে ইতিমধ্যে ৬৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৯৫২ জনের নাম বাদ গিয়েছে। প্রথম অতিরিক্ত তালিকা থেকে বাদ পাচ্ছে প্রায় ১২ লক্ষ নাম। আগামী তালিকাতেও বাদ পড়তে পারে অনেক নাম। শুক্রবার প্রকাশ হতে চলেছে দ্বিতীয় অতিরিক্ত তালিকা। তার পর থেকে দিন প্রতি তথ্য নিষ্পত্তির পরিসংখ্যান সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে বলে জানান।

পাণ্ডবেশ্বরে নির্বাচনী প্রচার মমতার, মা-বোনেদের রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান তৃণমূল নেত্রীর

পশ্চিম বর্ধমান, ২৬ মার্চ ঃ পশ্চিম বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বরে নির্বাচনী প্রচারে তৃণমূলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আক্রমণ করলেন বিজেপিকে। পাণ্ডবেশ্বরে সভা থেকে বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের লড়াইকে কৌরবদের সঙ্গে পাণ্ডবদের লড়াই বলে অভিহিত করলেন মমতা।বিজেপির বিরুদ্ধে মা-বোনেদের রুখে দাঁড়ানোর আর্জি মমতার। মমতা বলেন যে, বলছে লকডাউন করবে। লকডাউন করে সবাইকে আটকে রাখবে। নোটবন্দি করে সবাইকে লাইনে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। ঘরের সামনে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে দুয়ারে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেবে সরকার, এদিন তৃণমূলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিলেন মমতা। তৃণমূল নেত্রী বলেন, যতই করো হামলা, জিতবে তৃণমূলই।

দিল্লির বাজেট পেশ রেখা গুপ্তার

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৬ মার্চঃ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা গত মঙ্গলবার দিল্লি সরকারের বাজেট পেশ করেন। বাজেট পেশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই বছর আমরা বাজেটে রাজস্ব ব্যয়ের জন্য ৭০.৩ এবং মূলধনী ব্যয়ের জন্য ২৯.৭ বরাদ্দ রেখেছি। আমরা গত বছরের তুলনায় আরও বেশি মূলধনী ব্যয় করতে যাচ্ছি। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য কর এবং জিএসডিপি-র অনুপাত ছিল ৪.৯৫। আর ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের জন্য এই শতাংশ ৫.০৯ হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা গত বছরের চেয়ে ভালো। এর ফলে এই বছর দিল্লির রাজস্ব উদ্বৃত্ত হতে চলেছে ৯,০৯২ কোটি টাকা।বাজেট অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেন, আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, দিল্লির চাহিদা মেটাতে আমরা কিছু বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছি। এবার আমরা দিল্লির বাজেটকে একটি 'সবুজ বাজেট' হিসেবে উপস্থাপন করেছি। আমরা প্রতিটি পরিকল্পনাকে 'সবুজ দৃষ্টিকোণ' থেকে দেখেছি। এই বাজেটের প্রতিটি নীতির পরিবেশগত প্রভাব রয়েছে, প্রতিটি পরিকল্পনার প্রাকৃতিক প্রভাব রয়েছে এবং প্রতিটি সিদ্ধান্তে ভবিষ্য প্রজন্মের কথা ভাবা হয়েছে। এই কারণেই আমরা সম্পূর্ণ বাজেটের ২১ শতাংশ 'সবুজ বাজেট'-এর জন্য বরাদ্দ করেছি, যা পরিবেশের উন্নয়নে ব্যয় করা হবে। এই বাজেটটি সরকারের চিন্তাভাবনায় একটি ঐতিহাসিক পরিবর্তন, যেখানে উন্নয়ন এবং পৃথিবী রক্ষার মধ্যে একটি ভারসাম্য স্থাপন করা হয়েছে। এটাই সময়ের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।

ভবানীপুরে রামনবমীর শোভাযাত্রা, গেরুয়া পতাকা নিয়ে হাঁটলেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৬ মার্চ ঃ রাজ্যে ভোটের আবহে বৃহস্পতিবার ভবানীপুরে আয়োজিত হল রামনবমীর শোভাযাত্রা। তাতে অংশ বহু সংখ্যক মানুষ। ভবানীপুর বিধানসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী গেরুয়া পতাকা হাতে নিয়ে রামনবমীর শোভাযাত্রায় অংশ নেন। রাজ্যজুড়ে বৃহস্পতিবার পালিত হচ্ছে রামনমবমী, তিথি রয়েছে শুক্রবার পর্যন্ত।ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী বৃহস্পতিবারই রামনবমীর শোভাযাত্রা বের করেন। এই শোভাযাত্রায় অসংখ্য মানুষ অংশ নেন। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, জয় শ্রী রাম। এবার পশ্চিমবঙ্গে 'রাম রাজ্য' প্রতিষ্ঠা হবে। সমগ্র বাংলা 'রাম রাজ্য' চায়। সুশাসন, নারী সুরক্ষা, যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান, কোনও অনুপ্রবেশকারী নয়।উল্লেখ্য, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে শুধু ভবানীপুর নয়, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম আসন থেকেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন শুভেন্দু অধিকারী। ভবানীপুর আসনেই শুভেন্দুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জানান।

বিশ্ব যক্ষ্মা দিবসে দেশ থেকে যক্ষ্মা নির্মূলের আহ্বান জে পি নাড্ডার

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৬ মার্চ ঃ বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জগ প্রকাশ নাড্ডা গত মঙ্গলবার নাগরিকদের যক্ষ্মা নির্মূল করতে এবং সকলের, বিশেষ করে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণদের, উন্নত স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। সমাজ মাধ্যমে একটি পোস্টে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, জাতীয় যক্ষ্মা নির্মূল কর্মসূচির মাধ্যমে ভারত প্রতিরোধ, শনাক্তকরণ এবং চিকিৎসার প্রচেষ্টা জোরদার করে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। এই বছরের থিম ' আমরা যক্ষ্মা নির্মূল করতে পারি। ভারতের নেতৃত্বে। জনভাগিদারির শক্তিতে'-এই বিষয়টি তুলে ধরে নাড্ডা উল্লেখ করেন, এটি একটি যক্ষ্মামুক্ত ভবিষ্যতের প্রতি দেশের সম্মিলিত অঙ্গীকার এবং বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে। স্বাস্থ্যকর্মীদের অক্লান্ত সেবা এবং সহানুভূতিশীল যত্নের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মন্ত্রী নাগরিকদের একটি যক্ষ্মামুক্ত ভারত এবং একটি স্বাস্থ্যকর ও শক্তিশালী দেশ গঠনের লক্ষ্যে কাজ করার আহ্বান জানান বলে মনে করা হয়।

রাজস্থানে ২৯ মার্চ পর্যন্ত বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়ের সতর্কতা জারি

জয়পুর, ২৬ মার্চ ঃ রাজস্থানে ২৯ মার্চ পর্যন্ত বৃষ্টি ও বজ্রবিদুৎ্য-সহ ঝড়ের সতর্কতা জারি করল আবহাওয়া দফতর। বৃহস্পতিবার চারটি জেলার জন্য বৃষ্টির সতর্কবার্তাও জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, রাজস্থানে বুধবার বিকেলে আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্তন ঘটে। বিকানের, জয়পুর, আজমের এবং যোধপুর বিভাগের বেশিরভাগ এলাকা মেঘে ছেয়ে যায় এবং প্রবল বাতাস বইতে থাকে। বৃহস্পতিবার রাজ্যের কিছু জায়গায় হালকা বৃষ্টির সঙ্গে হালকা ধূলিঝড় হয়। বিকানের জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় হয়, যার ফলে বেশ কয়েকটি জায়গায় গাছপালা ভেঙে পড়ে। সন্ধ্যায় জয়পুরেও আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে এবং হালকা বৃষ্টি হয়। শ্রীগঙ্গানগর, হনুমানগড় এবং চুরু জেলাতেও হালকা বৃষ্টি হয়। বিগত ১৫ দিনে বেশিরভাগ জেলায় বৃষ্টিপাতের ফলে তাপমাত্রা হ্রাস পেয়েছে।

জেট ফুয়েলের দাম দ্বিগুণ, বিমানভাড়ায় বড়সড় বৃদ্ধির আশঙ্কা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৬ মার্চ ঃ পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক সংঘাতের জেরে বিশ্ববাজারে জেট ফুয়েলের দাম ব্যাপক বে।ছে। বিগত এক মাসে এই জ্বালানির দাম ১০০ শতাংশেরও বেশি বেড়ে যাওয়ায় বিমান পরিষেবায় প্রভাব পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।সূত্রের খবর, আন্তর্জাতিক বাজারে জেট ফুয়েলের দাম ২০ ফেব্রুয়ারি যেখানে ব্যারেল প্রতি প্রায় ৯৫.৯০ ডলার ছিল, তা বর্তমানে বেড়ে প্রায় ১৯৭ ডলারে পৌঁছেছে। এর ফলে বিমান সংস্থাগুলির খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিমান সংস্থাগুলির মতে, মোট পরিচালন খরচের ব। অংশই জেট ফুয়েলের পেছনে ব্যয় হয়। ফলে এই মূল্যবৃদ্ধির চাপ সামাল দিতে না পারলে বিমানভাড়া বাড়ানোর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। ইতিমধ্যেই সংস্থাগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিমানবন্দর চার্জ ও কর কমানোর দাবি জানিয়েছে।বিশেষজ্ঞদের মতে, পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের কারণে একাধিক দেশের আকাশসীমা আংশিক বা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকায় বিমানগুলিকে দীর্ঘ পথ ঘুরে উড়তে হচ্ছে। এতে জ্বালানি খরচ আরও বেড়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে আগামী দিনে বিমান ভাড়া বৃদ্ধি প্রায় অনিবার্য বলেই মনে করা হচ্ছে।

২৮ মার্চ উত্তর প্রদেশ সফরে প্রধানমন্ত্রী, জেওয়ারে নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধন

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থাঃ), ২৬ মার্চঃ দেশের পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং সংযোগ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ফের এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে চলেছে কেন্দ্র সরকার। সেই লক্ষ্যেই আগামী ২৮ মার্চ উত্তর প্রদেশ সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী Narendra Modi। শনিবার তাঁর এই সফরকে ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক মহলে তৎপরতা তুঙ্গে উঠেছে। নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী, ওই দিন একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী, যার মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে গৌতম বুদ্ধ নগরের জেওয়ারে নির্মীয়মাণ নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।সূত্রের খবর, শনিবার বেলা প্রায় সাড়ে ১১টা নাগাদ জেওয়ারে পৌঁছে প্রথমে নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনাল ভবন পরিদর্শন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এই পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রকল্পের অগ্রগতি, নির্মাণমান এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে সরাসরি ধারণা নেবেন তিনি। এরপর দুপুর প্রায় ১২টা নাগাদ এই বিমানবন্দরের প্রথম পর্যায়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এই উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে রাজ্য এবং কেন্দ্র, দুই প্রশাসনের পক্ষ থেকেই বিস্তর প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে শুধু একটি সাধারণ বিমানবন্দর হিসেবে নয়, বরং একটি অত্যাধুনিক মাল্টি-মোডাল ট্রান্সপোর্ট হাব হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল সড়ক, রেল, মেট্রো এবং আঞ্চলিক গণপরিবহন ব্যবস্থার সঙ্গে নির্বিঘ্ন সংযোগ স্থাপন করা, যাতে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ আরও সহজ এবং দ্রুত হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা দেশের অর্থনৈতিক উন্নযনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং উত্তর প্রদেশকে একটি বড় লজিস্টিক হাবে পরিণত করতে সাহায্য করবে।ভ্ভএই বিমানবন্দরের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এর মাল্টি-মোডাল কার্গো হাব। পরিকল্পনা অনুযায়ী, এই কার্গো হাব বছরে ২.৫ লক্ষ মেট্রিক টনেরও বেশি পণ্য পরিবহণ করতে সক্ষম হবে। ভবিষ্যতে এই ক্ষমতা বাড়িয়ে প্রায় ১৮ লক্ষ মেট্রিক টন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে। এর ফলে দেশের রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যে নতুন গতি আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি, স্থানীয় শিল্প ও ক্ষুদ্র ব্যবসার ক্ষেত্রেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।উত্তর প্রদেশের জন্য এই বিমানবন্দর প্রকল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। দিল্লি ও আশপাশের অঞ্চলে বিমান চলাচলের চাপ কমানো, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং পর্যটনের বিকাশ-সব দিক থেকেই এই প্রকল্পের তাৎপর্য অপরিসীম। বিশেষ করে গৌতম বুদ্ধ নগর ও সংলগ্ন অঞ্চলে এর প্রভাব আরও বেশি করে অনুভূত হবে। স্থানীয় মানুষের জন্য এটি যেমন কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত খুলে দেবে, তেমনই ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেবে।প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও যথেষ্ট আগ্রহ তৈরি হয়েছে। কারণ, আগামী দিনে উত্তর প্রদেশের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিকে আরও গতি দেওয়ার ক্ষেত্রে এই সফর একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। কেন্দ্রের তরফে পরিকাঠামো উন্নয়নের ওপর যে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে, এই সফর তারই প্রতিফলন।সব মিলিয়ে, ২৮ মার্চের এই সফর শুধু একটি বিমানবন্দর উদ্বোধনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও আধুনিক পরিকাঠামো নির্মাণের বৃহত্তর লক্ষ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা উত্তর প্রদেশ তথা গোটা দেশের উন্নয়নের পথকে আরও সুগম করবে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল বলে জানান।

২৮ মার্চ পশ্চিমবঙ্গে আসছেন অমিত শাহ, তৃণমূলের বিরুদ্ধে পেশ করবেন চার্জশিট

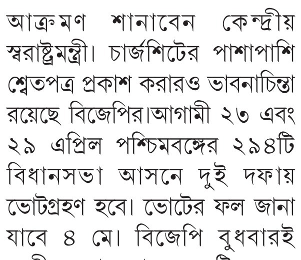

কলকাতা, ২৬ মার্চ ঃ নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশের আগে তৃণমূলের বিরুদ্ধে 'চার্জশিট' প্রকাশ করবে বিজেপি। দলীয় সূত্রে খবর, আগামী ২৮ মার্চ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ওই ' প্রকাশ করবেন। তাতে রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ থাকবে। বিজেপি সূত্রের খবর, শনিবার, ২৮ মার্চ রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।ওই দিন গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক বৈঠক করবেন অমিত শাহ। তিনি তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করবেন। ওই চার্জশিটে তৃণমূল সরকারের দুর্নীতি, অপশাসন, আইন-শৃঙ্খলা পরস্থিতি নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারকে আক্রমণ শানাবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। চার্জশিটের পাশাপাশি শ্বেতপত্র প্রকাশ করারও ভাবনাচিন্তা রয়েছে বিজেপির।আগামী ২৩ এবং ২৯ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি বিধানসভা আসনে দুই দফায় ভোটগ্রহণ হবে। ভোটের ফল জানা যাবে ৪ মে। বিজেপি বুধবারই তৃতীয় দফায় আরও ১৯টি কেন্দ্রে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। আরও ১৯টি কেন্দ্রে প্রার্থী দেওয়া বাকি।

হরমুজ প্রণালী ভারতের জন্য উন্মুক্ত, জানিয়ে দিলেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চঃ হরমুজ প্রণালী ভারতের জন্য উন্মুক্ত, জানিয়ে দিলেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। তিনি জানিয়েছেন, মিত্র দেশ ভারতকে হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাতায়াতের অনুমতি দিয়েছি আমরা। পশ্চিম এশিয়া সংঘাতের আবহে ভারতের জন্য এটা ব। কূটনৈতিক জয় বলেই মনে করা হচ্ছে।উল্লেখ্য, ভারত ছা।ও চিন, রাশিয়া, ইরাক ও পাকিস্তান-সহ মিত্র দেশগুলিকে হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাতায়াতের অনুমতি দিয়েছে ইরান। যুদ্ধের আবহে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তেল, গ্যাসের সঙ্কট দেখা দিচ্ছে। মূলত হরমুজ প্রণালীর কারণে বিশ্বব্যাপী তেল ও গ্যাসের সরবরাহ বিঘ্ন ঘটছে। এমতাবস্থায় হরমুজ প্রণালী ভারতের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে ইরান।

রাশিফল

মেষঃ মদ্যপানের অভ্যাস থেকে মুক্তি পাওয়ার পক্ষে এটি একটি অত্যন্ত শুভ দিন। আপনার অবশ্যই বোঝা উচিত যে ওয়াইন পান স্বাস্হ্যের মারাত্মক শত্রু এবং এটি আপনার সক্ষমতাকেও ব্যাহত করে।
বৃষঃ এই দিনটি বৃষ রাশির জাতক জাতিকাদের জীবনে এক নতুন সূচনার বার্তা নিয়ে এসেছে। আপনি এই দিন অনেক নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন এবং আপনার কঠোর পরিশ্রমের সুফলও ভোগ করতে পারেন। বিবাহের যোগ হবে
মিথুনঃকোন বন্ধু বা পরিচিতের স্বার্থপর ব্যবহার আপনার মানসিক শান্তিকে বিঘ্নিত করবে। ব্যাঙ্কিং কারবার খুব সতর্কতার সাথে সামলাতে হবে। আপনার পরিবারের হিতসাধনে কঠোর পরিশ্রম করুন। আপনার কাজকর্ম ভালোবাসা এবং ইতিবাচক মতাদর্শ মেনে চলা উচিত, লোভ দ্বারা নয়। শুভদিন
কর্কট রাশি ঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি অত্যন্ত ইতিবাচক হবে। আপনার মানসিক শক্তি এবং সংবেদনশীলতা আপনার চারপাশের মানুষদের আকৃষ্ট করবে।
সিংহঃ আপনার শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন, যেহেতু ক্ষীণ শরীর আপনার মনকেও দুর্বল করে দেয়। আপনার অবশ্যই নিজের প্রকৃত সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করা দরকার, যেহেতু আপনি শক্তি নয় ইচ্ছা হারাচ্ছেন। আজ, আপনার অযথা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা থেকে নিজেকে বিরত করা উচিত, অন্যথায় অর্থের অভাব হতে পারে।
কন্যাঃএই দিনটি কন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য সামগ্রিক ভাবে অত্যন্ত ইতিবাচক ও শুভ হবে। আপনি কেবল আপনার কাজের ক্ষেত্রেই দক্ষতা প্রদর্শন করবেন না, বরং পরিকল্পনা ও সংগঠিত করার ক্ষেত্রে আপনার সক্ষমতাও এই দিন বিশেষ ভাবে ফুটে উঠবে। সন্তান হতে পারে।
তুলাঃআজ কল্যাণকর দিন এবং আপনি হয়তো একটি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। আপনার কোনও প্রতিবেশী আজ আপনাকে স্বণ চাইতে আসতে পারে। আপনাকে ঋণ দেওয়ার আগে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয়, অন্যথায় অর্থের ক্ষতি হতে পারে।
বৃশ্চিকঃ এই দিনটি বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এক বিশেষ শক্তি ও ইতিবাচকতা বয়ে আনবে। আপনার পারিবারিক জীবনে সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আপনি অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করবেন। আর্থিক উন্নতি হবে
ধনুঃ আপনার স্ত্রীর সাথে পারিবারিক সমস্যা ভাগ করে নিন। নিজেদেরকে এক প্রেমপূর্ণ, যত্নশীল দম্পতি হিসাবে পুনর্নিশ্চিত এবং আবার আবিষ্কার করতে একে অপরের জন্য কিছু সময় কাটান। শুভ রং লাল।
মকরঃ মকর রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি ইতিবাচক শক্তিতে পরিপূর্ণ থাকবে। আপনার মনে হবে যেন আপনি আপনার জীবনের লক্ষ্যগুলোর দিকে অত্যন্ত দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন।
কুম্ভঃ আপনি শরীরচর্চার মাধ্যমে আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। আকস্মিক টাকাকড়ির আগমন আপনার রসিদগুলির এবং তাৎক্ষণিক খরচার খেয়াল রাখবে।
মীনঃ জাতক জাতিকাদের মানসিক স্বচ্ছতা এবং আবেগের ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজকে। সংসারে শান্তি হতে পারে আজকে।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রার পারদ। গরম বেশ ভালোই অনুভূত হচ্ছে। এরইমধ্যে সুখবর হল, সপ্তাহান্তে ফের দক্ষিণবঙ্গে ঝ।-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ভারী বৃষ্টি হতে পারে উত্তরবঙ্গে। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৭ ডিগ্রি বেশি।দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে তাপমাত্রার পারদ ক্রমশই ঊর্ধ্বমুখী। তবে সোমবার থেকে ফের বৃষ্টি হতে পারে কলকাতা-সহ সব জেলায়। পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া-সহ কিছু জেলায় ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কলকাতায় ঝড় হতে পারে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে। এ ছাড়া, উত্তরবঙ্গে সোমবার থেকে ভারী বর্ষণের সতর্কতা রয়েছে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯০শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৫০ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়নি।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৪৪মিনিট এবং রাত ০৯ টা ৪৪ মিনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৪৪মিনিট এবং রাত ১১টা ৪৪মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৫৫মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৪৫মিনিটে হতে পারে।

জয় নিশ্চিত! আমরা মার্জিন বাড়ানোর লড়াই করছি, মন্তব্য তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তাপস মাইতির

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২৬ মার্চ ঃ মানুষের যা উচ্ছ্বাস আবেগ এবারও জয় নিশ্চিত। আমরা মার্জিন

বাড়ানোর লড়াই করছি। মন্তব্য ডোমজুড়ের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তাপস মাইতি। বুধবার সন্ধ্যায় ডোমজুড়ের সলপ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়ন ভবনে আয়োজিত এক কর্মীসভায় এসে এমনই দাবি করেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী। এদিন তাপস মাইতি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিভিন্ন প্রশ্নেরও জবাব দেন। তাপস মাইতি বলেন, 'আজকে সলপে এই প্রথম এলাম। মানুষের মধ্যে যে উচ্ছ্বাস এবং আবেগ দেখছি আমাদের জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। এই অঞ্চলে যে গ্লানি ছিল তা মুছে গিয়ে সলপ-১ পঞ্চায়েতেও আমাদের জয়ের ধ্বজা উড়বে। আমাদের টিম সম্মিলিতভাবে এবার পথে নেমেছে। আমাদের দল অত্যন্ত ভালো ফল করবে। ডোমজুড়ের মানুষ দেওয়াল লিখন করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসই এবার জয়ী হচ্ছে।' ১৯৯৮ সালের দলের জন্মলগ্ন থেকে যে সমস্ত কর্মীরা রয়েছেন তাঁদের আবার এবার দলের কর্মীসভায় দেখা যাচ্ছে। এই বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে ডোমজুড়ের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তাপস মাইতি বলেন, 'আমাদের দলের কর্মীরা পারিবারিক কারণ ছাড়াও বিভিন্ন কারণে সব কর্মসূচিতে হয়তো উপস্থিত থাকতে পারেননি। একটা জিনিস দেখা যায় যে পরিবারের খুব খারাপ সময়ে অথবা পরিবারের খুব ভালো সময়ে সকলেই একসঙ্গে উপস্থিত থাকেন। এখন দলের এই খুশির সময়ে ডোমজুড় কেন্দ্রের সমস্ত কর্মীরা এক জায়গায় একত্রিত হয়েছেন।' বিজেপি প্রার্থী এক সময় আপনাদের দলেই ছিলেন। এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তাপস মাইতি বলেন, এ লড়াই কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়াই নয়। এই লড়াই দলের বিরুদ্ধে লড়াই। একটা উন্নয়নের পক্ষের দল। আর একটা বাংলায় উন্নয়নকে আটকে দেওয়ার পক্ষের দল। এই লড়াই বাংলার পক্ষের সঙ্গে বাংলার বিরোধীদের। জয়ের মার্জিন কত হবে এই বিষয়ে তাপস মাইতি বলেন, 'আমরা জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী শুধু নয়, মানুষ যেভাবে আমাদের হয়ে নেমেছেন শুধু সময়ের অপেক্ষা। আমরা মার্জিন বাড়ানোর লড়াই করছি। এসআইআর এর নাম করে মানুষকে হয়রানি এবং নির্যাতনের উত্তর বাংলার মানুষ এবার 'ইভিএমে'ই দেবে।'

অশান্তি রুখতে 'লেডি কমান্ডো'! ক্যানিংয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর 'মহিলা ব্রিগেড'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং, ২৬ মার্চ ঃ ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গেছে। নির্বাচন কমিশন রাজ্যে ২৯৪টি আসনে ২ দফায় ভোট গ্রহণ করবে, যা ২৩ ও ২৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে এবং ৪ মে

ফলাফল ঘোষিত হবে। ইতিমধ্যেই সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা হয়ে গেছে চলছে জোর কদমে প্রচার। রাজ্যজুড়ে বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে উত্তপ্ত বাংলার রাজনীতি। আর সেই ভোট যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা যায়, তার জন্য নজিরবিহীন নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হচ্ছে গোটা রাজ্যকে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সাম্প্রতিক এক নির্দেশিকা অনুযায়ী, আসন্ন নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে মোতায়েন করা হচ্ছে আরও ১৯২০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। সব মিলিয়ে রেকর্ড ২৪০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। কমিশন সূত্রে খবর, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনের আর্জি মেনেই এই বিপুল পরিমাণ বাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দিল্লি। প্রার্থীদের সোশ্যাল মিডিয়াতে কমিশনের নজরদারি। জানা গিয়েছে, পাঁচটি পর্যায়ে ধাপে ধাপে রাজ্যে প্রবেশ করবে বাহিনী। ক্যানিংয়ে নিরাপত্তা ও আইন- শৃঙ্খলার বিশেষ দায়িত্বে মহিলা কেন্দ্রীয় বাহিনী দাপাচ্ছে ক্যানিং তাঁদের হাতেই নিরাপত্তার দায়িত্ব। সাম্প্রতিককালে এই এলাকায় মহিলা হোমগার্ডকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছে এলাকার মানুষ, সেই কারণে কি নিরাপত্তার দায়িত্বে মহিলা কেন্দ্রীয় বাহিনী। এক সময় যেখানে নারীদের ভূমিকা প্রধানত চিকিৎসা ও নার্সিং পরিষেবার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সেখানে ধীরে ধীরে এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বর্তমানে সেনা, নৌ ও বায়ুসেনার বিভিন্ন শাখায় নারী আধিকারিকরা ক্রমশ এগিয়ে চলছে তারা। বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করছেন। গত কয়েক দশকে তাদের এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে এই ধরনের ছবি উঠে এসেছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের জন্য নারীরা কত কয়েক দশকের তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে।

বাসন্তীতে বিজেপির প্রচারকে ঘিরে গন্ডগোল, আহত ৮ পুলিশ কর্মী, অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসন্তী, ২৬ মার্চ ঃ বাসন্তীতে বিজেপির প্রচারকে ঘিরে চাঞ্চল্য, আক্রান্ত ৮ জন পুলিশ কর্মী। অভিযোগের তীর তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের। বিজেপির প্রচারকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার বাসন্তী। অভিযোগ, বিজেপি প্রার্থী বিকাশ সর্দারের প্রচার চলাকালীন সেখানে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা করে। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে প্রচারে বাধা দিলে অশান্তি চরমে ওঠে। এরপরই নতুন করে আক্রমণ পালটা আক্রমণে জড়িয়ে পড়েন তৃণমূল ও বিজেপির কর্মীরা। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে গিয়ে জখম হন ৮জন পুলিশ কর্মী। যদি ও এর সঙ্গে তাঁদের যোগ নেই বলেই দাবি তৃণমূলের। স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের কথায়, বিজেপির বিরুদ্ধে জনরোষ তৈরি হয়েছে। এর সাথে তৃণমূল কোনো ভাবেই জড়িত নয়। বৃহস্পতিবার সকালে বাসন্তী বাজারে প্রচারে গিয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী বিকাশ সর্দার। অভিযোগ, সেই সময় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা গিয়ে তাঁদের সঙ্গে অশান্তি শুরু করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। অভিযোগ, উর্দিধারীরা বিজেপিকে সাফ জানায়, তাঁরা প্রচার করতে পারবেন না। তাতে অশান্তি হতে পারে বলে জানান তাঁরা। এতেই চটে যান বিজেপির নেতা কর্মীরা। তাঁরা সাফ জানান, প্রচার বন্ধ হবে না। এই নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়ান বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। অভিযোগ, সেই সময় আচমকা তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা গিয়ে হামলা চালায় বিজেপির উপর। দু'পক্ষই একে অপরকে লক্ষ্য করে ছুড়তে থাকে ইট। লাঠি নিয়ে চলে আক্রমণ। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে ওঠে বাসন্তী। আর এই পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে আক্রান্ত হন ৮ জন পুলিশ কর্মী। তবে এই সময় কোনওক্রমে ঘটনাস্থল ছেড়ে ভারত সেবাশ্রমে গিয়ে আশ্রয় নেন বিজেপি প্রার্থী বিকাশ সর্দার। আর এই ঘটনাকে ঘিরে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি

হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে এই ঘটনায় কেউ গ্রেফতার হয়নি এখনো পর্যন্ত।

বাংলায় 'উত্তরপ্রদেশ মডেল' চালুর হুঁশিয়ারি দিলীপের, খড়্গপুরে প্রচারে ফের রাফ অ্যান্ড টাফ বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়্গপুর, ২৬ মার্চ ঃ ভোটে জিতলেই বাংলায় 'উত্তরপ্রদেশ মডেল' চালু হবে-এমনই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। খড়্গপুরে প্রচারসভা থেকে তিনি ঘোষণা করেন, গুন্ডারাজ বন্ধ করতে প্রয়োজন হলে 'এনকাউন্টার' নীতি গ্রহণ করা হবে। তাঁর কথায়, ৪ তারিখের পর রাজ্যের চেহারা বদলে যাবে এবং পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকাতেও আমূল পরিবর্তন আসবে। বৃহস্পতিবার খড়্গপুরে নির্বাচনী কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে দিলীপ বলেন, ৪ তারিখের পর সব পালটে যাবে। দেখবেন পশ্চিমবাংলায় পরিবর্তন হবেই। যে পুলিশ আজ গুন্ডাদের সঙ্গে বসে চা খাচ্ছে, চোর নেতাদের চামচাগিরি করছে, সেই পুলিশ দেখবেন উত্তরপ্রদেশের স্টাইলে কী রকম এনকাউন্টার করে। রামনবমীতে আমার বিরুদ্ধে আমাদের কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল। আমি নাকি অস্ত্র দিয়ে ভয় পাইয়েছি। যে ব্যাটা ভয় পাবে তাকে দিলীপ ঘোষ ভয় দেখাবে। তুমি ভয় পাও কেন? ভাই দম থাকলে সামনে এসো। অন্যের মাল লুট করবে, চুরি করবে, পিছনে লাগবে আর পুলিশ দিয়ে চমকে ভোট করবে? চমকাবে তো আমি কি চমকাবো না? চমকাবো। চমকে চমকে রাজনীতি করেছি। খড়্গপুরের লোক সেই জন্য দিলীপ ঘোষকে ভোট দেয় আবার দেবে। দিলীপের ভাষণে ছিল চ্যালেঞ্জের সুর। তিনি বলেন, এখানকার গুন্ডা মাফিয়াদের বিরুদ্ধে আমি লড়াই করেছি। আবার লড়বো। আর এবার তো লড়তে হবে না ভেতরে ঢোকাবো। ক্ষমতায় আসবে বিজেপিই। দিলীপের আরও হুঁশিয়ারি, দেখে নেবেন চার তারিখের পর মে মাসের সব পালটে যাবে। গতবারে বাংলার লোক আমাদের ভরসা করে ভোট দিয়েছে। এই গুন্ডাগরদি বন্ধ হবেই। উল্লেখ্য, চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে দিলীপ ঘোষ প্রার্থী হলেও কেন্দ্র পরিবর্তন হয়েছিল। সেই নির্বাচনে তিনি তৃণমূল প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন। ফল ঘোষণার পর কয়েক মাস দলের কর্মসূচিতে তাঁকে খুব একটা সক্রিয় দেখা যায়নি। রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তৈরি হয়েছিল তাঁর ভূমিকা নিয়ে। তবে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠতা এবং দলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণে বদলের পর তিনি আবারও সক্রিয় হয়েছেন। খড়্গপুরে তাঁকেই প্রার্থী করেছে বিজেপি এবং প্রচারে নেমেই পুরনো রাফ অ্যান্ড টাফ ইমেজে ফিরে গিয়েছেন তিনি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আইনশৃঙ্খলা ইস্যুকে সামনে রেখে বিজেপি এ বার নির্বাচনী লড়াইকে তীব্র করতে চাইছে। দিলীপ ঘোষের মন্তব্য সেই কৌশলেরই ইঙ্গিত বহন করছে। তবে তাঁর 'এনকাউন্টার' সংক্রান্ত বক্তব্য ইতিমধ্যেই বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, এ ধরনের মন্তব্য গণতান্ত্রিক কাঠামোর পরিপন্থী। যদিও বিজেপি শিবিরে দাবি, রাজ্যে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি রুখতেই কঠোর অবস্থানের প্রয়োজন। সব মিলিয়ে খড়্গপুরে দিলীপ ঘোষের প্রচারসভা নির্বাচনী আবহকে আরও উষ্ণ করে তুলেছে। আগামী দিনে এই কড়া ভাষণ কতটা রাজনৈতিক প্রভাব ফেলবে, তা দেখার অপেক্ষায় রাজ্য রাজনীতি।

আইলিড কলকাতা ও ক্যানন ইন্ডিয়ার যৌথ উদ্যোগে সম্পন্ন হলো 'ক্রিয়েটরস ওয়ার্কশপ ২০২৬'

কলকাতা, ২৬ মার্চ ঃ আইলিড কলকাতা ক্যানন ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় আয়োজিত তিন দিনব্যাপী 'ক্রিয়েটরস ওয়ার্কশপ ২০২৬'-এর সফল সমাপ্তি ঘোষণা করেছে। এই কর্মশালায় শিক্ষার্থী ও শিল্প-বিশেষজ্ঞরা একত্রিত হয়ে আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি গভীর ও ব্যবহারিক শিক্ষার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। কর্মশালার প্রথম দিনে আইলিড-এর শিক্ষার্থী এবং আগত স্কুল শিক্ষার্থীদের 'স্ট্রিট ফটোগ্রাফি'-র সঙ্গে পরিচয় করানো হয়। সেশনটি পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তথ্যচিত্র আলোকচিত্রী, ক্যানন ইন্ডিয়ার 'মায়েস্ট্রো' লেখক ও শিক্ষাবিদ সৌম্য শঙ্কর ঘোষাল। এরপর ক্যানন-এর ক্যামেরা সিস্টেমগুলোর একটি প্রযুক্তিগত প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। নির্দেশিত সেশন এবং হাতে-কলমে অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কম্পোজিশন, আলোকসজ্জা ও ফ্রেমিং সম্পর্কে ধারণা লাভ করে এবং সিনেমাটোগ্রাফির নতুন প্রবণতাগুলোর সঙ্গেও পরিচিত হয়। দ্বিতীয় দিনের মূল লক্ষ্য ছিল অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা। এই পর্বে সৌম্য শঙ্কর ঘোষালের নেতৃত্বে উত্তর কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় একটি 'আউটডোর ফটো ওয়াক'-এর আয়োজন করা হয়। শিক্ষার্থীরা শোভাবাজার ও কুমোরটুলির মতো ঐতিহ্যবাহী অঞ্চলে দৈনন্দিন জীবন, সংস্কৃতি ও টেক্সচারের ছবি ধারণ করে। একই সঙ্গে তারা পার্সপেক্টিভ, রিফ্লেকশন এবং ভিজুয়াল স্টোরিটেলিংয়ের কৌশলগুলো বাস্তব পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করার সুযোগ পায়। তৃতীয় দিনটি উৎসর্গ করা হয় চলচ্চিত্র এবং ভিজুয়াল স্টোরিটেলিংয়ের ওপর। এই দিনের সেশনগুলো পরিচালনা করেন ডিরেক্টর অফ ফটোগ্রাফি সুকৃত ঘোষ। শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণের কৌশল এবং ন্যারেটিভ ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে বিশদ ধারণা লাভ করে। পাশাপাশি, চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রযুক্তিগত দিকগুলোও তারা অনুধাবন করে। ক্যানন-এর পেশাদার 'সিনে লাইন' ক্যামেরা ও লেন্সের ওপর এই ব্যবহারিক প্রদর্শনীটি পরিচালনা করেন ক্যানন-এর 'সিনে ডিভিশন এক্সপার্ট' অভয় ভারতী এবং 'রিজিওনাল

টেকনিক্যাল এক্সপার্ট' অনিন্দ্য বসু। আলোকচিত্রী ও মেন্টর সৌম্য শঙ্কর ঘোষাল বলেন, যে কোনো কর্মশালাই অংশগ্রহণকারীদের জন্য অত্যন্ত উপকারী। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া যায়, যা শেখার প্রক্রিয়াকে আরও ফলপ্রসূ করে তোলে। এই ধরনের উদ্যোগ নতুন প্রজন্মকে সৃজনশীল ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার গড়তে অনুপ্রাণিত করে। 'ক্রিয়েটরস ওয়ার্কশপ ২০২৬'-এর মাধ্যমে আইলিড-এর 'লার্নিং বাই ডুইং' শিক্ষাদর্শনের বাস্তব প্রয়োগ দেখা গেছে। এই কর্মশালা শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস ও সৃজনশীলতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

রামনবমীর শোভাযাত্রায় পা মেলালেন রুদ্রনীল ঘোষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২৬ মার্চ ঃ রামনবমীর শোভাযাত্রায় সামিল হয়ে সঙ্গীতের তালে পা মেলালেন হাওড়ার শিবপুরের বিজেপি প্রার্থী অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ। রামনবমীর ওই শোভাযাত্রায় গদা হাতে এদিন নাচের মুডে দেখা যায় তাঁকে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে হাওড়ার শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেন তিনি। এরপর মৌখালি'তে বিবেকানন্দ ক্লাবের সামনে আয়োজিত রামনবমীর এক শোভাযাত্রায় সামিল হন তিনি।

সেখানেই জনসংযোগের পাশাপাশি গদা হাতে 'হর ঘর মে অব এক হী নাম, এক হী নারা গুঞ্জেগা, মেরে ভারত কা বচ্চা বচ্চা, জয় জয় শ্রীরাম বোলেগা', গানের তালে রীতিমতো নাচতে দেখা যায় রুদ্রনীল'কে। আর অভিনেতা প্রার্থীর জমিয়ে এই নাচ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেন সাধারণ মানুষ। অন্যদিকে, রামনবমী উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার বিভিন্ন সংগঠনের তরফ থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয় হাওড়ায়। এদিন সকালে 'রামসেনা, হাওড়া মহানগর' এর আয়োজনে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহ পুরুষোত্তম শ্রীরামের পূজন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরেও এই কর্মসূচি নেওয়া হয়। আহ্বায়ক শিব শঙ্কর সাধুখাঁ জানান, শ্যামাশ্রী সিনেমার বটতলা থেকে নতুন রাস্তা হয়ে রামরাজাতলা রাম মন্দির পর্যন্ত ওই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। দলের হাওড়া সদরের সভাপতি গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য, মধ্য হাওড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব মন্ডল সহ অন্যান্যরা এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। এর পাশাপাশি এদিন রামনবমী উপলক্ষ্যে 'অঞ্জনি পুত্র সেনা'র উদ্যোগেও হাওড়ার শিবপুরের কাজীপাড়া থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত একটি বিশাল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই আয়োজকরা এদিন তাঁদের ৫০০ জন সদস্যকে পরিচয় পত্র দিয়েছিলেন বলে উদ্যোক্তাদের দাবি। তাঁদের দাবি, নির্দেশিকা মেনেই শোভাযাত্রা হয়। আয়োজক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সচিব সুরেন্দ্র বর্মা জানান, বিগত বছরগুলোর মতো এই বছরও এই বিশাল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে ৫০০ জন সদস্যকে পরিচযপত্র দেওযা হয। তা সত্ত্বেও অনেক রাম ভক্ত এসেছিলেন। আমরা মহামান্য আদালতের আদেশকে সম্মান জানিয়েই শোভাযাত্রা করেছি। প্রসঙ্গত, এদিন হাওড়া সিটি পুলিশের তরফ থেকে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের বিশাল ফোর্স মোতায়েন করা হয়। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য ড্রোন ক্যামেরাও ব্যবহার করা হয়। উল্লেখ্য, কয়েক বছর আগে রামনবমীর শোভাযাত্রা ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল হাওড়ার ওই এলাকা। এরপর থেকে প্রশাসন পুরোপুরি সতর্কতা নেয়।

উত্তর দমদমে মাছ বাজারে প্রচার চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিরাটি, ২৬ মার্চ ঃ জোরকদমে প্রচারে নেমেছেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার সকালে উত্তর দমদম পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের নিমতা পাঠানপুর মাছ বাজারে জনসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নেন দমদম উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী। বাজারে ঢুকেই হাসিমুখে হাত জোড় করে ভোটারদের সমর্থন চান তিনি। এম বি রোড ধরে প্রচারের সময় ছোট ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ-সকলের মধ্যেই উৎসাহ দেখা যায়। কেউ ফুল ছড়িয়ে, কেউ মালা পরিয়ে প্রার্থীকে স্বাগত জানান। বয়স্ক মহিলাদের সঙ্গে আলাপচারিতা করেন চন্দ্রিমা। প্রচার শেষে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, মাছে- ভাতে বাঙালি আবার বাংলাকেই জেতাবে। তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা তুলে ধরে 'লক্ষীর ভান্ডার'-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। তাঁর দাবি, অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও রাজ্য উন্নয়নের ধারায় এগিয়ে চলেছে।

শিশুদের সঙ্গে সময় কাটালেন রাজেশ মাহাতো

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২৬ মার্চ ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে গোপীবল্লভপুর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী রাজেশ মাহাতো প্রচারে নজর কাড়ছেন। মানুষের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ এবং মানবিক আচরণের জন্য তিনি সাধারণ মানুষের মন জিতে নিচ্ছেন। প্রচার শুরু হয় বল্লা এলাকায়। এরপর তিনি দুর্গাপুরে বাসন্তী পুজোতে যোগ দেন এবং বাকশোল এলাকায় দেওয়াল লিখন ও বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ কার্যক্রমে অংশ নেন। প্রচারের ফাঁকে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি রাজেশ মাহাতো শিশুদের সঙ্গে সময় অতিবাহিত করেন। বাকশোল এলাকায় এক ছোট্ট শিশুকে কোলে তুলে আদর করতে দেখা যায় তাঁকে। এছাড়া শিশুদের মধ্যে চকলেট বিলি করতেও দেখা গেছে প্রার্থীকে। স্থানীয়রা মনে করছেন, এই ধরনের মানবিক আচরণ সাধারণ মানুষের কাছে প্রার্থীর প্রতি ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন, ভোটের তীব্র লড়াইয়ের মাঝেও মানুষের সঙ্গে এই সংযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

খারাপ আবহাওয়া, কলকাতা বিমানবন্দরে উড়ান ওঠানামায় সাময়িক ব্যাঘাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ মার্চ ঃ আকস্মিক ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা এবং খারাপ আবহাওয়ার কারণে কলকাতা বিমানবন্দরে উড়ান ওঠানামা ২০ মিনিটের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। বাঁকুড়া এবং পশ্চিম বর্ধমানের একাংশে ঝড়-বৃষ্টির কারণে উড়ান কিছুটা বিলম্বিত হয়। বৃহস্পতিবার জনসভা সেরে কলকাতায় ফেরার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কর্মসূচি শেষ করে বিকেল ৩ টা ৩৯ মিনিট নাগাদ অন্ডাল বিমানবন্দর থেকে উড়ানও শুরু করে তাঁর বিমান। তবে খারাপ আবহাওয়ার কারণে নির্ধারিত সময়ে কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ সম্ভব হয়নি। প্রতিকূল আবহাওয়ার জেরেই বিলম্ব হচ্ছে তাঁর বিমানের অবতরণে। আবহাওয়া দফতর আগেই এই দুর্যোগের পূর্বাভাস দিয়েছিল। দমদম-সহ উত্তর ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকায় ঝড়- বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছিল। আবহবিদদের মতে, আকাশে ১০ থেকে ১২ কিলোমিটার উচ্চতার বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হওয়ায় এই প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশের কাছ থেকে পালানোর চেষ্টা আসামীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর, ২৬ মার্চ ঃ সোনারপুরে চাঞ্চল্য, মেডিকেল করাতে গিয়ে আসামির পালানোর চেষ্টা, অটো ছিনতাই, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি, এলাকায় চাঞ্চল্য। সোনারপুরের সুভাষগ্রাম এলাকায় বৃহস্পতিবার সকালের ঘটনা। এক আসামিকে মেডিকেল করানোর জন্য সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এসেছিল পুলিশ। সেই সময় আচমকাই পুলিশের হাত ছাড়িয়ে পালানোর চেষ্টা করে অভিযুক্ত। দৌড়ে কিছুটা দূরে গিয়ে এক অটো চালকের উপর হামলা চালায় সে। অভিযোগ, জোর করে অটো ছিনতাই করে পালানোর চেষ্টা করে অভিযুক্ত। পালানোর সময় পরপর দু'টি দুর্ঘটনাও ঘটে। এর পর পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়ার অভিযোগ ওঠে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলে পুলিশও। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে এই ঘটনার বেশ কিছু অংশ অস্বীকার করা হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত মগরাহাট এলাকার বাসিন্দা এবং মানসিক ভারসাম্যহীন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। বেনিয়া বৌ এলাকায় গভীর রাতে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করায় স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে আটক করে এবং মারধর করে। পরে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই পালানোর চেষ্টা করলে ফের তাকে আটক করা হয়। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং পরিবারের হাতে তাকে তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। তবে এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

রেললাইন পারাপারের সময় ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা রোধে কার্যকর ভূমিকা নেবে এই রেল সাবওয়ে গুলি

কলতাত, ২৬ মার্চ ঃ রেললাইন পারাপারের সময় ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা প্রতিরোধে এখন মিশন মোডে কাজ করবে ভারতীয় রেল। সুবিধাজনক রেল সাবওয়ে নির্মাণের মাধ্যমে এই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা হবে। এই উদ্দেশ্যে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈশ্য আজ নিউদিল্লি-তে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটি কর্মশালা (ওয়ার্কশপ) করেন। যেসব স্থানে রেললাইনের এক পাশে বসতি এবং অন্য পাশে রয়েছে কৃষিজমি, বিদ্যালয়, শ্মশান বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান, সেসব এলাকায় এই রেল সাবওয়ে নির্মাণ করা হবে। রেলমন্ত্রী দেশজুড়ে এমন সব স্থানে সাবওয়ে নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন, যেখানে প্রতিদিন বহু মানুষ রেললাইন পারাপার করে থাকেন। জীবনদায়ী বিকল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে রেল সাবওয়ে রেলমন্ত্রী কর্মকর্তাদের এমন একটি সুবিধাজনক রেল সাবওয়ে নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন, যা রেললাইন পারাপারকারী সাধারণ মানুষের জন্য একটি জীবনদায়ী বিকল্প হিসেবে গড়ে উঠবে। এই সাবওয়ে গুলির নির্মাণের সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখা হবে, যাতে সাধারণ মানুষ সাইকেল, মোটরসাইকেল এবং দৈনন্দিন কাজের প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রীসহ সহজেই পারাপার করতে পারেন। এর ফলে দেশজুড়ে রেললাইন পারাপারের সময় ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে এবং বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য এটি এক আশীর্বাদস্বরূপ হয়ে উঠবে।

সুগম ও নিরাপদ নকশাঃ রেলমন্ত্রী কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আগামী ৫-৬ বছরের মধ্যে এই বড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে হবে। সাবওয়ে গুলি এমনভাবে নির্মাণ করা হবে, যাতে রেললাইনের দুই পাশে এর নির্মাণ মাত্র ১২ ঘণ্টার মধ্যেই সম্পন্ন করা যায়। তিনি আরও বলেন, সাবওয়ের নকশা এমন হওয়া উচিত যাতে সাধারণ মানুষের ব্যবহারে কোনো রকম দ্বিধা না থাকে এবং জল জমলেও যেন সাবওয়ে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। রেল সাবওয়ে নির্মাণের এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি গত কয়েকদিন ধরে কর্মকর্তাদের সঙ্গে চলা ধারাবাহিক আলোচনার ফল। রেলমন্ত্রীর মতে, প্রশাসনকে হতে হবে সংবেদনশীল এবং সাধারণ মানুষের সমস্যার এমন সমাধান বের করতে হবে, যা আগামী বহু দশক ধরে কার্যকর থাকবে।

লক্ষ্মীকান্তপুরে নতুন শাখা চালু করল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া গ্রামীণ পরিসর হলো আরও সুদৃঢ়। ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা জোন, পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনার লক্ষ্মীকান্তপুরে তাদের ৮৫ তম শাখার সফল উদ্বোধন করেছে। এর মাধ্যমে ব্যাংকটি গ্রামীণ এলাকাগুলোতে তাদের কার্যক্রমের পরিধি আরও প্রসারিত করল এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির (Financial Inclusion) প্রতি তাদের অঙ্গীকারকে আরও জোরদার করল। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এফজিএমও (FGMO) কলকাতার ফিল্ড জেনারেল ম্যানেজার রাজীব কুমার সিং। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন কলকাতা জোনের জোনাল ম্যানেজার শ্রী মণীশ কুমার ফুলরে BOIOA (EIB)-এর সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় দাস লক্ষ্মীকান্তপুর শাখার শাখা ব্যবস্থাপক সুরজ কুমার সিং BIEA-এর সাধারণ সম্পাদক জয়দীপ নিয়োগী এবং NCBE-এর সাধারণ সম্পাদক অঞ্জন নাথ। লক্ষ্মীকান্তপুর শাখার এই প্রতিষ্ঠা গ্রামীণ ও আধা-শহুরে অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য সহজলভ্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাংকিং পরিষেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ব্যাংকটি আবারও তাদের সেই মূল লক্ষ্যটি পুনর্ব্যক্ত করেছে-যা হলো আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধাগুলোকে প্রতিটি নাগরিকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া আর এর মাধ্যমেই তারা তৃণমূল স্তরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও আর্থিক ক্ষমতায়নে অবদান রাখতে সচেষ্ট। এই নতুন শাখাটি ব্যাংকিং পণ্য ও পরিষেবার এক বিস্তৃত সম্ভার প্রদান করবে, যা এই অঞ্চলের ব্যক্তিবিশেষ, বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, কৃষক এবং স্ব-নিযুক্ত গ্রাহকদের বিচিত্র আর্থিক চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে।

পূর্ব রেলের আরপিএফ-এর নিরাপত্তা অভিযান জোরদার বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ ও নিষিদ্ধ সামগ্রী বাজেয়াপ্তের খবর

কলকাতা, ২৬ মার্চ ঃ যাত্রীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং অবৈধ পাচার রোধের চলমান অভিযানের অংশ হিসেবে, পূর্ব রেলের রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (RPF) তাদের

বিভিন্ন বিভাগে হিসাব-বহির্ভূত নগদ অর্থ এবং নিষিদ্ধ সামগ্রী পাচারের চারটি বড় ঘটনা সফলভাবে প্রতিহত করেছে। সক্রিয় টহলদারি এবং কঠোর নজরদারির মাধ্যমে, আরপিএফ কর্মীরা রেল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অবৈধ সামগ্রী চলাচলের বিরুদ্ধে এক জোরালো আঘাত হেনেছেন, যার ফলে বৈধ বাণিজ্য ও ভ্রমণের জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত হয়েছে। বর্ধমান স্টেশনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে, আরপিএফ-এর দলগুলো এক সন্দেহভাজনের কাছ থেকে ২৩,৬৮,০০০ টাকার হিসাব-বহির্ভূত নগদ অর্থ উদ্ধার করেছে। প্রচলিত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর, ওই ব্যক্তি এবং উদ্ধারকৃত অর্থ পরবর্তী তদন্তের জন্য কলকাতার আয়কর দপ্তরের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। একইভাবে, হাওড়া নর্থ এলাকায় নিরাপত্তা কর্মীরা বৈধ নথিপত্র ছাড়াই ৬,১৩,০০০ টাকা বহনকারী আরেক ব্যক্তিকে আটক করেন এই ঘটনার প্রেক্ষিতে হাওড়ার সরকারি রেল পুলিশ (GRP) সংশ্লিষ্ট আইনি ধারায় একটি মামলা দায়ের করেছে। এই কঠোর অভিযান অব্যাহত ছিল আরপিএফ পোস্ট হাওড়া সাউথ এবং ক্রাইম ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ (CIB)-এর যৌথ অভিযানের মাধ্যমে। এই অভিযানে প্রায় ২,৬৪,০০০ টাকা মূল্যের ১,৬০০ বাক্স বিদেশি সিগারেট বাজেয়াপ্ত করা হয়। বাজেয়াপ্তকৃত সামগ্রী এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য শুল্ক কর্তৃপক্ষের (Customs) কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়া, কর্মকর্তারা ২৩,৬০০ টাকা মূল্যের ৬৬ কেজি নথিপত্রহীন বাণিজ্যিক সামগ্রী উদ্ধার করেছেন, যার ফলে 'রেলওয়ে আইন'-এর অধীনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং কর যাচাইয়ের জন্য জিএসটি (GST) কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে। অবৈধ সামগ্রী পরিবহনের বিষয়ে পূর্ব রেল তার 'শূন্য সহনশীলতা' নীতিতে অটল রয়েছে এবং সমস্ত প্রধান ট্রানজিট কেন্দ্রগুলোতে কঠোর নিরাপত্তা বলয় বজায় রাখা অব্যাহত রাখবে।

প্রচার সারলেন অলোক হালদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ২৬ মার্চ ঃ চৈত্রের গরমকে উপেক্ষা করে জমজমাট ভোটের প্রচার। বৃহস্পতিবার সকালে জয়নগর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী অলোক হালদার তার ভোটের প্রচার শুরু করেন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ১১ নং ওয়ার্ডের যোগী মিত্র শ্মশানের কালী মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়ে। এর পর ওই ওয়ার্ডের রাধাবল্লভ মন্দির সহ একাধিক মন্দিরে পুজো দিয়ে পায়ে হেটে বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রচার সারেন। কথা বলেন পথ চলতি মানুষের সাথে। জয়নগর মিত্রগঞ্জ বাজারের সবজি ও মাছ বাজারে গিয়ে ক্রেতা বিক্রেতার সাথে কথা বলেন। তাদের সমস্যা শোনেন। এর পরে ১০ নং ওয়ার্ডের পঞ্চাননতলায় বজরঙ্গবলির মন্দিরে

পুজো দেন। পুজো দেন অন্নপূর্ণা মায়ের পুজোতে। তাছাড়া লোকনাথ মন্দির সহ একাধিক জায়গায় পুজো দেন। এদিন বিজেপি প্রার্থী বিজেপি কর্মী সমর্থকদের নিয়ে জনসংযোগ সারেন পৌরসভার একাধিক ওয়ার্ডে। এদিন প্রচার চলাকালীন বিজেপি প্রার্থী অলোক হালদার বলেন, আমার মূল উদ্দেশ্য পিছিয়ে পড়া জয়নগরের উন্নয়ন। দীর্ঘ দশ বছর তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক থেকেও জয়নগর উন্নয়নে পিছিয়ে পড়েছে। আমি চাই জয়নগরকে যানজট মুক্ত করতে। পানীয়জল, স্বাস্থ্য সহ সার্বিক উন্নয়নের লক্ষে বিজেপিকে একবার সুযোগ দিন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১১৫ সংখ্যা, শুক্রবার, ১২ চৈত্র, ১৪৩২

বিপ্লবী ভগৎ সিং

অগ্নিযুগের অমর জাগরণ; ভগৎ সিং। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যে কয়েকটি নাম চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে, তাদের মধ্যে অন্যতম সেই অগ্নিসন্তান;Bhagat Singh ১৯০৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর, অবিভক্ত পাঞ্জাবের লায়লপুর জেলার ভাঙ্গা গ্রামে জন্ম নেওয়া এই তরুণের শিরায় শিরায় বইত বিদ্রোহের আগুন। পিতা সর্দার কিষাণ সিং-এর পরিবার ছিল ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের এক উর্বর ক্ষেত্র। কাকা সর্দার অজিত সিং ও সন্ত সিং;দু'জনেই ছিলেন কৃষক আন্দোলনের অগ্রণী নেতা। তাই ছোট থেকেই বিপ্লব যেন তার রক্তে মিশে গিয়েছিল। শৈশব থেকেই বইয়ের প্রতি গভীর অনুরাগ থাকলেও তিনি শুধু দেয়ালের গণ্ডিতে বন্দি থাকতে চাননি ভগৎ সিং। সাধারণ মানুষের জীবন, তাদের বেদনা; এসবই তাকে টানত। সাম্যবাদী ভাবধারার প্রতি আকর্ষণ তখনই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঠিক এই সময়েই ঘটে যায় ইতিহাসের এক নৃশংস অধ্যায়; Jallianwala Bagh massacre। কুখ্যাত জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে নিরস্ত্র জনতার উপর নির্বিচারে গুলি চালানো হয়। প্রতিবাদে Rabindranath Tagore 'স্যার' উপাধি ফিরিয়ে দেন। এই ঘটনা কিশোর ভগৎ সিং-এর মনে আগুন জ্বালিয়ে দেয়;তিনি বুঝে যান, এবার সরাসরি সংগ্রামের পথে নামতেই হবে। লাহোরে ন্যাশনাল কলেজে এসে তিনি আরও গভীরভাবে বিপ্লবী চেতনার সঙ্গে যুক্ত হন। এখানে তার পরিচয় হয় Bhai Parmanand Sachindra Nath Sanyal এর সঙ্গে;যাদের তিনি নিজের রাজনৈতিক গুরু বলে মানতেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সে, ১৯২৩ সালে, তিনি বাড়ি ছেড়ে কানপুরে চলে যান। সেখানে গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থীর পত্রিকায় 'বলবন্ত সিং' নামে কাজ শুরু করেন। পরিচয় গোপন রাখার এই সিদ্ধান্ত ছিল তার সংগ্রামেরই অংশ। এই সময়েই তার যোগাযোগ হয় Chandra (hekhar Azad Ram Prasad Bismilএর সঙ্গে। তিনি গড়ে তোলেন 'নওজওয়ান ভারত সভা';যার মাধ্যমে তরুণ সমাজের মধ্যে বিপ্লবের বীজ বপন করতে থাকেন। শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন তিনি তখন থেকেই লালন করছিলেন। একইসঙ্গে তিনি 'হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন'-কে পুনর্গঠন করে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন।১৯২৮ সালে Simon Commission ভারতে এলে সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে;Go Back Simon ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে আকাশ। লাহোরে এক বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন Lala Lajpat Rai। পুলিশের নির্মম লাঠিচার্জে তিনি গুরুতর আহত হন এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেন। এই ঘটনা ভগৎ সিং-এর অন্তরকে বিদীর্ণ করে দেয়। প্রতিজ্ঞা করেন;এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবেন। এরপর ১৯২৯ সালের ৮ এপ্রিল, দিল্লির কেন্দ্রীয় আইনসভায় এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে;ভগৎ সিং ও Batukeshwar Dutt বোমা নিক্ষেপ করেন। তবে তাদের উদ্দেশ্য ছিল না হত্যা, বরং প্রতিবাদ;বধ নয়, বোধ। তারা নিজেরাই আত্মসমর্পণ করে জানান, এই বিস্ফোরণ ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর কণ্ঠস্বর।

অযোধ্যার বীরাঙ্গনা

উড়া দেবী বিস্মৃত প্রায় এক বীরাঙ্গনা। উড়া দেবী পাশি ছিলেন ভারতের এক সাহসিনী স্বাধীনতা সংগ্রামী, যিনি ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈনিকদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি আওধের (আওধ যা অযোধ্যা নামেও পরিচিত) শেষ নবাব ওয়াজিদ আলী শাহের নেতৃত্বাধীন এক নারী বাহিনীর সদস্য ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে প্রায়শই উঁচু জাতের বীরাঙ্গনাদের, যেমন ঝাঁসির রানির নাম বেশি করে উঠে আসে। কিন্তু ইতিহাসের আর এক বাস্তব রূপ হল;এই আন্দোলনে দলিত নারীরাও সমান সাহসে লড়াই করেছিলেন। উড়া দেবী পাশি ও তাঁর মতো আরও অনেক নারী যোদ্ধা আজ দলিত বীরাঙ্গনা হিসেবে স্মরণীয়। উড়া দেবীর জন্ম ১৮৩০ সালের ৩০ জুন, লখনউ জেলার উজারিয়া গ্রামে। তিনি পাশি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁর স্বামী মক্কা পাশি, আওধের বিখ্যাত কুস্তিগীর ও হযরত মহলের বাহিনীর একজন সৈনিক ছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের প্রতি জনমানুষের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ দেখে উড়া দেবী আওধের বেগম হযরত মহলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য। বেগম তাঁর সাহস ও সংকল্প দেখে তাঁকে একটি নারী বাহিনী গঠনের অনুমতি দেন এবং সেই বাহিনীর নেতৃত্বও দেন উড়া দেবী। ব্রিটিশ বাহিনী যখন আওধ আক্রমণ করে, তখন উড়া দেবী ও তাঁর স্বামী মিলে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। যুদ্ধে স্বামীর মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর, উড়া দেবী প্রতিশোধের অগ্নিশপথ নিয়ে আরও প্রবল শক্তিতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৮৫৭ সালের নভেম্বরে সিকান্দার বাগের যুদ্ধ ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে আলোচিত অধ্যায়। যুদ্ধে অংশ নেওয়ার আগে তিনি তাঁর বাহিনীকে দিকনির্দেশ দেন এবং নিজে এক পিপল গাছে উঠে লুকিয়ে পড়েন। সেখান থেকে তিনি ব্রিটিশ সৈন্যদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকেন। একটি ব্রিটিশ অফিসার লক্ষ্য করেন, অনেক সৈন্যের দেহে ওপর থেকে নিচের দিকে গুলির চিহ্ন রয়েছে। এতে সন্দেহ জাগে যে কোনো গাছে লুকিয়ে থাকা স্নাইপার আক্রমণ চালাচ্ছে। তিনি গাছ লক্ষ্য করে গুলি চালানোর নির্দেশ দেন এবং এক সময় গাছ থেকে একজন বিদ্রোহী পড়ে যান;যিনি ছিলেন উড়া দেবী পাশি। ব্রিটিশ অফিসার উইলিয়াম ফোর্বস-মিচেল তাঁর স্মৃতিকথা Reminiscences of the Great Mutiny-তে লিখেছেন, তাঁর কাছে ছিল ভারী পুরনো ধাঁচের দুটি ক্যাভেলরি পিস্তল, একটি কোমরে গোঁজা ছিল এখনো লোডেড অবস্থায়। তাঁর গোলাবারুদের থলিতেও তখনো কিছু গুলি ছিল বাকি। তিনি গাছে বসে, যা পূর্ব থেকেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন, ব্রিটিশ সৈন্যকে হত্যা করেছিলেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল বললেন, যিনি সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চলে তার কোনওদিন কোথাও বিপদ হয় না। তিনি সব সময়ে বিজয়ের মুকুট পরে থাকেন। জীবন সত্যকে প্রকাশ করতে হবে। সত্যের মধ্যে শক্তি নিহিত। যার কাছে সত্য রয়েছে তিনি সর্বশক্তির অধিকারী। তিনি সব সময়ে শক্তি ধারন করতে পারেন। মিথ্যাচারের কাছে কোনও শক্তি থাকে না। মিথ্যাচার কেবল শক্তিহীন হয়ে পড়তে শুরু করে। তন্ত্র সাধনা করে মা কালীকে জাগ্রত করতে হবে। তার কাছ থেকে শক্তি প্রার্থনা করতে হবে। তবেই তিনি মাতৃশক্তি দিয়ে থাকেন। সাধনা না করলে শক্তি পাওয়া যায় না।

বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ শক্তির কথা বলতেন মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জয়ী হওয়ার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি দিয়েছিলেন। অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাস করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার কর।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে অনুশীলন সমিতির সদস্যরাই ব্রিটিশ বিরোধী স্লোগান দেয়

রবীন্দ্রকুমার শীল

অনুশীলন সমিতি - বাঙালির বিপ্লব-বাদের আঁতুড়ঘর। ২৪ মার্চ ছিল প্রতিষ্ঠা দিবস। ১৯০১-০২ খ্রিষ্টাব্দের কলকাতায় এই সংগঠনটি গড়ে উঠে। এর প্রধান সংগঠক ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে নিখিল বঙ্গ বৈপ্লবিক সমিতি গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'অনুশীলন' প্রবন্ধের আদর্শে এই

সংগঠনটি গড়ে তোলা হয়। এই কারণে পরে এই সংগঠনের নামকরণ করেন 'অনুশীলন সমিতি'। প্রায় একই সময় বরোদায় অরবিন্দ ঘোষ একটি গুপ্ত বিপ্লবী দল গঠনের উদ্যোগ নেন।। এই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য তিনি যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলকাতায় পাঠান। ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে অরবিন্দের নির্দেশ অনুসরণ করে যতীন্দ্রনাথ একটি গুপ্ত দল গঠন করতে সক্ষম হন। ইতিমধ্যে ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র কলকাতায় বিপ্লবী দল হিসেবে 'অনুশীলন সমিতি' স্থাপন করেন। উল্লেখ্য এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ। এই সমিতির কথা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অরবিন্দকে জানান। এরপর অরবিন্দের নির্দেশে তাঁর অনুসারীরা 'অনুশীলন সমিতি'-তে যোগদান করেন। ধীরে ধীরে এই সংগঠনের সাথে কলকাতার ছোট ছোট ক্লাব ও সংগঠন 'অনুশীলন সমিতি'তে যোগদান করে। সংগঠনের কার্যক্রম সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য একটি পরিচালনা পরিষদ গঠন করা হয়। এর সভাপতি ছিলেন ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র, সহ-সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ ও অরবিন্দ ঘোষ আর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সংগঠনের প্রথমাবস্থায় এই দলের অন্যতম মন্ত্রণাদাতা ছিলেন সতীশচন্দ্র বসু ও অরবিন্দ ঘোষ। বরোদার মহারাজার সেনা বাহিনী থেকে সামরিক ট্রেনিং প্রাপ্ত তরুণ বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও অরবিন্দ ঘোষের ছোট ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁকে এটি প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করেন। পরবর্তী সময়ে এই সংগঠনের সাথে যুক্ত হন বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, সরলাদেবী, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এই সমিতির প্রথম দিকে শরীরচর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও, পরে সেনাবাহিনীর মতো করে একটি সুশৃঙ্খল বাহিনীতে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এই সমিতিতে আগত যুবকদের অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পরে এদের নিয়ে তৈরি করা হয়, 'জাতীয় স্বেচ্ছা সৈন্যবাহিনী'।

ঢাকাতে এর একটি শাখা খোলা হয় তৎকালীন ন্যাশনাল স্কুলে। কালক্রমে ঢাকা-শাখা একটি শক্তিশালী বাহিনীতে পরিণত হয়। ঢাকা শাখার অন্যতম সংগঠক ছিলেন পুলিনবিহারী দাস ও আনন্দচন্দ্র চক্রবর্তী। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এই সমিতির কার্যক্রম তীব্রতর রূপ লাভ করে। ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের ভিতরে এই সমিতি একটি শক্তি শালী বিপ্লবী সংগঠনে পরিণত হয়। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের ভিতর এর বহু নেতা ও কর্মী মার্ক্স বাদে দীক্ষিত হন এবং সশস্ত্র বিপ্লব থেকে সরে এসেছিলেন।

অনুশীলন সমিতির কালানুক্রমিক কার্যক্রম ঃ ১৯০১-০২ খ্রিষ্টাব্দ- কলকাতায় এই সংগঠনটি গড়ে উঠে। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ ঃ লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ-এর সিদ্ধান্তকে অকার্যকর করার জন্য, সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নিয়ে, সংগঠন টি বিপ্লবী কার্যক্রম শুরু করে। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দ ঃ এই বৎসরের এপ্রিল মাসে, সংগঠনের কার্যক্রম প্রচার এবং জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সাপ্তাহিক 'যুগান্তর' প্রকাশ করা শুরু করে। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন অরবিন্দ। এই সময় সমগ্র বঙ্গদেশে সমিতির শাখা খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ঢাকাস্থ 'ন্যাশনাল স্কুলে'র প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক পুলিনবিহারী দাসের নেতৃত্বে ৮০ জন হিন্দু যুবক, সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় ঢাকা অনুশীলন সমিতি গঠন করে। পুলিনবিহারী দাস কর্তৃক ঢাকা অনুশীলন সমিতি'র পরিচালক ছিলেন। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দ ঃ ৬ই ডিসেম্বর নব প্রতিষ্ঠিত পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর ট্রেনে ভ্রমণে বের হন। অনুশীলনের বিপ্লবীরা সেটি বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

২৩শে ডিসেম্বর ঢাকার প্রাক্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিষ্টার অ্যালেনকে হত্যা করার চেষ্টা করে। ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দ ঃ ৩০শে কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেট ও পরবর্তীকালে বিহারের মুজাফ্ফরপুরের জেলা জজ ডগলাস কিংসফোর্ড-কে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ভুলবশতঃ বিপ্লবীরা দুজন শ্বেতাঙ্গ মিসেস ও মিস কেনেডিকে হত্যা করে। ঘটনার সাথে জড়িত প্রফুল্ল চাকি পুলিশের কাছে ধরা না দিয়ে আত্মহত্যা করেন। কিন্তু তাঁর সহযোগী ক্ষুদিরাম বসু ধরা পড়েন। পরে বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। এ ঘটনার পর থেকে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী বাংলার মহান বিপ্লবী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। এই ঘটনার সূত্রে কলকাতার মানিকতলার বাগানে একটি বোমা তৈরীর কারখানা আবিষ্কার হয়। অনুশীলন সমিতির জনৈক নেতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে তথাকথিত আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার আওতায় বিচারাধীনে আনা হয়। ১৯০৯-১০ খ্রিষ্টাব্দ ঃ আলিপুর মামলার সূত্রে পুলিশ ব্যাপক ধরপাকড় চালায়। এর ফলে অনুশীলন সমিতিতে সাময়িক বিভাজন দেখা দেয়। এই সময় পুলিশ পশ্চিমবঙ্গের সন্ত্রাসীদেরকে যুগান্তরের নামানুসারে যুগান্তর দল এবং পূর্ববঙ্গের সন্ত্রাসীদেরকে ঢাকা অনুশীলন সমিতি বলে চিহ্নিত করে। পশ্চিমবঙ্গের এই বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দের পর হতে কিছুকালের জন্য কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। তখন থেকে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র পূর্ববঙ্গে স্থানান্তরিত করা হয়। পুলিনবিহারী দাসের সাংগঠনিক দক্ষতার জন্য ঢাকা অনুশীলন সমিতি দ্রুত প্রসার লাভ করে। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে ১৪ ডিসেম্বর ঃ অতীন্দ্রমোহন রায়ের পরিকল্পনায় কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে হত্যা করেন অষ্টম শ্রেণির শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী।১৯০৫ সালে শ্রী পুলিনবিহারী দাশ দ্বারা ঢাকা অনুশীলন সমিতির স্থাপনা ও তাতে তাঁর প্রতি অনুরক্ত শত শত যুবকের যোগদান এক ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়। শ্রী দাশ একজন অসামান্য অস্ত্র বিশারদ, লাঠিয়াল ছিলেন; তাঁর দ্বারা প্রশিক্ষিত দুর্দমনীয় যুবকেরা ক্রমেই ব্রিটিশ প্রশাসনের এক চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে। সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষে হিন্দুদের বাড়ন্ত ভয়ঙ্কর প্রত্যাঘাত অবস্থাকে অত্যন্ত জটিল করে তোলে। প্রতিবেশী ধর্মীয় সম্প্রদায় ও ব্রিটিশ প্রশাসনের মধ্যে এক ত্রাহি ত্রাহি রব ওঠে।

অতি শীঘ্রই পুলিনবাবুর কর্মকুশলতা, যোগ্য নেতৃত্বে ঢাকা অনুশীলন সমিতির ৬০০টি শাখা গড়ে ওঠে এবং এক্ষেত্রে বিক্রমপুর ও বরিশাল জেলার সাফল্য হিতৈষী ও বৈরী দুপক্ষকেই স্তম্ভিত করে। ১৯১০ সালে গঠিত ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা ও তার সাথে সমিতির কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সম্বন্ধ সমিতির ভবিষ্য তের সম্মুখে এক প্রশ্নচিহ্ন দাঁড় করায়। অনুশীলন সমিতির দ্রুত বৃদ্ধি ব্রিটিশ প্রশাসনকে শঙ্কিত করে ও এর রোধে এক কমিশন সৃষ্টি করা হয়। কমিশনের কাজ ছিল বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রভাবের বৃদ্ধির কারণ, বাঙালী হিন্দুর জাতিগত স্বার্থের সাথে তার সংযোগ অন্বেষণ করা ও এটিকে ধ্বংস করার এক নির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ধারণ করা। ১৯১৮ সালে এই সিডিশন কমিটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্ব উচ্ছেদ হেতু অনুশীলন সমিতির মহা-পরিকল্পনা, ইতিহাসে খ্যাত হিন্দু-জার্মান ষড়যন্ত্র হিসেবে, এবং তার ব্যর্থতা ব্রিটিশ সরকারকে সমিতির প্রতি ক্রমশ প্রতিশোধপরায়ণ করে তোলে। ভয়ঙ্করতম নিষ্পেষণের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ প্রশাসন অনুশীলন সমিতি, তার ভিত্তি, ব্যাপ্তি ও বিচারধারাকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার সর্বোত্তম প্রয়াস করে। শত শত যুবক গ্রেপ্তার হয়, নির্যাতিত হয়, ফাঁসিকাষ্ঠে নিজেকে উৎসর্গ করে , সমিতির বহু শাখা বন্ধ হয়ে যায়। নিঃসন্দেহে, এই বিশাল ক্ষতি অনুশীলন সমিতির কার্য প্রবাহে নিদারুণ সমস্যা সৃষ্টি করে। বাঙালী হিন্দু জাতির ওপর তার সক্রিয় প্রভাব হ্রাসও হয় যথেষ্ট পরিমাণে। ফলতঃ এক শূন্যতার সৃষ্টি হয় সমাজের মধ্যে যা পূর্ণ করার লক্ষ্যে দ্রুত এগিয়ে আসে জাতীয় কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯৩০ সালের মধ্যে সরকারী নিষ্পেষণ, নতুন বিচারাধারার প্রভাবে সমিতির সদস্যসংখ্যায় দ্রুত ধস নামে। শ্রী পুলিনবিহারী দাশের মত বেশ কয়েকজন প্রণম্য বিপ্লবী চিরদিনই অনুশীলন সমিতির মূল আদর্শের, যা মূলত বাঙালী হিন্দুর শিরদাঁড়া হিসেবে প্রখ্যাত ইতিহাসে, প্রতি অনুরক্ত থেকে যান।

নবদ্বীপ ডায়েরি ঃ নবদ্বীপে মেয়েদের চলন কাচের চুড়ি

রিয়া পোদ্দার, নবদ্বীপ

ইস আবার এক বাক্স চুড়ি, প্রেম পরা ছাড়া উপায় নেই। কাঁচের চুড়ির ওপর প্রেমটা উওরাধীকারী সূত্রে, ভাবছেন লোকে সোনা দানা গয়নার প্রেম বা উওরাধীকারী হয়। তা বলে কাঁচের চুড়ি,সেই সব থাক সিন্দুকে,মন সিন্দুকে তো ভালোবাসা থাকে। এই উওরাধী কারী একজন প্রিয় মানুষ এর সূত্রে আমার দিদা। দিদা তখন পার্ট টু, অর্থনীতি প্রিয় বিষয় মানুষ টার, মেধাবী ছাত্রী,গায়ের রংটা একটু শ্যামলা, মুখটা ঠিক রাখী গুলজার এর মতো পান পাতায় আঁকা। তখন সিদ্ধেশ্বরী পাড়ার মাষ্টার বাড়ির মেজ মেয়ে, সম্বন্ধ গেল চৌধুরী বাড়ির থেকে, পাঁচ বছরের একটা ফুটফুটে মেয়ে আর এক বছরের একটা দুধের শিশুর মা হতে হবে,দ্বোজ বর। প্রথম যেদিন চৌধুরী বাড়ির দুই গিন্নী তার আগের দিদির ছানা দুটো কে নিয়ে তাকে দেখতে গিয়েছিলেন, সেদিন বাচ্চা দুটো কে বুকের জড়িয়ে পাত্র না দেখেই হ্যাঁ করেছিলেন, লোভটা বড় মা হওয়ার, যেই কারণে সারা জীবন স্ব ইচ্ছায় নিজের রক্তের কাউকে পৃথিবীতে আনেন নি পাছে তার ছেলে মেয়ের অযত্ন হয়। মেয়ে হয়ে কতটা ত্যাগ শিকার আজ বুঝি। শখ বলতে বই পড়া, চোখের কাগজ আফগান স্নো একটা টিপ আর হাত ভরা কাঁচের চুড়ি, প্রিয় খাবার মোগলাই পরোটা। কিন্তু আভিজাত্য ঐতিহ্য একটা মোরক এসে ধরে চৌধুরী বাড়িতে, চৌধুরী বাড়ির বৌ হাত ভরা কাঁচের চুড়ি পড়বে একি সম্ভব। আছে সিন্দুকে যা চাই পরো চাইলে আরো বানিয়ে দেবো,সব কিছু সোনায় মাপা যায়। ঘোমটা টেনে চুপ করে মুখ বুজে মেনে নিয়ে ছিলেন। নিজের শখ মেয়ের মধ্যে দিয়ে পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন,তাই মেয়ের পড়াশোনা থেকে যত্ন সব নিখুঁত ভাবে করতেন। মেয়ে ও কখন তার বৌমার কাঁচের চুড়ি ভালোবেসে ফেলেছিল, তবে চৌধুরী বাড়ির লোকজনদের কাঁচের চুড়ি অপছন্দ। একবার পোড়ামা তলায় গেছে পরীক্ষা র পর মা মেয়ে মিলে কাঁচের চুড়ি পরতে, চৌধুরী বাড়ির রাশভারী সাহেবী ভদ্রলোক আমার উনি ওরফে বড় দাদু ওরফে মামের বাবা রসাতল করেছিলেন সেদিন। ছোট্ট ছোট্ট হাতে খুব শখ করে আমার দিদা পোড়ামা তলায় কোলে করে নিয়ে গিয়ে কাঁচের চুড়ি পরিয়ে নিয়ে আসতো আমাকে, সেই থেকে প্রেম চুড়ির প্রতি। কিন্তু দিন বদলের সঙ্গে ঠাম্মার মতো হঠাৎ ডান হাত ভয়ানক শক্ত কোন কিছু খিলান

বিবেকানন্দের পৈতৃক নিবাস ও জন্মস্থান পরিদর্শনে রাজ্যপাল

বুদ্ধদেব মিশ্র

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কলকাতায় স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক নিবাস ও জন্মস্থান পরিদর্শন করে বলেন, কলকাতায় স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক নিবাস ও জন্মস্থান পরিদর্শন করেছি। এটি যেন এক তীর্থযাত্রার অনুভূতি!

তিনি ভারতের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক, যিনি অবিরাম ঔপনিবেশিক আক্রমণের অভিঘাতে স্তব্ধ হয়ে পড়া জাতির আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাসকে জাগ্রত করে তাকে পুনরুত্থানের পথে আহ্বান করেছিলেন, যাতে শক্তি ও সহমর্মিতার সাথে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার নিজস্বতা অর্জিত হয়। তিনি চিরকাল আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন।' Visited the ancestral home and birthplace of Swami Vivekanand in Kolkata. It felt like a pilgrimage The greatest Icon of Bharat spiritual and cultural nationalism who jolted the nation self respect and self confidence out of stupor to rise against relentless colonial onslaughts and seek Her destiny to lead the world with strength and compassion. He will ever remain our greatest source of inspiration."

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র

বাংলাকে নিয়ে রীতিমতো গবেষণা করে যান বঙ্কিমচন্দ্র

অভিষেক অধিকারী

বঙ্কিমচন্দ্র এবং ইতিহাস চর্চা ঃ ইতিহাস শব্দের প্রকৃত অর্থ হল জ্ঞান। তবে অতীত সভ্যতার জ্ঞানই শুধু নয় ইতিহাস হল মানব বিবর্তনের জ্ঞানকে আলোচনা করারও অন্যতম প্রধান মাধ্যম। যুক্তিবাদীতা এবং তথ্যের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ হল ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যা ঘটে গেছে তার ব্যখ্যাই শুধু ইতিহাসের উপজীব্য নয় ইতিহাসের প্রকৃত উপজীব্য হল বাস্তব জগতকে তথ্যের যুক্তিবাদী বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে তার আড়লের সত্য যে সত্য সাধারণের চোখ এড়িয়ে যায় সেই সত্যকে সাধারণের কাছে তুলে ধরা। গবেষক ভবতোষ দত্তের রচনাতে বঙ্কিম চন্দ্রের ইতিহাসের প্রতি ভালোবাসার বিষয়টি গভীর ভাবে জানা যায়। তিনি লিখেছেন যে বাংলা দেশের ইতিহাস যিনি রচনা করতে যাবেন, বঙ্কিমচন্দ্রের নাম তিনি শ্রদ্ধা নম্রচিত্তে স্মরণ করবেন। তার কারণ বাঙালীকে ইতিহাসমুখি করবার ডাক তিনি দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় ইতিহাস চর্চা করতেন। তবে বাংলাদেশের ইতিহাসের উপর পূর্ণাঙ্গ কোন ইতিহাস গ্রন্থ তিনি রচনা না করলেও ইতিহাসের উপর প্রবন্ধ লিখেছেন এবং অসাধারণ সব ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস তিনি লিখে গেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র 'বিবিধ প্রবন্ধ' এর দ্বিতীয় ভাগের ভূমিকায় লিখেছিলেন যে তিনি একসময়ে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে বাঙলার ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করে তিনি একটি বাংলার ইতিহাস লিখবেন কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয় নি। তবে অন্যকে এই বিষয়ে উৎসাহিত করার জন্যে তিনি বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বাঙলার ইতিহাস নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ইতিহাসের উপর যে যে প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন সেগুলি হল বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার,বাঙ্গালির উৎপত্তি, বাঙ্গালার ইতিহাস, বাঙ্গালার কলঙ্ক, বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ, বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বঙ্গদেশের কৃষক প্রভৃতি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অনুসন্ধানের সূচনা করেছিলেন তিনদিক দিয়ে যেমন নৃতত্ত্ব, রাজবৃত্ত এবং লোকবৃত্ত। তাঁর লেখা বাঙ্গালির বাহুবল এবং বাহুবল ও বাক্যবল ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ না হলেও দেশপ্রীতির প্রেরণার দ্বারা অনুপ্রাণিত।

ভবতোষ দত্ত জানাচ্ছেন যে লোকবৃত্তকে জানবার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক বাঙালী জাতির উৎপত্তির ইতিহাসকে সন্ধান করেছেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থ ছাড়াও বাংলাদেশের আরো বহু জাতিকে বাঙালীর গোষ্ঠীনির্ণয়ে বঙ্কিমচন্দ্র স্মরণ করেছেন। ঐতিহাসিক রমা প্রসাদ চন্দের মতে বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় জাতি তত্ত্বের আলোচনারও গুরু ছিলেন। এখান থেকে একটা প্রশ্ন উঠে আসে আর তা হল বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে ইতিহাসের প্রতি ভালোবাসার কারণ কি? এর উত্তর হতে পারে ইয়ংবেঙ্গলদের 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' ও তাঁদের ইতিহাসের প্রতি ভালো বাসা হয়তো বালক বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল। তবে বঙ্কিমচন্দ্রকে স্বদেশ চেতনায় ও দেশীয় ইতিহাস রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং তাঁর সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা।

তবে এটাও ঠিক যে বঙ্কিম পূর্ব যুগে বাংলাদেশের ইতিহাস লেখার প্রেরণা ছিলেন জর্জ টমসন। স্বয়ং ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর বাংলার ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছিলেন যে চারটি বিষয়ে টমসন তাঁদের অনুপ্রেরণা দিয়ে ছিলেন যেমন প্রথমত সকলের একবাক্যে দেশের মঙ্গল সাধনে যত্নবান হওয়া।

দ্বিতীয়ত স্বদেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত এবং বর্তমান অবস্থা উত্তম রূপে জানা।

তৃতীয়ত গবর্নমেন্টের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ। চতুর্থত ইংরেজের ন্যায় পরায়ণতায় বিশ্বাস রেখে স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য প্রস্তুত হওয়া। টমসনের শিক্ষার প্রভাব আমরা তাই প্যারিচাঁদ মিত্রের 'দি জমিনদার অ্যান্ড দি রায়ট' প্রবন্ধ, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক', রমেশচন্দ্র দত্তের 'দি পেজানট্রি অফ বেঙ্গল' এর মধ্যে দেখতে পাই। তবে স্টুয়ার্ট বা মার্শম্যানের ইতিহাস গ্রন্থ বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রভাবিত করে নি। বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসচর্চার মূল সুর ছিল জাতীয়তাবাদী ও স্বদেশের দৃষ্টিকোন থেকে ইতিহাসচর্চা। আর সংবাদপ্রভাকর বঙ্কিমচন্দ্রকে উদ্বুদ্ধ করেছিল বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস অনুসন্ধানে।

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসচর্চা ছিল দেশাত্মবোধক। ইতিহাসের ধ্যান করতেন। বাংলার ইতিহাস রচনা করতে গেলে সেই ইতিহাসকে যে মনের কল্পনায় প্রত্যক্ষ করতে হয় সেই বিষয়টি বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র কখনই বিদেশীদের প্রভাবে পড়ে ইতিহাসচর্চার কথা বলেননি। তাই চাইতেন বিদেশীদের প্রভাবমুক্ত ইতিহাস যেন রচিত হয়।

তবে বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে বাঙালীর গোষ্ঠী নির্ণয় বা তার জাতিগত অনুসন্ধান যথাযথ ভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মেনে হয় নি। ১৭৯৮ সালে এশিয়াটিক রিসার্চেস পত্রিকায় প্রকাশিত কোলব্রুক সাহেবের এনুমিরেশন অফ ইন্ডিয়ান ক্লাসেস প্রবন্ধটিতে যে বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছিল সেই বিশ্লেষণ পদ্ধতিই সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর লেখক মন্ডলী অনুসরণ করে গেছেন বিশেষ করে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিন্দু কাস্ট প্রবন্ধটি এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ইতিহাসচর্চায় কেবলমাত্র বাঙালী জাতি বলতে শুধু উচ্চবর্ণকেই ধরেন নি। তবে তিনি বিশ্বাস করতেন যে উপরের স্তরে প্রায় সবাই আর্য এবং নিম্নস্তরে রয়েছে বাঙালি অনার্য বা মিশ্রিত আর্য। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বাংলার এক আর্যবংশীয় জাতির ইতিহাস বলে লিখতে হয়। সামাজিক ইতিহাস রচনার প্রেরণাতে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন একদিকে বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার, বাঙ্গালির উৎপত্তি এবং ইংরেজীতে অরিজিন অফ হিন্দু ফেস্টিভ্যাল রচনা করেছিলেন তেমনি বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধেও অর্থনৈতিক লোকবৃত্ত রচনা করতে চেয়েছিলেন। পাশাপাশি আবার রাজকাহিনীকে প্রাধান্য দেওয়া।

দ্বিতীয় দক্ষিণেশ্বর মন্দির গড়ে ওঠে বারাকপুর -টিটাগড়ে

শঙ্করলাল কর্মকার

দ্বিতীয় দক্ষিণেশ্বর। চাণক অন্নপূর্ণা মন্দির পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ব্যারাকপুর-টিটাগড় অঞ্চলের একটি সুপ্রসিদ্ধ অন্নপূর্ণা মন্দির। ১৮৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরটির স্থাপত্য দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির অনুরূপ হওয়ার লোকমুখে এটি দ্বিতীয় দক্ষিণেশ্বর নামে পরিচিত। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জগদম্বা দেবী। মন্দিরটি বঙ্গীয় স্থাপত্যশৈলীর নবরত্ন মন্দির ধারায় নির্মিত। ব্যারাক পুর-টিটাগড় অঞ্চলের প্রাচীন নাম চাণক; সেই সূত্রে এই মন্দিরটি চাণক মন্দির নামে পরিচিত।

মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা জগদম্বা দেবী ছিলেন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা রাণী রাসমণির কণিষ্ঠা কন্যা। মন্দিরের নিকটবর্তী প্রাচীন ঘাটটিতে জগদম্বা দেবী প্রথম এসেছিলেন ১৮৭১-৭২ সালে। জগদম্বা দেবীর স্বামী মথুরানাথ বিশ্বাস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তৎকালীন চিফ ইঞ্জিনিয়ার সি বি স্লেওয়ার্টের এস্টেটের জমি থেকে বর্তমান মন্দিরের ভূখণ্ডটি তার চার পুত্রের নামে ক্রয় করেন। মথুরবাবুর মৃত্যুর পর জগদম্বা দেবী পুত্রদের কাছ থেকে দানপত্রের মাধ্যমে সেবাইত রূপে এই জমির উত্তরাধি কারিণী হন। এই জমিতে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে রামকৃষ্ণ পরমহংস তার ইচ্ছায় সম্মতি জ্ঞাপন করেন। তারপর অক্লান্ত পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও অর্থব্যয়ে নির্মিত এই মন্দিরে দেবী প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৭৫ সালের ১২ এপ্রিল চৈত্রসংক্রান্তির দিন। জমি নির্বাচন, ভিত্তিস্থাপন, মন্দির প্রতিষ্ঠা ও পরে ১৮৮২ সালে উল্টোরথ উপলক্ষে মোট চারবার শ্রীরামকৃষ্ণ এই মন্দিরে আসেন।

জানা যায়, মন্দিরের সিংহদ্বারের উপর একটি সিংহমূর্তির স্থাপনা নিয়ে ব্রিটিশ সরকার মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আইনি দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতীক সিংহ তারা নেটিভদের নিজস্ব মন্দিরে সংযোজন মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর আদালত রায় দিয়েছিলেন, সিংহ বিক্রমের প্রতীকরূপে যে কেউ গ্রহণ করতে পারে।

১৮৪৭-এ রানি রাসমণি তাঁর জামাই মথুরমোহন বিশ্বাস, আত্মীয়-স্বজন ও অসংখ্য দাস-দাসীকে সঙ্গে নিয়ে কাশীযাত্রা করেছিলেন। রাতে নৌকায় তিনি দেবীর স্বপ্নাদেশ পান, কাশী না গিয়ে গঙ্গার পূর্ব পাড়ে দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে নিত্যপুজোর ব্যবস্থা করতে। এর পরে রানি কাশী যাত্রা স্থগিত করে দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৮৫৫ সালে।

শোনা যায়, কাশীর অন্নপূর্ণা দর্শনে বিঘ্ন ঘটায় সেই থেকেই রানি রাসমণির জামাই মথুরমোহন বিশ্বাসের মনে ইচ্ছে ছিল দেবী অন্নপূর্ণার মন্দির প্রতিষ্ঠা করার। তাঁর জীবদ্দশায় না হলেও সেই স্বপ্নপূরণ করেছিলেন তাঁর স্ত্রী, রানি রাসমণির ছোট মেয়ে জগদম্বাদেবী। দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠার ঠিক ২০ বছর পরে ১৮৭৫-এর ১২ এপ্রিল চাণক-এ অন্নপূর্ণা মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। এই চাণকই হল আজকের ব্যারাকপুর। মন্দির প্রতিষ্ঠার যাবতীয় ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁদের পুত্র দ্বারিকানাথ বিশ্বাস। তৈরি হয়েছিল পঙ্খের কাজ যুক্ত ন'টি চূড়া বিশিষ্ট নবরত্ন মন্দির, বৃহৎ নাট মন্দির, ছ'টি আটচালার শিবমন্দির, দু'টি নহবৎখানা, গঙ্গার ঘাট, ভোগের ঘর ইত্যাদি। এতে সে যুগে খরচ হয়েছিল প্রায় তিন লক্ষ টাকা। ছ'টি শিব মন্দির যথাক্রমে কল্যাণেশ্বর, কাম্বেশ্বর, কিন্নরেশ্বর, কেদারেশ্বর, কৈলাসেশ্বর, ও কপিলেশ্বর। বারাকপুরের এই মন্দিরটি বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। এখানে সবাই এসে দেবী আরাধনা করে থাকে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের একাধিক স্থানে জেনারেল ম্যানেজার দ্বারা পরিদর্শনের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজের গতি বৃদ্ধির পর্যালোচনা

মালিগাঁও, ২৬ মার্চ ঃ ২৪ মার্চ ২০২৬ তারিখে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লামডিং মণ্ডলের অধীনে বিভিন্ন সেকশনে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং যাত্রী সুবিধাসমূহ

পর্যালোচনার লক্ষ্যে একটি ব্যাপক ও বিস্তৃত পরিদর্শনের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজের গতি বৃদ্ধির পর্যালোচনা করেন। পরিদর্শনের সময় জেনারেল ম্যানেজারের সাথে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয়ের বরিষ্ঠ আধিকারিক এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্তৃপক্ষও ছিলেন। পরিদর্শনের সময়, চলমান বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিচালন অগ্রাধিকারসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সেগুলোর অবিচল অগ্রগতি নিশ্চিত থাকে। উক্ত কার্যসূচি কামাখ্যা থেকে শুরু হয়ে লামডিং, ডিফু ও বরপথার -সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিদর্শন করা হয়। লামডিং-এ, জেনারেল ম্যানেজার রিলিফ ইয়ার্ডে প্রস্তাবিত 'লোকো মিড-লাইফ রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট'-এর পর্যালোচনা করেন, যার লক্ষ্য হলো লোকোমোটিভের দক্ষতা এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিচালনগত স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করা। বোকাজান ও বরপথারের মধ্যে ৩১.৩ কিলোমিটার পথে একটি সফল গতি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়, যেখানে সমস্ত সুরক্ষা বিধি মেনে ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে এটি সক্ষমতা বৃদ্ধি, ট্রেক ষ্টেগুর্ড এবং নিরাপদ ট্রেন পরিচালনার ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অব্যাহত মনোযোগেরই প্রতিফলন। ডিফুতে যাত্রী - কেন্দ্রিক ও নিরাপত্তা বৃদ্ধিমূলক বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যের পরিদর্শন ও প্রদর্শন করা হয়। এর মধ্যে ডিফু- দলদালি সেকশনের মধ্যে 'ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং ডাবল সেকশন' ব্যবস্থা, যা ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই অংশে পরিচালনগত সুরক্ষা উল্লেখযোগ্যভাবে মজবুত করেছে। স্টেশনের সুরক্ষা ও যাত্রীদের আস্থা আরও মজবুত করার লক্ষ্যে সিসিটিভির নজরদারি ব্যবস্থাও পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়াও, লেভেল ক্রসিং গেট নং এসটি-৫৮-এর পরিবর্তে নবনির্মিত একটি 'রোড আন্ডার ব্রিজ' (আরইউবি) পরিদর্শন করা হয় যা সুরক্ষা বৃদ্ধি, রোড ও রেল সংযোগ নিশ্চিতকরণ এবং যানজট হ্রাসের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত। বরপথার স্টেশনে জেনারেল ম্যানেজার বিস্তারিতভাবে পরিদর্শন করেন এবং লেভেল ক্রসিং গেটে ডেটা ও ভয়েস রেকর্ডিং সিস্টেমসহ আধুনিক প্রযুক্তির প্রদর্শনীও পর্যবেক্ষণ করেন। সুরক্ষা এবং রক্ষণাবেক্ষণের মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পয়েন্টস ও ক্রসিং, লং ওয়েল্ডেড রেল এবং সুইচ এক্সপ্যানশন জয়েন্টের মতো গুরুত্বপূর্ণ ট্র্যাক উপাদানগুলোও পরিদর্শন করা হয়। তিনি ফিল্ড ষ্টাফদের সাথেও মতবিনিময় করেন এবং তাঁদের নিষ্ঠার প্রশংসা করার পাশাপাশি সুরক্ষা, দক্ষতা ও দলগত কাজের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পরিদর্শনটিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রকৌশল সম্পদসমূহও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যার মধ্যে মাইনর ব্রিজ নং ৩৩১-এর মতো মেজর ব্রিজ অন্যতম। মানববিহীন ক্রসিংগুলোতে প্রি-ওয়ার্ণিং মেকানিজম এবং ট্রলিতে স্থাপিত অভিনব গ্রিজিং ব্যবস্থার মতো উন্নত সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলো পর্যালোচনা করা হয় যা আধুনিক রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি এবং প্রযুক্তি-নির্ভর সমাধানের প্রতি উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিশেষ গুরুত্বারোপকেই প্রতিফলিত করে। পরিদর্শন কার্যক্রম জামুগুরিতে পর্যালোচনার মাধ্যমে আরও অগ্রসর হয়। লামডিং ডিভিশনের অধীনস্থ চলমান প্রকল্পগুলোও পর্যালোচনা করা হয়। এই ব্যাপক পরিদর্শন আধুনিকীকরণ, উন্নত সুরক্ষা মান এবং যাত্রীদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট অভিজ্ঞতার প্রতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যে সর্বদাই অবিচল, সেই অঙ্গীকারকে পুনর্ব্যক্ত করে। ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং সক্রিয় পদক্ষেপের মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই সমগ্র অঞ্চলে দক্ষ, নির্ভরযোগ্য এবং যাত্রী-বান্ধব রেল পরিষেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

দীর্ঘ জল্পনার অবসান, শান্তিপুরে বিজেপি প্রার্থীর নাম ঘোষণা হতেই প্রচার শুরু করে দিলেন কর্মীরা

দেবাশিস কংশবণিক, নদীয়া, ২৬ মার্চ ঃ বুধবার দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশ করে রাজ্য বিজেপি। অপরদিকে সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে শান্তিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা করা হয় স্বপন দাসের। আর এতেই খুশিতে দলীয় প্রার্থীকে নিয়ে প্রচারে বেরিয়ে পড়েন কর্মীরা। নদীয়ার ১৭ টি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্যতম শান্তিপুর। প্রার্থী বাছাই নিয়ে কিছুটা সংশয় থাকায় প্রথম তালিকায় শান্তিপুর কে বাদ দিয়েই অন্যান্য কেন্দ্রে প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করেছিল রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। অন্যদিকে নদীয়ায় ভোট গ্রহণ ২৯ এপ্রিল হওয়ায় এখনও কোনও রাজনৈতিক দলই সেভাবে প্রচার শুরু করেনি। সংগঠনিকভাবে নিজেদের গুছিয়ে নিতে ইতিমধ্যেই শাসক তৃণমূল, বিজেপি ও সিপিআইএম প্রার্থীদের সমর্থনে শুরু হয়েছে কর্মী সভা। অন্যদিকে সিপিআইএমের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে জোট না হওয়ায় এবার কংগ্রেস একাই লড়তে চলেছে। যদিও এখনও পর্যন্ত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করতে পারেনি কংগ্রেস। অপরদিকে বিগত নির্বাচনের মতো এবারেও নদীয়ায় তিন প্রবীণ সৈনিকের ওপরেই ভরসা রেখেছেন তৃণমূল সুপ্রিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আসন্ন বিধানসভা ভোটে দলীয় প্রার্থীদের যে নাম ঘোষণা হয়েছে তাতে প্রত্যাশা মতোই তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকে দলনেত্রীর একনিষ্ঠ অনুগামী উজ্জ্বল বিশ্বাস (কৃষ্ণনগর দক্ষিণে), কল্লোল খা (নাকাশিপাড়া) এবং পুণ্ডরীকাক্ষ সাহার (নবদ্বীপ) উপর আস্থা রেখেছে দলীয় নেতৃত্ব। অন্যদিকে বাকি দুজন কে নিয়ে সমস্যা না থাকলেও এবার পুণ্ডরীকাক্ষ সাহাকে নিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা ছিল, তাঁর শারীরিক কারণে। কিন্তু অসুস্থতা স্বত্তেও শেষপর্যন্ত নন্দর ওপরেই ভরসা রেখেছেন তৃণমূল নেত্রী। এখন দেখার বিষয় প্রতিপক্ষ বিজেপি প্রার্থী শ্রুতি শেখর গোস্বামী একজন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাক্তন কার্যকর্তা। পাশাপাশি তার পরিচয় চৈতন্য ভূমি নবদ্বীপ সুদর্শন লাল মন্দিরের একজন সেবায়েত। এই কেন্দ্রে সিপিআইএম প্রার্থী দ্বিতীয় বারের জন্য স্বর্ণেন্দু

সিংহ। যদিও এই কেন্দ্রে মূল লড়াই তৃণমূল বনাম বিজেপি। নবদ্বীপ বিধানসভা কেন্দ্রে কর্মীসভা ছাড়া সেভাবে প্রচার শুরু করেনি তৃণমূল, বৃহস্পতিবার সকালে নবদ্বীপের ভজনাশ্রমে অসংখ্য অসহায় বৃদ্ধাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও জনসংযোগ এবং বিকেলে শহরের প্রতিটি দুর্গাপূজা কমিটির সদস্যদের আয়োজনে একটি প্রচার সভায় যোগ দেন নবদ্বীপের তৃণমূল প্রার্থী পুন্ডরীকাক্ষ সাহা। একই পরিকল্পনা নিয়েছে বিজেপি। তারাও শাসকদলের মত কর্মী সভার পাশাপাশি বিভিন্ন মত মন্দিরে জনসংযোগ কর্মসূচির উপরে জোর দিয়েছেন। এই কেন্দ্রে ব্যতিক্রম সিপিআইএম প্রার্থী। নাম ঘোষণার পর থেকেই মিছিল ও জনসংযোগের মাধ্যমে প্রচারে ঝড় তুলেছে স্বর্ণেন্দু সিংহ। যদিও এই প্রচার ভোট বাক্সে কতটা প্রতিফলিত হবে সেটা সময় বলবে মত রাজনৈতিক মহলের।

জামালপুরে বেরুগ্রাম রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনে সাড়ম্বরে আয়োজিত অন্নপূর্ণা পূজাঃ উৎসাহে ভরপুর ছাত্রছাত্রীরা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৬ মার্চঃ অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের বেরুগ্রাম রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু স্মৃতি বিদ্যালয়ে বৃহস্পতিবার সাড়ম্বরে পালিত হল বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। দিনভর নানা আয়োজনে মুখরিত হয়ে ওঠে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের মহারাজ শুভঙ্কর মহারাজ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গৌরব মহারাজ, মিশনের শিক্ষা উপদেষ্টা অরুণ চ্যাটার্জী, মিশন পরিচালক শুভঙ্কর মজুমদার এবং অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ। দিনের সূচনা হয় মা অন্নপূর্ণার আরাধনা, পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন ও চণ্ডীপাঠের মধ্য দিয়ে। এরপর দুপুরে বিদ্যালয়ে আগত অতিথি, ছাত্রছাত্রী ও ভক্তদের মধ্যে অন্নভোগ প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সারাদিন ধরে চলে নৃত্য, সঙ্গীত, কবিতা আবৃত্তি সহ একাধিক সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, যা ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ ও প্রতিভার উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটায়। সন্ধ্যায় কলকাতার বীণাপাণি সমিতির পরিবেশনায় মঞ্চস্থ হয় যাত্রাপালা 'সাধক রামপ্রসাদ', যা উপস্থিত দর্শকদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। মিশনের বর্তমান কর্মসচিব স্বামী নিত্যগুণানন্দজী মহারাজ জানান, ২০২১ সাল থেকে এই মিশনে মা অন্নপূর্ণার পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এবং চলতি বছরে তা আরও বৃহত্তর পরিসরে আয়োজন করা হয়েছে। এদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত এই মিশন বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল

সম্প্রদায়ের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন আয়োজনের মাধ্যমে সম্প্রীতি, সহমর্মিতা ও মানবিকতার বার্তা তুলে ধরা হয়। উল্লেখ্য, এই অন্নপূর্ণা পূজা ও বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষের সমাগম ঘটে। ছাত্রছাত্রীদের প্রাণোচ্ছল উপস্থিতিতে দিনভর মুখরিত ছিল বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। আবাসিক ছাত্রদের একাংশ তন্ময়তে পূজা-অর্চনায় অংশগ্রহণ করে বলেও জানা গেছে।

দুর্গাপুরে জলাজমি ভরাট করে তৃণমূল কার্যালয় নির্মাণের অভিযোগে সরব বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২৬ মার্চ ঃ অবৈধভাবে জলাজমি ভরাট করে তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয় নির্মাণের অভিযোগে সরব হয়েছেন দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ, দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভার গোপালপুর পশ্চিমপাড়ায় একটি জলাশয়ের অংশ ভরাট করে তৃণমূলের কার্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে। সম্প্রতি ওই কার্যালয়টি তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ মজুমদার উদ্বোধন করেছেন। বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, জলাশয় ভরাট করা আইনত অপরাধ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। এতে আগামীতে এই অঞ্চলে জলসংকট দেখা দিতে পারে। বেআইনি পুকুর ভরাট অবিলম্বে বন্ধ করা হোক। তৃণমূলের এই কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বোঝা যায়, রাজ্য সরকারও জলাশয় ভরাটকে সমর্থন করেছে। এলাকাবাসী সব দেখছে, নির্বাচনে সাধারণ মানুষ সঠিক জবাব দেবে। অন্যদিকে রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানান, জায়গাটি ৬ জনের ছিল, যার মধ্যে ৫ জন জমি দিয়েছেন। পুকুর ছিল না। খোঁজ নিয়ে দেখার প্রয়োজন।

রামনবমীর মিছিল নিয়ে বাঁকুড়ায় পুলিশ ও উদ্যোক্তাদের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৬ মার্চ ঃ শুক্রবার সকাল ৯টায় বাঁকুড়ার নতুনচটির পাঁচবাগা ময়দান থেকে রামনবমীর মিছিল শুরু হবে। বিশ্বের হিন্দু পরিষদের তত্ত্বাবধানে শ্রীরাম নবমী উদযাপন সমিতির উদ্যোগে প্রতিবছরই বর্ণাঢ্য মিছিল অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বৃহস্পতিবার সকালে সেই থানার আইসি ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রস্তুতি বৈঠক ডেকে শান্তিপূর্ণ মিছিলের জন্য আলোচনা করেন। নির্বাচনী বিধি মেনে মিছিল করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং কোনও ধরনের অস্ত্র বহন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উদ্যোক্তারাও শান্তিপূর্ণ মিছিল করার আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানা গেছে। শ্রীরাম নবমী উদযাপন সমিতির সম্পাদক রাম অবতার আগরওয়াল জানান, ১০ হাজারের বেশি রামভক্ত এই ধর্মীয় মিছিলে অংশ নেবেন। সকলকে শান্তিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। উদ্যোক্তাদের পক্ষে হরসুন্দর দত্ত বলেন, মিছিলে শ্রীরামের প্রতিকৃতি ছাড়াও ভারতমাতা, রামশীলা, গোমাতা ও শিবাজী মহারাজের প্রতিকৃতি সহ ট্যাবলো থাকবে। এছাড়াও থাকবে ব্যান্ড পার্টি, মহিলা ঢাকি। ঢাক- ঢোলের সমাহারে সজ্জিত মিছিল শহর পরিক্রমা করবে বলেও জানান তিনি।

'গড়' রক্ষায় মুর্শিদাবাদে আসছেন অভিষেক-মমতা, দলের প্রস্তুতি তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৬ মার্চ ঃ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূল ইতিমধ্যেই নির্বাচনী প্রচার শুরু করে দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি। রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম শক্ত 'গড়' মুর্শিদাবাদে নির্বাচনী প্রচার চালাতে এবার জেলায় পা রাখছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি। তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে জানা গেছে, আগামী শনি এবং রবিবার দু'দিন মুর্শিদাবাদ জেলায় দু'টি নির্বাচনী প্রচারসভা করবেন অভিষেক ব্যানার্জি। তৃণমূলের লক্ষ্য মুর্শিদাবাদ জেলার ২২ টি বিধানসভা নির্বাচনে থেকেও ভালো ফল করা। ২১-এর নির্বাচনে মুর্শিদাবাদের ২২ টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ২০ টি আসনে জয় পেয়েছিলো তৃণমূল প্রার্থীরা। অন্যদিকে ১ এপ্রিল নানুর এবং বহরমপুর, জঙ্গিপুরে জনসভা রয়েছে মমতা ব্যানার্জির। সম্ভাব্য সূচি অনুযায়ী, ২ এপ্রিল, সাগরদিঘি, সুতি এবং বৈষ্ণবনগরে তিনটি জনসভা করতে পারেন তিনি। জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের এক শীর্ষ নেতা জানান, রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্বের তরফ আমাদেরকে জানানো হয়েছিলো দলে 'স্টার ক্যাম্পেনার' তথা সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি আগামী ২৮ তারিখ মুর্শিদাবাদ জেলায় তাঁর প্রথম নির্বাচনী জনসভা সাগরদিঘির বিদায়ী বিধায়ক বাইরন বিশ্বাসের সমর্থনে করবেন। তবে সেই সূচিতে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে। অভিষেক ব্যানার্জি নতুন কর্মসূচি অনুযায়ী আগামী ২৮ তারিখ বেলা তিনটের সময় তিনি ভগবানগোলা বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী রিয়াত হোসেন সরকারের সমর্থনে বিকেল তিনটে নাগাদ একটি রাজনৈতিক জনসভা করবেন। সেদিনের কর্মসূচি শেষে অভিষেক ব্যানার্জি হেলিকপ্টারে কলকাতা ফিরে যাবেন এবং ২৯ তারিখ দুপুর ১ টা নাগাদ অভিষেক ব্যানার্জি নওদা বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী শাহিনা মমতাজ খানের সমর্থনে একটি নির্বাচনী জনসভা করবেন। ভগবানগোলা বিধানসভা কেন্দ্রের বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক তথা এবছর ওই কেন্দ্রের প্রার্থী রিয়াত হোসেন সরকার বলেন, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জির সভার জন্য শেষ মুহূর্তের আমাদের প্রস্তুতি চলছে। ২৮ তারিখ বেলা তিনটে নাগাদ অভিষেক ব্যানার্জি ভগবানগোলার মহম্মদপুর অঞ্চলে বিখ্যাত দরগা সংলগ্ন মাঠে নির্বাচনী জনসভা করবেন। তিনি বলেন, আমাদের দলের তরফ থেকে ওই সভার জন্য প্রায় ২০-৩০ হাজার মানুষের জমায়েত করার প্রস্তুতি রাখা হয়েছে। মূলতঃ ভগবানগোলা বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা ওই দিন অভিষেক ব্যানার্জির বক্তব্য শোনার জন্য আসবেন। ২৮ তারিখ অভিষেক ব্যানার্জি সভা সফল করার জন্য ইতিমধ্যে আমাদের দলের তরফ থেকে একাধিক প্রস্তুতি বৈঠক করা হয়েছে। এর পাশাপাশি দলীয় কর্মীরা নিজের নিজের এলাকায় অভিষেক ব্যানার্জির

সভার জন্য প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। শুক্রবার থেকেই বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় অভিষেক ব্যানার্জির সমর্থনে কাটআউট এবং পোস্টার লাগানো হবে। অন্যদিকে তৃণমূল সূত্রে খবর আগামী রবিবার নওদা বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শাহিনা মমতাজ খানের সমর্থনে সেখানে একটি নির্বাচনী জনসভা করবেন অভিষেক ব্যানার্জি। নওদা বিধানসভা এলাকার তৃণমূল নেতা মোশারফ হোসেন মধু বলেন, আগামী রবিবার ২৯ মার্চ নওদা আমতলা হাই স্কুল সংলগ্ন মাঠে দুপুর ১ টা নাগাদ অভিষেক ব্যানার্জির একটি জনসভা রয়েছে এই জনসভা সফল করার জন্য ইতিমধ্যেই আমাদের দলের তরফ থেকে একাধিক প্রস্তুতি বৈঠক করা হয়েছে। অভিষেক ব্যানার্জির বক্তব্য শোনার জন্য ওই দিন বিধানসভা এলাকার সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে প্রায় ২০ - ২৫ হাজার মানুষ জমায়েত হবে বলে আমরা আশা রাখছি। এর পাশাপাশি নওদা বিধানসভা এলাকা সংলগ্ন অন্য জেলা এবং ব্লক থেকেও প্রচুর মানুষ ওই দিন আমাদের দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য শুনতে আসবেন। তিনি জানান, অভিষেক ব্যানার্জির সভার জন্য ইতিমধ্যেই আমাদের দলের তরফ থেকে মঞ্চ বাঁধার এবং অন্যান্য প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। অন্যদিকে তৃণমূল সূত্রে খবর অভিষেক ব্যানার্জির সাগরদিঘির সভা আপাতত বাতিল হলেও আগামী ২ এপ্রিল সেখানে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি একটি নির্বাচনী জনসভা করতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রীর জনসভার পর অন্য কোনও একদিন সেখানে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি আরও একটি নির্বাচনী জনসভা করবেন বলে জানা গেছে।

পূর্ব রেলের ব্যাপক পরিচ্ছন্নতা অভিযানে ৪৩২৩.৭৮ মেট্রিক টনেরও বেশি বর্জ্য অপসারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ মার্চ ঃ একটি ব্যস্ত রেল স্টেশনের সকাল কল্পনা করুনঃ ছেড়ে যাওয়া ট্রেনের বাঁশি, টাটকা চায়ের সুগন্ধ এবং একটি যাত্রার প্রতীক্ষা। এখন ভাবুন, সেই একই দৃশ্য যদি যত্রতত্র ফেলে দেওয়া প্লাস্টিকের বোতল, খাবারের প্যাকেট এবং লাইনের ধারে জমে থাকা আবর্জনায় ভরে থাকে। বছরের পর বছর ধরে, আবর্জনা ভারতীয় রেলের এক নীরব

যাত্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে-এমন এক অনাহুত অতিথি যা কেবল দেখতেই খারাপ নয়, বরং সমস্যার এক দীর্ঘ তালিকা তৈরি করে। ট্র্যাকের ওপর আবর্জনা জমা হওয়া কেবল দৃষ্টিকটু নয়, এটি সুষ্ঠু ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রেও এক বড় বাধা। কারণ এই বর্জ্য নিকাশি ব্যবস্থাকে রুদ্ধ করে দেয়, যার ফলে বৃষ্টির সময় জল জমে ট্রেন চলাচলে দেরি হতে পারে এবং যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিতে পারে। যাত্রীদের জন্য এর অর্থ হলো দুর্গন্ধ, স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং ভ্রমণের আনন্দ নষ্ট হওয়া। একটি পরিচ্ছন্ন যাত্রা যাত্রীদের মৌলিক অধিকার, তা স্বীকার করে নিয়ে পূর্ব রেলওয়ে তার বিভাগ ও ওয়ার্কশপগুলিকে পরিচ্ছন্ন করার অভিযান আরও জোরদার করেছে। গত তিন মাসে এক বিশাল লজিস্টিক সাফল্যের মাধ্যমে রেলওয়ে মোট ৪৩২৩.৭৮ মেট্রিক টন আবর্জনা পরিষ্কার করেছে। শহরের ব্যস্ত প্ল্যাটফর্ম থেকে শুরু করে শিল্প কারখানা বা ওয়ার্কশপ-পূর্ব রেলওয়ে নেটওয়ার্কের প্রতিটি প্রান্ত এই বিশাল অভিযানে অংশ নিয়েছিল। ২০২৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, প্রতিটি ক্ষেত্রে এই নিরলস প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এই তিন মাস সময়কালে বিভিন্ন বিভাগ এবং ওয়ার্কশপগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য ফলাফল পাওয়া গেছে। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, হাওড়া বিভাগ মোট ৩৭৭.৪০ মেট্রিক টন এবং শিয়ালদহ বিভাগ ৩১৭.০০ মেট্রিক টন আবর্জনা পরিষ্কার করেছে। আসানসোল বিভাগ সফলভাবে ১১০.০০ মেট্রিক টন এবং মালদা বিভাগ ১০২.০০ মেট্রিক টন বর্জ্য অপসারণ করেছে। শিল্প ওয়ার্কশপগুলিও এক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা পালন করেছে লিলুয়া ওয়ার্কশপ ১১৮৫.৬৫ মেট্রিক টন, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ১৬৮২.২৯ মেট্রিক টন এবং জামালপুর ওয়ার্কশপ ৫৪৯.৪৪ মেট্রিক টন বর্জ্য পরিষ্কার করেছে। সব মিলিয়ে মোট ৪৩২৩.৭৮ মেট্রিক টন বর্জ্য অপসারিত হয়েছে। কোচগুলোর যান্ত্রিক পরিচ্ছন্নতা থেকে শুরু করে নিয়মিত ট্র্যাক পর্যবেক্ষণ- পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে পূর্ব রেলওয়ে প্রতিটি সম্ভাব্য পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। তবে, কেবল কর্তৃপক্ষের একার পক্ষে এই লড়াই জেতা সম্ভব নয়। কারণ রেল চত্বরে পাওয়া অধিকাংশ বর্জ্যই আসে প্রতিদিনের যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা থেকে। পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউস্কর যাত্রীদের উদ্দেশ্যে জানিয়েছেন যে, ভারতীয় রেল তাঁদের নিজস্ব সম্পত্তি এবং এই পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে তাঁদের উদ্যোগী হওয়া উচিত। যাত্রীদের আরও মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, রেলওয়ে পরিষ্কার রাখা কেবল নাগরিক কর্তব্যই নয়, এটি একটি আইনি বাধ্যবাধকতাও বটে। ১৯৮৯ সালের রেলওয়ে আইনের ১৪৫(বি) এবং ১৫৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী, রেল চত্বরে কেউ নোংরা করলে বা উপদ্রব সৃষ্টি করলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং তার জন্য জরিমানা বা আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

হাওড়ায় রামনবমীর শোভাযাত্রা শান্তিপূর্ণ হয়েছে , দাবি কমিশনারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২৬ মার্চ ঃ হাওড়ায় রামনবমীর শোভাযাত্রা শান্তিপূর্ণ হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শিবপুর পুলিশ লাইনে আয়োজিত এক

সাংবাদিক সম্মেলনে এমনই দাবি করেন হাওড়া সিটি পুলিশের কমিশনার অখিলেশ কুমার চতুর্বেদী। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী মিছিল হয়েছে কিনা অর্থাৎ তা অমান্য করা হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নির্দেশ না মানলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আদালতে রিপোর্ট দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, প্রতি বছরের মতো এবারও রামনবমী উপলক্ষ্যে অঞ্জনি সেনা ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ পৃথক দুটি শোভাযাত্রা করে। কয়েক হাজার রামভক্ত তাতে সামিল হন। ডিজে বাজিয়ে মিছিল হয়। তবে বিগত কয়েক বছর আগে এই শোভাযাত্রা ঘিরে অশান্তি হয়েছিল। তারপর থেকেই কড়া নিরাপত্তায় এই শোভাযাত্রা হয় প্রতি বছর। এবার বিরাট পুলিশ বাহিনী, র‍্যাফ ছাড়াও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নামানো হয়। ছিল ড্রোনের নজরদারি। বাড়ির ছাদের মাথায় ছিল পুলিশ। উল্লেখ্য, এদিন সকালে অঞ্জনি পুত্র সেনা সংগঠনের তরফ থেকে রামনবমীর মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এরপর বিকেলে রামনবমীর দ্বিতীয় শোভাযাত্রা শিবপুর এক নম্বর গেট থেকে শুরু হয়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল ও দুর্গা বাহিনী সংগঠনের পক্ষ থেকে ওই সুবিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হয়। শোভাযাত্রা কাজীপাড়া হয়ে জি টি রোড ধরে হাওড়া ময়দানে আসে।

বিজেপি প্রার্থী না পসন্দ, পড়লো পোষ্টার

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২৬ মার্চ ঃ গতকালই বিজেপি তৃতীয় প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে। কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী করা হয়েছে শিলিগুড়ির বিভাগ কনভেনার রথীন্দ্রনাথ বোসকে। যদিও তার জন্ম কোচবিহার। এবং কোচবিহারের বিজেপির সহ-সভাপতি বিরাজ বোসের দাদা বলে পরিচিত।

কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণেই কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অভিজিত দে ভৌমিক। এমতাবস্থায় প্রার্থী নিয়ে অসন্তোষের জেরে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে পরল পোস্টার। পোস্টারে লেখা যাকে খুশি তাকে দিন বহিরাগত কে বাদ দিন প্রচারে অবহেলিত বিজেপির কার্যকর্তারা। ফলে বিজেপির প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল সামনে এলো। বারবার শাসক দলের দিকে গোষ্ঠীকোন্দলের আঙুল তোলে বিরোধীরা কিন্তু এবার তার বিপরীত ছবি চোখে পড়লো। কোচবিহার শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে এই পোস্টার ঘিরে তাই রীতিমতো উঠছে প্রশ্ন ? এই প্রসঙ্গে কোচবিহার তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা তথা কোচবিহার জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমেদ বলেন - এটা বিজেপির ব্যাপার আমার বলার কিছু নেই তবে যা তৃণমূলের করা উচি তা বিজেপি নিজেরাই করে দিচ্ছে। গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে এসেছে। নির্বাচনের ফল ঘোষণার আগেই তৃণমূল জিতে গেছে। যদিও এই নিয়ে কোচবিহার জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি বিরাজ বোস বলেন - তৃণমূল কংগ্রেস রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে গেছে নিজেরাই এই পোস্টর ছাপিয়ে বহিরাগত লিখে দিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস কান না দেখে চিলের পেছনে ছোটে। তৃণমূল কংগ্রেস দুর্নীতি থেকে রেহাই পাবে না সে কারণেই তারা এসব করছে। তবে এ কথা ঠিক দীর্ঘদিন ধরেই কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রে মানুষের সাথে জনসংযোগ করছেন তৃণমূল প্রার্থী অভিজিত দে ভৌমিক। প্রচারের ক্ষেত্রেও বিরোধীদের থেকে অনেক গুন এগিয়ে তিনি। এমত অবস্থায় রথীন্দ্রনাথ বোসকে প্রার্থী করে বিজেপি বিতরণী পার করতে পারবে। উচ্ছে প্রশ্ন ? বৃহস্পতিবার মদনমোহন বাড়িতে পুজো দিয়ে তার প্রচার শুরু করেছেন রথীন্দ্রনাথ বোস।

ঝাড়গ্রামে হাতির শাবকের মৃত্যুতে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২৬ মার্চ ঃ ঝাড়গ্রাম ব্লকের লোধাশুলি রেঞ্জের একটি জঙ্গলে একটি শাবক হাতির মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে মৃত শাবকটিকে জঙ্গলের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখা যায়। উল্লেখ্য, এই রেঞ্জের জয়বাদী ও টুটুহার জঙ্গলে ২৫ থেকে ৩০টি হাতির একটি দল রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, মৃত শাবকও এই দলের সদস্য ছিল। খবর পেয়ে বনদফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। সন্ধ্যার দিকে ঝাড়গ্রামের ডিএফও উমর ইমাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ডিএফও উমর ইমাম জানিয়েছেন, একটি শাবক হাতির মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর সঠিক কারণ ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে।

দলেই থাকছেন তাজমুল হোসেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৬ মার্চ ঃ দলবদলের জল্পনার অবসান ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত দলেই থাকার সিদ্ধান্ত জানালেন হরিশ্চন্দ্রপুরের বিদায়ী বিধায়ক তাজমুল হোসেন। বৃহস্পতিবার তাজমুল হোসেনের বাড়িতে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন তৃণমূল প্রার্থী মতিবুর রহমান। দুজনের দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। তিনি তাজমুলকে 'মামা' বলে সম্বোধন করে মিষ্টি খাইয়ে দেন। এরপরই তাজমুল হোসেন জানিয়ে দেন, তিনি দলেই থাকছেন এবং দলের প্রার্থীর সমর্থনে কাজ করবেন। সংবাদমাধ্যমের সামনে তিনি স্বীকার করেন, আবেগের বশে দলের বিরুদ্ধে কিছু মন্তব্য করে ভুল করেছিলেন। উল্লেখ্য, হরিশ্চন্দ্রপুরে প্রার্থী বদলকে কেন্দ্র করে কিছুদিন আগে তাজমুল হোসেনের ক্ষোভ প্রকাশ্যে আসে এবং তাঁর দলবদল নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়। তবে এদিনের বৈঠকের পর শাসকদলের অন্দরে ঐক্যের বার্তা স্পষ্ট হয়েছে। অন্যদিকে এই ঘটনাকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। তাদের দাবি, তৃণমূলের মধ্যে সবকিছুই ভাগবাটোয়ারার রাজনীতি।

Govt. of West Bengal.

Short Notice Quotation Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, South 24 Parganas Electrical Division, 57/2, Diamond Harbour Road, Kolkata-700023 from the eligible contractors for the following works. Name of Works:
i) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at 03 nos. locations Bodra High School, Bhangar Balika Vidyalaya and Hatisala Sarojini High Madrasah under Bhangar PS and Hatisala PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. **(Tender Ref: NIQ No. 98/Q of S24PED of 2025-26)** Last Date of Permission: : **27.03.2026 Upto 01.00 P.M**
Bid Submission closing: **27.03.2026 Upto 01.30 P.M**
Bid opening Date: **27.03.2026 after 02.00 P.M.**

Sd/- A. Haldar
Executive Engineer, PWD
South 24 Parganas Electrical Division

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ২য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৪ (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) এতদ্বারা শিয়ালদহ ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লটের পরিচালনার জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ই-অকশন ক্যাটালগ **www.ireps.gov.in**-তে প্রকাশিত হয়েছে।

অকশন ক্যাটালগ নংঃ পার্ক-এপ্রিল-২৬-১

এসইকিউ নং., আইআরইপিএস লট নং., পার্কিং লটঃ এএ/১, পার্কিং-এসডিএএইচ-কেওয়াইআই-টিডব্লু-৩৮৬-২৬-১, কল্যাণী। **এএ/২,** পার্কিং-এসডিএএইচ-এমবিবি-টিডব্লু-৩৭৩-২৬-১, মুর্শিদাবাদ। **এএ/৩,** পার্কিং-এসডিএএইচ-কেওয়াইআই-টিডব্লু-২৪৫-২৬-২, কল্যাণী। **এএ/৪,** পার্কিং-এসডিএএইচ-এমআইজে-টিডব্লু-২৬৫-২৬-১, মাজদিয়া। **এএ/৫,** পার্কিং-এসডিএএইচ-আইপি-টিডব্লু-৮৭-২৫-১, ইছাপুর। **এএ/৬,** পার্কিং-এসডিএএইচ-এনবিই-টিডব্লু-১৫২-২৫-১, নিউ ব্যারাকপুর। **এএ/৭,** পার্কিং-এসডিএএইচ-এসইপি-টিডব্লু-৪৭-২৫-১, সোদপুর। **এএ/৮,** পার্কিং-এসডিএএইচ-বিজিএল-টিডব্লু-৩৭২-২৬-১, বগুলা। **এএ/৯,** পার্কিং-এসডিএএইচ-এজি-টিডব্লু-৪-২৬-১, আড়ংঘাটা। **এএ/১০,** পার্কিং-এসডিএএইচ-আইপি-টিডব্লু-৮৮-২৫-১, ইছাপুর। **এএ/১১,** পার্কিং-এসডিএএইচ-সিকিউআর-টিডব্লু-৬৪-২৬-১, চাঁপাপুকুর। **অকশন শুরুর তারিখঃ** ০২.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা।

অকশন ক্যাটালগ নংঃ পার্ক-এপ্রিল-২৬-২

এসইকিউ নং., আইআরইপিএস লট নং., পার্কিং লটঃ এএ/১, পার্কিং-এসডিএএইচ-এমপিআরডি-টিডব্লু-৩৮৯-২৬-১, মথুরাপুর রোড। **এএ/২,** পার্কিং-এসডিএএইচ-কেআরপি-এমএক্স-৩৮৮-২৬-১, কৃষ্ণপুর। **অকশন শুরুর তারিখঃ** ০৬.০৪.২০২৬ তারিখ সকাল ১০টা।

সম্ভাব্য বিডদাতাদের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

SDAH-447/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ANGEL ONE LIMITED

Regd. Off: 601, 6th Floor, ACKRUTI STAR, CENTRAL ROAD, MIDC, ANDHERI EAST, MUMBAI -400093
Centralized desk : 18001020 Email id : support@angelone.in
Member of : NSE / BSE / BSE REMISIER / MCX / MCX SX / NCDEX
Member IDs: NSE : 12798, BSE : 612, MCX : 12685,
NCDEX : 00220 SEBI Registration No: INZ000161534

NOTICE

This is to inform all concerned that we have initiated the process of cancellation of registration of our below mentioned Authorised Person (AP) due to regulatory reasons/concerns.

Name Of Authorised Person	Trade Name of AP	Address of AP	AP Registration No.
SANGITA DAS	SANGITA DAS	166,B.B.CHATTERJEE ROAD ,KASBA,S.O KASBA MORDERN SCHOOL KASBA KOLKATA 700042 WEST BENGAL	NSE : AP0397176941 MCX : MCX/AP/115839

Any person dealing with the above-mentioned Authorised Person henceforth shall do so at their own risk. **ANGEL ONE LTD.** shall not be liable for any dealings with the said entity post the issuance of this notice. Investors having any queries or concerns regarding this matter are requested to contact **ANGEL ONE LTD.** within **15 days** from the date of issuing this notice.

Date : 27.03.2026
Place : West Bengal

For ANGEL ONE LTD
Sd/-, Authorised Signatory

অফবিট

যুদ্ধের আবহে আলোচনায় হরমুজ, এখানে রয়েছে লাল দ্বীপ, যার মাটি খেয়ে বাঁচে স্থানীয়রা

জি. দাস

পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ ঘিরে এখন বিশ্বজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রে হরমুজ প্রণালী। ইরান ও ওমানের মাঝখানে থাকা এই সরু জলপথ দিয়েই প্রতিদিন বিশ্বের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ হয়। যুদ্ধের আবহে এই গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথ কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জ্বালানি বাজারে তৈরি হয়েছে গভীর উদ্বেগ। কিন্তু কৌশলগত গুরুত্বের পাশাপাশি এই অঞ্চলেই লুকিয়ে আছে এক অদ্ভুত প্রাকৃতিক বিস্ময়। ইরানের হরমুজ দ্বীপে রয়েছে এমন এক সমুদ্রসৈকত, যার বালির রং রক্তিম লাল। এই অদ্ভুত দৃশ্য বহু বছর ধরেই পর্যটক, ভূতত্ত্ববিদ ও ফোটোগ্রাফারদের আকর্ষণের কেন্দ্র।

● লাল বালির সৈকত

হরমুজ দ্বীপের এই সৈকতের নাম রেড বিচ বা সোরখ বিচ। এখানে সমুদ্রসৈকতের বালি উজ্জ্বল লাল রঙের। এই অস্বাভাবিক রঙের কারণ হল বালির মধ্যে থাকা লৌহ অক্সাইড। এই খনিজসমৃদ্ধ মাটি এতটাই লাল যে দূর থেকে পুরো উপকূল যেন রক্তিম রঙে রাঙানো বলে মনে হয়। অনেকের কাছে এই দৃশ্য যেন আঁকা কোনও ছবির মতো লাগে।

● 'গেলাক' নামের অদ্ভুত মাটি

স্থানীয় বাসিন্দারা এই লাল মাটিকে বলেন গেলাক। এর রঙ এতটাই তীব্র যে হাতে লাগলে কয়েক দিন পর্যন্ত দাগ থেকে যায়। এমনকি এতে থাকা লৌহের ঘনত্বের কারণে কিছু কণা চুম্বকের প্রতিও প্রতিক্রিয়া দেখায়। অদ্ভুত হলেও সত্যি, এই গেলাক স্থানীয় রান্নাতেও ব্যবহার করা হয়। অবশ্যই সরাসরি গুঁড়ো অবস্থায় নয়। এটি মশলার মতো ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে সুরাঘ নামে এক ধরনের গাঁজন করা মাছের সসে এই মাটি দিয়ে থাকেন অনেকে। তাতে মাছের ঝালের রং লাল দেখায়। এছাড়াও ঐতিহ্যগতভাবে স্থানীয় মহিলারা মাসিকের সময় অল্প পরিমাণ গেলাক খেতেন। তাঁদের বিশ্বাস, এতে শরীরে আয়রনের ঘাটতি পূরণ হয়।

● রং বদলায় সমুদ্রের জলও

রেড বিচের বিস্ময় শুধু বালিতেই সীমাবদ্ধ নয়। যখন সমুদ্রের ঢেউ এই লাল বালির ওপর দিয়ে আছড়ে পড়ে, তখন জলেও লাল ও গোলাপি আভা দেখা যায়। পারস্য উপসাগরের নীলাভ সবুজ জলের সঙ্গে এই লাল রঙের বৈপরীত্য এক অসাধারণ দৃশ্য তৈরি করে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সেই দৃশ্য আরও নাটকীয় হয়ে ওঠে। একসময় নাবিকরাও দূর সমুদ্র থেকে এই লাল আভা দেখে পথ চিনতেন। ফলে এটি প্রাকৃতিক নৌ-নির্দেশক হিসেবে ব্যবহৃত হত।

● বিজ্ঞান ও লোককথার মেলবন্ধন

রেড বিচের গুরুত্ব শুধু ভূতত্ত্বেই নয়, স্থানীয় সংস্কৃতিতেও রয়েছে। এই লাল রঙ নিয়ে বহু লোককথা প্রচলিত। কোথাও বলা হয় মহাজাগতিক ঘটনার প্রভাবে এই রঙ তৈরি হয়েছে, আবার কোথাও শোনা যায় পৌরাণিক প্রাণীর গল্প। বিজ্ঞান ও লোকবিশ্বাস-দুই মিলিয়েই হরমুজ দ্বীপের এই লাল সৈকত আজও পৃথিবীর অন্যতম রহস্যময় প্রাকৃতিক বিস্ময় হয়ে রয়েছে।

তাঁকে নাকি সুপ্রিম লিডার বানাতে চায় ইরান! 'নো থ্যাঙ্ক ইউ' বলেছেন ট্রাম্প

সংবাদ সংস্থা, ওয়াশিংটন, ২৬ মার্চঃ ইরান মানছে না। এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প-ও থামার পাত্র নন। তেহরান যতই দাবি খারিজ করুক, তাঁর দাবি, যুদ্ধ থামাতে ইরানের সঙ্গে আলোচনা চলছে। রিপাবলিকান ফান্ডরেইজারে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন যে ইরানের নেতৃত্ব তাঁকেই ইসলামিক রিপাবলিকের পরবর্তী সুপ্রিম লিডার হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছেন। ট্রাম্প বলেন, ''আমরা স্পষ্ট শুনতে

পাচ্ছি। ওরা বলছে, আমরা চাই না। আমরা আপনাকে পরবর্তী সুপ্রিম লিডার বানাতে চাই। নো, থ্যাঙ্ক ইউ। আমি চাই না।'' যুদ্ধ শুরুর প্রথম দিনেই ইরানের সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লাহ আলি খামেনেইকে নিকেশ করে আমেরিকা-ইজরায়েল। তাঁর ছেলে মোজতাবা খামেনেইকে সুপ্রিম লিডার বানানো হয়েছে। তবে তারপর থেকে আর খামেনেইকে দেখা যায়নি। জল্পনা, আমেরিকার হামলায় মোজতাবা আহত হয়েছেন। ট্রাম্প বলেন, ''আমি বলছি, আমরা বড় সড় জয়ের মুখে। ইরান ও মধ্য প্রাচ্যে আমরা যা করছি, তা কেউ কখনও করেনি। আমরা আলোচনা করছি। ওরা প্রবলভাবে চায় যে আমরা চুক্তি করি। কিন্তু ওরা ভয় পাচ্ছে এটা বলতে কারণ ওদের নিজেদের লোকজনদের হাতেই খুন হতে হবে। ওরা ভয় পাচ্ছে যে আমাদের হাতে নিকেশ হবে।'' প্রসঙ্গত, যুদ্ধ থামাতে ১৫ পয়েন্টের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব পাঠিয়েছে আমেরিকা। তাতে ইরানের পরমাণু প্রোগ্রাম বন্ধ করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি লেবাননের হিজবুল্লাহর মতো গোষ্ঠীগুলিকে সমর্থন দেওয়া বন্ধ করা এবং হরমুজ প্রণালী খোলার কথা বলা হয়েছে। যদিও তেহরান প্রকাশ্যেই এই দাবি খারিজ করে দিয়েছে। তাদের কথায়, এমন কোনও আলোচনাই হয়নি।

সংঘাতের মাঝেই বড় ঘোষণা

ভারত-সহ বন্ধু দেশের জন্য হরমুজ খুলল ইরান

সংবাদ সংস্থা, তেহরান, ২৬ মার্চঃ মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের মধ্যেই বড় ঘোষণা ইরানের। হরমুজ দিয়ে ভারত-সহ 'বন্ধু দেশে'র জাহাজ চলাচলে ছাড় দিল তেহরান। কিন্তু মার্কিন-ইজরায়েলের জন্য বন্ধ থাকবে আপাতত। বৃহস্পতিবার ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি এক সাক্ষাৎকারে জানালেন, সংঘাতের আবহেও না। সব দেশের জন্য এই ছাড় নেই। আরাঘচি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইজরায়েল এবং সংঘাতে জড়িত কিছু উপসাগরীয় দেশের জাহাজকে এই প্রণালী ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই সামুদ্রিক পথ ঘিরে উদ্বেগ বাড়ছে আন্তর্জাতিক মহলে। রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস চেষ্টা করছে বলে আশ্বাস গেন গুতেরেজ। উল্লেখ্য, হরমুজ প্রণালী বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি করিডর। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, কাতার, কুয়েত, ইরাক, বাহরিন এবং ইরান-সহ একাধিক দেশ এই পথ দিয়ে তেল ও তরল প্রাকৃতিক গ্যাস রফতানি করে। এই পথের উপর নির্ভরশীল বড় ক্রেতাদের মধ্যে রয়েছে ভারত,

হরমুজ প্রণালী পুরোপুরি বন্ধ করা হয়নি। ভারত, রাশিয়া, চিন, পাকিস্তান ও ইরাকের মতো 'বন্ধু' দেশগুলির জাহাজ চলাচলে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মুম্বইয়ে অবস্থিত ইরানের কনস্যুলেট জেনারেলও এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। তাদের পোস্টে বলা হয়, এই দেশগুলির জাহাজ নিরাপদে প্রণালী পারাপার করতে পারবে। কোনও সমস্যা হবে ইতিমধ্যেই হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, দীর্ঘদিন প্রণালী বন্ধ থাকলে তেল, গ্যাস এবং সার সরবরাহ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে, যা বিশ্বজুড়ে কৃষি মরশুমের উপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ ভয়াবহ অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। রাষ্ট্রসংঘ যুদ্ধের প্রভাব কমানোর চিন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া। মোট পরিবাহিত জ্বালানির প্রায় ৬৯ শতাংশই যায় এই দেশগুলিতে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের প্রায় ৪০ শতাংশ অপরিশোধিত তেল এবং ৫৪ শতাংশ এলএনজি এই প্রণালী দিয়েই আমদানি হয়। ফলে সাময়িক অবরোধের জেরে বিশ্ববাজারে তেলের দাম বেড়েছে, ব্যাহত হয়েছে সরবরাহ শৃঙ্খলও।

পুলিশ পর্যবেক্ষকের 'পদ্ম-যোগ' অতীত, আরও চার জনের 'কীর্তি' ফাঁস করে কমিশনকে তোপ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ মার্চঃ নির্বাচন কমিশন এখন বিজেপি-র 'নিয়োগকারী সংস্থা' (রিক্রুটমেন্ট এজেন্সি) হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার ঠিক এই ভাষাতেই বেনজির আক্রমণ শানাল তৃণমূল কংগ্রেস। মালদহে এক পুলিশ পর্যবেক্ষকের পারিবারিক 'পদ্ম-যোগ' ফাঁস করার পর, এদিন আরও চার জন 'জেনারেল অবজার্ভার'-এর অতীত রেকর্ড জনসমক্ষে এনে কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিল রাজ্যের শাসকদল। তৃণমূলের অভিযোগ, 'অবাধ ও সুষ্ঠু' ভোটের নামে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে এমন সব আধিকারিকদের পর্যবেক্ষক হিসেবে পাঠানো হয়েছে, যাঁদের বিরুদ্ধে জমি কেলেঙ্কারি থেকে শুরু করে কোটি টাকার দুর্নীতি, এমনকি নারী নির্যাতনের

মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে।

তৃণমূলের নিশানায় যে চার পর্যবেক্ষক

ধীরজ কুমার (গাজোল, মালদহ)। মহারাষ্ট্রের স্বাস্থ্য কমিশনার থাকাকালীন ৮ হাজার কোটি টাকার অ্যাম্বুল্যান্স টেন্ডার কেলেঙ্কারিতে এই আধিকারিকের নাম জড়িয়েছিল বলে দাবি তৃণমূলের। এ হেন 'অভিযুক্ত' ব্যক্তিকে গাজোলের পর্যবেক্ষক করায় বিস্ময় প্রকাশ করেছে ঘাসফুল শিবির।

অজয় কাটেসারিয়া (বনগাঁ দক্ষিণ)। মধ্যপ্রদেশের সাতনার জেলাশাসক থাকাকালীন ৪০ একরের বেশি সরকারি জমি নিয়মবহির্ভূত ভাবে ব্যক্তিগত মালিকানায় হস্তান্তরের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। রেওয়া কমিশনারের রিপোর্টে তাঁকে 'দোষী' সাব্যস্ত করে চার্জশিটও দেওয়া হয়েছিল বলে তৃণমূলের দাবি।

গন্দম চন্দ্রুডু (বালিগঞ্জ)। অন্ধ্রপ্রদেশের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিরেক্টর থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে পণ চেয়ে বধূ নির্যাতনের মামলা রুজু হয়েছিল। কলকাতার অভিজাত বালিগঞ্জ কেন্দ্রের দায়িত্ব তাঁর হাতে দেওয়ায় ক্ষুব্ধ শাসকদল।

অরিন্দম ডাকুয়া (মধ্যমগ্রাম)। ওড়িশার বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝির ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে কাজ করেছেন এই আধিকারিক। তৃণমূলের বক্তব্য, সরাসরি বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ লোককে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করে কমিশন আসলে 'পলিটিক্যাল অ্যাপয়েন্টি'র নির্লজ্জ নজির গড়ল।

টুইট করে তৃণমূলের তরফে 'ভ্যানিশ কুমার' বলে কটাক্ষ করা হয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে। তাঁদের অভিযোগ, কমিশন কেবল বেছে বেছে বিজেপি ঘনিষ্ঠ বা কলঙ্কিত আধিকারিকদেরই বাংলায় পাঠাচ্ছে। তৃণমূল নেতৃত্বের তোপ, পুরনো প্রবাদ আছে চোর ধরতে চোর নিয়োগ করা হয়। কিন্তু কমিশন এখন নির্দোষ মানুষদের হেনস্থা করতে চোর-জোচ্চোরদের নিয়োগ করছে।

ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধের জেরে সমস্যার শেষ নেই, এরই মাঝে লাভবান হচ্ছে এই সেক্টর

নিজস্ব প্রতিবেদন

পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের প্রভাব এবার পড়ল ভ্রমণ পরিকল্পনায়। বিদেশ সফর বাতিল করে দেশেই ছুটি কাটানোর দিকে ঝুঁকছেন ভারতীয়রা। ফলে চাঙ্গা হচ্ছে দেশীয় পর্যটন শিল্প। মধ্যপ্রাচ্যের আকাশপথের বড় অংশ বন্ধ থাকায় ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা-মুখী উড়ান মারাত্মকভাবে প্রভাবিত। এই পরিস্থিতিতে গ্রীষ্মের ছুটির জন্য বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা বদলে ফেলছেন বহু পর্যটক। বদলে বেছে নিচ্ছেন দেশের মধ্যেই কাছাকাছি গন্তব্য। ট্রাভেল প্ল্যাটফর্মগুলির তথ্য বলছে, লাদাখ, ঋষিকেশ, শিমলা, কুলু-মানালি এবং শিলংয়ের মতো পাহাড়ি ও শীতল জায়গায় হঠাৎই বেড়েছে খোঁজখবর। গরমের হাত থেকে রেহাই পেতে এইসব জায়গার দিকেই ঝুঁকছেন ভ্রমণপিপাসুরা। বেসরকারি এক সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে ওয়ান্ডারঅনের তথ্য উদ্ধৃত করে জানানো হয়েছে, প্রায় ৬৫ শতাংশ পর্যটক এখন দেশীয় গন্তব্য খুঁজছেন। সংস্থার সিইও গোবিন্দ গৌর জানিয়েছেন, গত কয়েক সপ্তাহে ভ্রমণের প্রবণতায় স্পষ্ট

পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, লাদাখ এবং উত্তর-পূর্বের শীতল অঞ্চলগুলিতে আগ্রহ ও বুকিং ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। শুধু গন্তব্য নয়, বদলাচ্ছে ভ্রমণের ধরনও। পর্যটন শিল্পের সঙ্গে যুক্তদের মতে, এখন অনেকেই ছোট সময়ের ট্রিপ, নমনীয় পরিকল্পনা এবং কম বাজেটের বুকিংয়ের দিকে ঝুঁকছেন। দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সফরের বদলে শেষ মুহূর্তে পরিকল্পনা করেই ঘুরতে বেরিয়ে পড়ছেন অনেকে। আধ্যাত্মিক পর্যটনেও আগ্রহ বাড়ছে মানুষজন। বিশেষ করে মিলেনিয়ালদের মধ্যে প্রায় ২৩ শতাংশ অনুসন্ধান ঋষিকেশের মতো গন্তব্য ঘিরেই। এই চাহিদার কথা মাথায় রেখে ওয়ান্ডারঅন অ্যাডভেঞ্চার, ওয়েলনেস এবং অফবিট মিলিয়ে বিশেষ প্যাকেজ তৈরি করছে। চোপতা ও স্পিতি ভ্যালির মতো জায়গাও তালিকায় রয়েছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন শহরে বুকিংয়ের বৃদ্ধিও নজরে পড়ছে। উদয়পুরে ৬৯ শতাংশ, যোধপুরে ৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। বাগডোগরায় ৪৪ শতাংশ, শ্রীনগরে ৪১ শতাংশ এবং আগরতলায় ৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক ভ্রমণ একেবারে বন্ধ হয়নি। আইএক্সিগোর সিইও অলোক বাজপেয়ী জানিয়েছেন, এখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির দিকে ঝোঁক বাড়ছে। ভিয়েতনাম, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ডে আগ্রহ বজায় রয়েছে।

CHANGE OF NAME

I, Sajjad Hossain kha (old name) S/o-Shabaddin Kha residing at Chhota Andulia, Chhota Andulia, Chapra, Dist-Nadia, Pin-741171 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SAJJAD HOSSAIN KHA to SAJJAD HOSSAIN KHAN and henceforth I shall be known as SAJJAD HOSSAIN KHAN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 26/03/2026. SAJJAD HOSSAIN KHA (old name) and SAJJAD HOSSAIN KHAN (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Divya Shahdadpuri (Old Name) W/o Bhagwan Nathumal Shahdadpuri Residing at 11 Convent Road, P.o - Entally, P.s - Entally, District - Kolkata, Pin - 700014, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Divya Bhagwan Shahdadpuri (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 25-03-2026. Divya Shahdadpuri (Old Name) and Divya Bhagwan Shahdadpuri (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Lulufa Yasmin (Old Name) W/o Ruhul Islam Mallick Residing at Vill - Bahargram, P.o - Panskura, P.s - Panskura, District - East Medinipur, Pin - 721152, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Lilufa Yasmin (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 25-03-2026. Lulufa Yasmin (Old Name) and Lilufa Yasmin (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shyamal Kumar Paul, Shyamal Pal (Old Name) S/o Amulya Ratan Paul Residing at 120, Nandi Bagan, Singhi Garden, P.o - Haltu, District - Kolkata, Pin - 700078, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Shyamal Paul (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 25-03-2026. Shyamal Kumar Paul, Shyamal Pal (Old Name) and Shyamal Paul (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Basira Khatoon (Old Name) W/o Naosar Ali Residing at Namajgram, P.o+ P.s - Pandua, District - Hooghly Rural, Pin - 712149, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Basira Khatun (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 23-03-2026. Basira Khatoon (Old Name) and Basira Khatun (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Souraya Gupta (Old Name) S/o Amit Gupta Residing at Bengal Nri Complex Urbana, Flat No 3802, Tower 2, 783, Anandapur, District - Kolkata, Pin - 700107, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Shouraya Gupta (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 10 Dated 25-03-2026. Souraya Gupta (Old Name) and Shouraya Gupta (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SMT AGNES GOMES (Old Name) W/O PIUS SAMIR GOMES Residing at 37, TALTALA BAZAR STREET, KOLKATA-700014, W.B INDIA have changed my name and shall henceforth be known as AGNES JYOTSNA GOMES (New Name), as declared before Notary Serampour Hooghly AGNES JYOTSNA GOMES (New Name) and SMT AGNES GOMES (Old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I Garima Agarwal on behalf of my son kritam chhawcharia residing at 227/2 A.J.C Bose road, Kolkata 700020 have changed his name and he shall henceforth be known as Kritam Agarwal as declared before the Notary Public/ First class Judicial Magistrate CMM Court vide affidavit no 13771/18 Dated 11 April 2022 Kritam Chhawcharia and kritam Agarwal both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mustansir Rangwala and Mustansir Abdul Ali Rangwala (Old Name) son of Late Abdulali Rangwala Resident of, 14/2A, Balu Hakkak Lane, 2nd Floor, P.O-Circus Avenue, P.S-Karaya, Kolkata-700017. W.B., have changed my name and shall henceforth be known as Mustansir Abdulali Rangwala (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 26.03.2026.That Mustansir Rangwala, Mustansir Abdul Ali Rangwala (Old Name) and Mustansir Abdulali Rangwala (New Name) is the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, HUSSAIN SK (old name) S/O - HABIBUR SK residing at HAZBIBIDANGA PASCHIMPARA PO - RASULPUR PS - NABAGRAM DIST - MURSHIDABAD PIN -742184, West Bengal, do hereby declare that i have changed My name from HUSSAIN SK (old name)to HUSSAIN SHAIKH (new name) and henceforth, I shall be Known as HUSSAIN SHAIKH (new name). HUSSAIN SHAIKH (new name) & HUSSAIN SK (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MOHAMMAD NURUL HAQUE(old name) S/O - YEAR MOHAMMAD SEKH residing at VILL- SAHEBNAGAR PO & PS - BHAGWANGOLA DIST - MURSHIDABAD PIN - 742135. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MOHAMMAD NURUL HAQUE (old name) to NURUL HAQUE (new name) and henceforth, I shall be Known as NURUL HAQUE (new name). NURUL HAQUE (new name) & MOHAMMAD NURUL HAQUE (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SHAKILA BIBI (old name) W/O - DULU SHAIKH residing at KATHGARA MORALPARA, KALINGA PS - CHAPRA DIST - NADIA PIN -741166. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SHAKILA BIBI (old name) SAKILA SHAIKH (new name) and henceforth, I shall be Known as SAKILA SHAIKH (new name). SAKILA SHAIKH (new name) & SHAKILA BIBI (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, UMME KULSUM GULSANARA KHARUN (old name) W/O - MD AIMAL HOSSAIN residing at VILL - RIYAJUDDIN SARDAR TOLA PO - UTTAR DARIYAPUR PS - KALIACHAK DIST - MALDA PIN -732201. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from UMME KULSUM GULSANARA KHARUN (old name) toUMME KULSUM GULSANARA KHATUN (new name) and henceforth, I shall be Known as UMME KULSUM GULSANARA KHATUN (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 26/03/2026. UMME KULSUM GULSANARA KHATUN (new name) & UMME KULSUM GULSANARA KHARUN (old name) both name. are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, ROSHMA BIBI (old name) W/O - LATE SADIK SEKH residing at VILL- LAKSHMIGHAT PO - KOKLAMARI PS - ENGLISHBAZAR DIST - MALDA PIN -732208. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from ROSHMA BIBI (old name) to RASHEMA BEWA (new name) and henceforth, I shall be Known as RASHEMA BEWA (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 25/03/2026. RASHEMA BEWA (new name & ROSHMA BIBI (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, RUBHEN SK (old name) S/O - RENTU SK residing at VILL - DHARAMPUR DIHIPARA PO - DANGAPARA PS - MURSHIDABAD DIST- MURSHIDABAD PIN -742302. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from RUBHEN SK (old name) to RUBHEL SK (new name) and henceforth, I shall be Known as RUBHEL SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 26/03/2026. RUBHEL SK (new name)& RUBHEN SK (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I,TOHIMINA BIBI (old name) W/O - RENTU SK residing at VILL- DHARAMPUR DIHIPARA PO - DANGAPARA PS - MURSHIDABAD DIST - MURSHIDABAD PIN -742302. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from TOHIMINA BIBI (old name) to TAHAMINA BIBI (new name) and henceforth, I shall be Known as TAHAMINA BIBI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 26/03/2026. TAHAMINA BIBI (new name) & TOHIMINA BIBI (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MOHAMMED KAMAL SHAIKH (old name) S/O - KALAMADAR SHAIKH residing at VILL- KHEJURTALA MATHPARA PO-GIRIA PS - RAGHUNATHGANJ DIST - MURSHIDABAD PIN -742213. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MOHAMMED KAMAL SHAIKH Jold name) to MD KAMAL SK (new name) and henceforth, I shall be Known as MD KAMAL SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 25/03/2026. MO KAMAL SK (new name)& MOHAMMED KAMAL SHAIKH (old name) both name are same and obe Identical person.

CHANGE OF NAME

I AMITAVA BHATTACHARJEE S/O S. B. BHATTACHARJEE residing at 35/3A, Naren Sarkar Road, P.S.-Thakurpukur, Kolkata-700008, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as AMITAVA BHATTACHARYYA as declared before the Learned Notary Public at Kolkata vide affidavit Sl No 17, Dated 25/03/2026. AMITAVA BHATTACHARJEE and AMITAVA BHATTACHARYYA both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I MINAKSHI BHATTACHARYYA W/O AMITAVA BHATTACHARYYA residing at 35/3A, Naren Sarkar Road, P.S.-Thakurpukur, Kolkata-700008, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MINAKSHI BHATTACHARJEE as declared before the Learned Notary Public at Kolkata vide affidavit Sl No 17, Dated 25/03/2026. MINAKSHI BHATTACHARYYA and MINAKSHI BHATTACHARJEE both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Safiqul Islam (Old Name) S/O – Ichkandar Seikh, residing at Vill- Hijuli Dakshinpara, P.O- Begunbari, P.S.- Beldanga, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin -742133 do hereby declared that I have changed my name from Md Safiqul Islam to Seikh Safikul Islam and henceforth I shall be known as Seikh Safikul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 24/ 03 /2026. My name Seikh Safikul Islam & Md Safiqul Islam both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Maricha Bibi Sekh (Old Name) W/O–Sahabuddin Shaikh resident of Vill & Po-Maliapota , Ps-Tehatta , Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741103 do hereby declared that I have changed my name from Maricha Bibi Sekh to Moricha Khatun and henceforth I shall be known as Moricha Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 26/03/2026. My name Moricha Khatun & Maricha Bibi Sekh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Asraf Ali (Old Name) S/O–Md Insan Ali resident of Narayanpur, Po-Amdahara ,Haziganj, Ranitala, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742123 do hereby declared that I have changed my name from Asraf Ali to Md Asraf Ali and henceforth I shall be known as Md Asraf Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 26/03/2026. My name Md Asraf Ali & Asraf Ali both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rahema Khatun Bibi (Old Name) W/O–Abdul Faruk resident of Narayanpur, Amdahara, Haziganj, Ranitala, Dist- Murshidabad, West Bengal, Pin-742123 do hereby declared that I have changed my name from Rahema Khatun Bibi to Rahema Khatun and henceforth I shall be known as Rahema Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 26/03/2026. My name Rahema Khatun & Rahema Khatun Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, AJAZ AHMED KHAN (Old Name) S/o.- Late Sarfuddin Khan R/o. 7/A Gopi Mondal Lane, Cossipore, Kolkata-700002, PO-Cossipore, PS-Cossipore, WB have changed my name & shall henceforth be known as MD. EJAZ KHAN (New Name),vide an Affidavit dt. 12.03.2026, sworn before the Ld. Judicial Magistrate at Calcutta. That, AJAZ AHMED KHAN (Old Name) & MD. EJAZ KHAN (New Name) both are the same & one identical person.

রাতের অন্ধকারে সুতি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীর দেওয়াল লিখন 'নষ্ট' করার অভিযোগ

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৬ মার্চ ঃ মুর্শিদাবাদের সুতি বিধানসভা

কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ইমানি বিশ্বাসের সমর্থনে সাদিকপুর এলাকায় দেওয়াল লিখন বুধবার রাতের অন্ধকারে গোবর এবং কাদামাটি দিয়ে মুছে দেওয়ার চেষ্টা করার অভিযোগ উঠল অজ্ঞাত পরিচয় কিছু ব্যক্তির বিরুদ্ধে। তৃণমূলের তরফ থেকে দাবী করা হয়েছে, বিজেপি নেতাদের নির্দেশেই রাতের অন্ধকারে তৃণমূল প্রার্থীর দেওয়াল লিখন নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে ইতিমধ্যে গোটা বিষয়টি লিখিত আকারে সুতি থানা এবং সুতি-১ ব্লকের বিডিও- কে জানানো হয়েছে। তৃণমূল সূত্রের খবর, সুতি বিধানসভা এলাকায় প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পর ওই কেন্দ্রের বিদায়ী বিধায়ক ইমানি বিশ্বাসের সমর্থনে বিভিন্ন এলাকায় দেওয়াল লিখন করেছেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। বুধবার রাতে সাদিকপুর এলাকায় ২৭৬ এবং ২৭৭ নম্বর বুথে তৃণমূল কর্মীদের নজরে আসে কেউ বা কারা ইমানি বিশ্বাসের সমর্থনে দেওয়াল লিখন গোবর এবং কাদা দিয়ে মুছে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এই ঘটনা নজরে আসার পরেই উত্তেজনা ছড়ায় গোটা এলাকায়। তৃণমূল কর্মীদের দাবি আসন্ন নির্বাচনে সুতি বিধানসভা কেন্দ্রে পরাজয় নিশ্চিত বোঝার পরই বিজেপির কর্মী সমর্থকরা বিভিন্নভাবে তৃণমূলের প্রচারে বাধা দিচ্ছে। সুতি ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সেরাজুল ইসলাম বলেন, সুতি বিধানসভা এলাকা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় এলাকা। এখানে ভোটের সময় কোনও রক্তপাত, অশান্তি বা গন্ডগোল হয় না। গতকাল হঠাৎই আমাদের নজরে আসে এই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর যেখানে বাড়ি তার খুব কাছেই ২৭৬ এবং ২৭৭ নম্বর বুথের বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে দেওয়াল লিখন কেউ বা কারা গোবর এবং কাদা দিয়ে মুছে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপি গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না। এসআইআর-এর মতো 'অবৈধ' কাজ করে ভোটার তালিকা থেকে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করেছে। গণতান্ত্রিক নির্বাচনে পেরে উঠবে না বুঝতে পেরে কাদা এবং গোবর দিয়ে তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে দেওয়াল লিখন মুছে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তৃণমূল ব্লক সভাপতি জানান, ইতিমধ্যে গোটা বিষয়টি আমরা নির্বাচন কমিশন, সুতি থানার আইসি এবং স্থানীয় বিডিওকে জানিয়েছি। যদিও তৃণমূলের তোলা এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে এলাকার বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়েছেন, তৃণমূল প্রার্থীর দেওয়াল লিখন তাঁরা মোছেননি এবং এই ধরনের কোনও ঘটনার কথাও তাঁদের জানাও নেই।

কপিলমুনির আশ্রমের সামনে সমুদ্র সৈকতের পাড় বাঁধার কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৬ মার্চ ঃ কপিলমুনির আশ্রমের সামনে সমুদ্র সৈকতের পাড় বাঁধার কাজ শুরু হয়ে গেল। এই বছর যাতে সৈকতের পাড়ের মাটি যাতে সমুদ্রের ভাঙনে তলিয়ে না যায়, সেই জন্য অস্থায়ী বাঁধের কাজ চলছে। প্রায় ১ কিলোমিটার বাঁধ তৈরির কাজ হচ্ছে। নতুন করে বাঁধ তৈরির কাজ হওয়ায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা। এই প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, কাজ হওয়ায় সকলে খুশি। তবে অস্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করার কাজ হচ্ছে। গত বছর কপিলমুনির আশ্রমের সামনে সমুদ্রসৈকত ভেঙেছিল। তট বরাবর যে রাস্তা ছিল, সেটি অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভাঙন কোনওভাবেই আটকানো যাচ্ছিল না। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সবদিকে নজর রাখা হয়। বিশেষজ্ঞ কমিটি এনে পরীক্ষা করা হয়। তখন স্থায়ী নদীবাঁধ তৈরির পরিকল্পনা হলেও উঠেছিল কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রসঙ্গ। তবে এবার অস্থায়ী নদী বাঁধ তৈরির জন্য প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। তবে আরও ভাল কাজ হলে এই পাড় রক্ষা করা যাবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। ভবিষ্যতে এই কাজ হবে বলে আশাবাদী সকলেই। সব মিলিয়ে, বর্ষার আগে এই কাজ শেষ হলে এই বছর আপাতত রক্ষা করা যাবে মাটি। পরে আবার কাজ হলে সবকিছু দেখা যাবে। রাজ্য সরকারের আধিকারিকেরা জানিয়েছেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে গঙ্গাসাগরে ভাঙন রোধ করা হবে। ১ থেকে ৬ নম্বর স্নানঘাট পর্যন্ত স্থায়ী কংক্রিটের নদী বাঁধ নির্মাণ করা হবে। এর জন্য ১০০ কোটি টাকা খরচের কথাও জানানো হয়েছে। এই কাজ শেষ হতে দু'বছর সময় লাগবে। এই বিষয়ে গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হরিপদ মণ্ডল জানান, প্রতি বছর মাটি দিয়ে অস্থায়ীভাবে বাঁধ নির্মাণ ফলশ্রুত হচ্ছে না। কংক্রিটের বাঁধ একমাত্র সমাধানসূত্র।

মালদায় ভোটে এবার বিশেষ আকর্ষণ 'ফজলি বাবু', অভিনব উদ্যোগ প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৬ মার্চ ঃ ভোটের আগে প্রচারে নয়া চমক জেলা নির্বাচন দফতরের। ভোটদানে উৎসাহ বাড়াতে মালদায় এবারে 'ফজলি বাবু'। '২৩ এপ্রিল আসছে দিন নিজের ভোট নিজে দিন' এমনই অভিনব স্লোগানকে সামনে রেখে ভোটের ম্যাস্কট উদ্বোধন হল মালদায়। বিধানসভা ভোটের আগে মানুষের মধ্যে ভোটদানে উৎসাহ বাড়াতে ও সচেতন করতে উদ্যোগী হল জেলা প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের। মালদা জেলার অন্যতম পরিচয় প্রতিকী চিহ্ন আমকে সামনে রেখে এবার ভোটের ম্যাস্কট উদ্বোধন করল মালদা জেলা প্রশাসন। আমের জন্য বিখ্যাত মালদা জেলা। তাই এবার জেলার বিখ্যাত ফজলি আমকে অনুকরণ করে তৈরি হয়েছে মালদার ভোটের ম্যাস্কট 'ফজলিবাবু'। এদিন মালদা জেলা শাসকের দফতরে আকর্ষণীয় এই ম্যাস্কটের আবরণ উন্মোচন করেন মালদা জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিক রাজনবীর কাপুর। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ভারতীয় জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার তুষার পাল। একইসঙ্গে এদিন শান্তিপূর্ণ ভোটের স্বার্থে 'সিগনেচার ক্যাম্পেইন' কর্মসূচিও করা হয়। আগামী ২৩ এপ্রিল মালদা জেলার ১২ টি বিধানসভায় ভোটগ্রহণ হবে। গণতন্ত্রের উৎসব ভোট তাই এই ভোট উৎসবে জেলায় নির্বাচনের প্রতীক ও ম্যাস্কট হিসেবে জেলার অন্যতম পরিচয় প্রতিকী ফজলি আমকে তুলে ধরা হয়েছে ভোটের ম্যাস্কট হিসেবে। মালদায় সাধারণভাবেই গড়ে ৮০ শতাংশের বেশি মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এবার ভোটদানের পরিমাণ

আরও বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই এই ফজলি বাবুকে সামনে রেখে প্রচার চালাবে নির্বাচন দফতর। এদিন জেলা শাসকের দফতরে এই ম্যাস্কটের আবরণ উন্মোচনের পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন ব্লক ও বিধানসভা এলাকাতেও এই ম্যাস্কট নিয়ে প্রচার শুরু করা হয়। মালদা জেলা অতিরিক্ত জেলাশাসক পুস্পক রায় জানান, প্রশাসনের আশা এই পদক্ষেপের ফলে আরও বেশি করে মানুষ নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। পাশাপাশি যুব ভোটারদের আগ্রহ বাড়বে ও মানুষ নিজের ভোট নিজে দেওয়ার ক্ষেত্রে সচেতন হবেন। এতে আরও শক্তিশালী হবে গণতন্ত্র।

কান্দি শহরের থানার মোড়ের ১০০ বছরের প্রাচীন দুর্গাপুজোয় মেতে ওঠেন সকলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৬ মার্চ ঃ শরৎকালে যেমন দুর্গাপুজো হয়, ঠিক তেমনই বসন্ত কালে দুর্গাপুজোর রীতি আছে আজও। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি শহরের থানার মোড়ের ১০০ বছরের প্রাচীন দুর্গাপুজো। জানকি নাথ দত্ত এই দুর্গাপুজোর প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকেই চলে আসছে এই দুর্গাপুজো। চারদিন দুর্গাপুজোতে মেতে ওঠেন পরিবারের সদস্যরা। ব্রহ্ম পুরাণ অনুযায়ী, নবরাত্রির প্রথম দিন আদ্যাশক্তি প্রকট হন। তাঁর আদেশেই ব্রহ্মা চৈত্র শুক্লপক্ষের প্রতিপদা তিথিতে সৃষ্টির নির্মাণ শুরু করেন। মস্য পুরাণ অনুযায়ী, নবরাত্রির তৃতীয় দিন বিষ্ণু মৎস্য অবতার ধারণ করেন। এই নবরাত্রিতেই রামের রূপে নিজের সপ্তম অবতার নেন বিষ্ণু। এই কারণে এই নবরাত্রির মাহাত্ম্য বৃদ্ধি পায়। এই ন'দিন দুর্গার নয়টি রূপে আরাধনা করা হয়। বলা হয় নবরাত্রিতে দুর্গার মন্ত্র জপ করলে বিশেষ মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়। বিপদকালে অশুভ শক্তির বিনাশের উদ্দেশ্যে আদ্যাশক্তির আরাধনা পুরাকাল থেকেই চলে আসছে। মহাপুরুষরাও তাই করে এসেছেন। রামায়ণ অনুসারে, অশুভ শক্তির বিনাশের উদ্দেশ্যে শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে দেবী দুর্গার আরাধনা করেছিলেন, যা অকাল বোধন হিসেবে খ্যাত। আর পুরাণ অনুযায়ী, চন্দ্রবংশীয় রাজা সুরথ বসন্ত কালে দেবী দুর্গার আরাধনা করেন। কালের পার্থক্য হলেও আরাধনা কিন্তু দেবী দুর্গারই। নবরাত্রির প্রথম দিন পুজো করা হয় মা শৈলপুত্রের। আর তাই এদিন বিভিন্ন ফলই সাজিয়ে দেওয়া হয় নৈবেদ্যতে। শৈলপুত্রী হলেন হিমালয়ের কন্যা। সেই জন্য এদিন ঘি আর দুধ দিয়ে কোনও প্রসাদ বানিয়ে তাও কিন্তু নিবেদন করা হয়। মনে করা হয় এতে রোগ জ্বালা দূর হয়ে যায়। সেই সঙ্গে আশীর্বাদও পাওয়া যায়।

অটুট ঐতিহ্য! চৈত্র সেলের ভিড়ে জলপাইগুড়িতে হালখাতার নস্টালজিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৬ মার্চ ঃ অনলাইন শপিং এর মাঝেও টিকে রয়েছে চৈত্র সেলের ঐতিহ্য! হালখাতা থেকে শুরু করে সেলে

জামাকাপড় কেনাকাটি এক নস্টালজিক অনুভূতি দিচ্ছে এই বাজার। জলপাইগুড়ির বাজারে আজও বেঁচে হালখাতার গল্প। চৈত্র সেলের রঙিন আমেজে জমজমাট জলপাইগুড়ি শহর। জলপাইগুড়ির মার্চেন্ট রোড জুড়ে উপচে পড়া ভিড় নজর কাড়ছে। নতুন পোশাক, গৃহস্থালির সামগ্রী, উৎসবের কেনাকাটায় এখন ব্যস্ত ক্রেতারা। সামনেই যে নববর্ষ! আধুনিকতার এই ব্যস্ত ছন্দের মাঝেই চোখে পড়ে এক অন্য ছবি, যা যেন সময়ের স্রোতেও মুছে যায়নি। রাস্তার এক কোণে চুপচাপ বসে এক ব্যক্তি। সামনে সাজানো লাল মলাটের হালখাতা। বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকে চলে আসা এই ব্যবসাকেই আঁকড়ে ধরে তিনি প্রতি বছর চৈত্র মাসে হাজির হন শহরে। বাংলা নববর্ষের আগে হালখাতা যে এখনও বাঙালির ব্যবসায়িক সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তাঁর উপস্থিতিই যেন তার প্রমাণ। এক সময় দোকানপাটে পুরনো হিসাব বন্ধ করে নতুন খাতা খোলার এই প্রথা ছিল একপ্রকার উৎসব। এখন প্রযুক্তির দাপটে সেই চাহিদা কিছুটা কমলেও ঐতিহ্যের টান আজও টিকে আছে। ৫০ থেকে ৫০০ টাকার বিভিন্ন দামের ছোট-বড় হালখাতা সাজিয়ে বসেছেন তিনি। সবই তাঁর নিজের হাতে তৈরি বা সংগ্রহ করা। প্রায় তিন দশকের বেশি সময় ধরে একই জায়গায় বসে ব্যবসা করছেন তিনি। ক্রেতা কমেছে, কিন্তু পুরনো গ্রাহকদের ভরসায় এখনও চলছে এই পথচলা। শহরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যেন শুধু ব্যবসার নয় এক গভীর আবেগের বন্ধনও বটে। চৈত্র সেলের কোলাহলের মাঝেও তাই মার্চেন্ট রোডের এক কোণে বেঁচে রয়েছে এক টুকরো ইতিহাস, এক টুকরো ঐতিহ্য। যা শহরবাসীকে মনে করিয়ে দিচ্ছে সময় বদলালেও কিছু গল্প কখনও পুরনো হয় না!

বালি থানার সামনে প্রতিবাদ কৈলাশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২৬ মার্চ ঃ সদ্য তৃণমূলে যোগ দেওয়া এক কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে বিজেপি সমর্থকদের বিরুদ্ধে। এর প্রতিবাদে বুধবার রাতে হাওড়ার কৈলাশ মিশ্রের নেতৃত্বে তৃণমূল কর্মীরা বালি থানার সামনে দোষীদের গ্রেফতারের দাবি তোলেন। হাওড়া জেলা সদর যুব তৃণমূলের সভাপতি তথা বালি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কৈলাশ মিশ্র ওই মারধরের ঘটনায় অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি তোলেন। জানা গেছে, রাতেই পুলিশ অভিযুক্তকে আটক করে। এরপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। ঘটনায় প্রকাশ, বালি নবীন সঙ্ঘ এলাকায় বিজেপির মিছিল থেকে সদ্য তৃণমূলে যোগ দেওয়া রণবীর দলুইকে মারধরের অভিযোগ ওঠে। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় বালিতে।

তুফানগঞ্জে ভোটের তুরুপের তাস সড়ক সম্প্রসারণ উন্নয়নের স্বস্তি বনাম দুর্নীতির অভিযোগে সরগরম রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২৬ মার্চ ঃ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের পারদ এখন তুঙ্গে। কোচবিহারের নটি বিধানসভার মধ্যে অন্যতম তুফানগঞ্জ বিধানসভা। এই

বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থী বিদায়ী বিধায়ক মালতি রাভা রায়। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করেছে প্রাক্তন রঞ্জু খেলোয়াড় শিব শংকর পালকে। তবে এবার তুফানগঞ্জের বিধানসভা নির্বাচনে চায়ের দোকান থেকে রাজনৈতিক সভা-সব জায়গার মূল আলোচনার বিষয় তুফানগঞ্জ-ভাটিবাড়ি সড়ক সম্প্রসারণ। একদিকে দীর্ঘদিনের যানজট থেকে মুক্তির আনন্দ অন্যদিকে শাসক-বিরোধী শিবিরের তীব্র বাগযুদ্ধ। সব মিলিয়ে জমজমাট তুফানগঞ্জের ভোটের রাজনীতি। বাম আমল থেকেই তুফানগঞ্জের থানা মোড় থেকে কালিবাড়ি পর্যন্ত রাস্তাটি ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। দীর্ঘদিন অবহেলায় থাকার পর বর্তমান সরকারের উদ্যোগে রাস্তাটি চওড়া করার কাজ শুরু হয়। রাস্তাটি চওড়া হওয়ায় সবচেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছেন পরিবহন কর্মীরা। নাম প্রকাশ অনিচ্ছুক এক স্থানীয় গাড়িচালকের বলেন - আগে এই রাস্তায় গাড়ি নিয়ে ঢোকা মানেই ছিল ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজটে আটকে থাকা। কাজ শুরু হওয়ায় আমরা অত্যন্ত খুশি। এবার অন্তত সময়মতো গন্তব্যে পৌঁছানো যাবে। এই উন্নয়নকেই যখন হাতিয়ার করছে তৃণমূল কংগ্রেস তখন তা আমল দিতে নারাজ গেরুয়া শিবির। বিজেপি তুফানগঞ্জ শহর মণ্ডল সভাপতি বিপ্লব চক্রবর্তী বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে বলেন - নির্বাচনের আগে তড়িঘড়ি কাজ করে মানুষকে ভোলানোর চেষ্টা হচ্ছে। রাস্তা সম্প্রসারণের নামে কাটমানি নেওয়া হচ্ছে এবং কাজের মান অত্যন্ত নিম্নমানের। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ঘরবাড়ি বাঁচাতে রাস্তার নকশা বদলে দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় ডিভাইডার না থাকায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে। বিপ্লব চক্রবর্তীর সাফ কথা জনগণের ট্যাক্সের টাকা তৃণমূলের কিছু নেতার পকেটে যাচ্ছে। যদিও এ বিষয়ে তুফানগঞ্জ পৌরসভার উপ-পৌরপতি অম্লান বর্মা বলেন - রাজ্য সরকার উন্নয়নের একমাত্র হাতিয়ার। তুফানগঞ্জের থানা মোড় থেকে কালিবাড়ি পর্যন্ত এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি অত্যন্ত সংকীর্ণ হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষকে দীর্ঘদিন ধরে যাতায়াতে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। স্থানীয় মানুষের দাবি মেনে এই প্রকল্পের রূপায়ণে রাজ্য সরকারের ভূমিকার প্রশংসা করে তিনি। তিনি বলেন - আমরা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। এ বছর তিনি এই রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদান মঞ্জুর করেছেন। সড়ক সম্প্রসারণের কাজ সাধারণ মানুষের মনে ইতিবাচক প্রভাব ফেললেও দুর্নীতির অভিযোগ আমজনতার একাংশকে ভাবিয়ে তুলছে। এখন দেখার ২৩ এপ্রিল ইভিএম-এ মানুষ কি 'উন্নয়ন'-কে বেছে নেন নাকি 'পরিবর্তন'-এর পক্ষে রায় দেন।

ছন্দ, ছবি আর ব্যঙ্গচিত্রে জমে উঠেছে প্রচারের অভিনব কৌশল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২৬ মার্চ ঃ ভোটের দামামা বেজে উঠেছে। সামনের মাসের ২৩ তারিখ প্রথম দফায় বিধানসভা নির্বাচন। আর ভোট মানেই গ্রাম থেকে শুরু করে শহরতলী প্রতিটি এলাকায় এখন যেন রঙের উসব। বাড়ির বাইরের দেওয়াল হোক অথবা বাজার কিংবা রাস্তার মোড়, সব জায়গাতেই চোখ দিলেই রঙিন স্লোগান প্রতীক ও প্রার্থীদের নাম নজরে আসছে। তবে মূলত ভোটের সময় এই প্রচারের আসল কারিগর হচ্ছেন চিত্রশিল্পীরা। সকালে 'সূর্যি মামার' দেখা মিলতেই

সাইকেলে রং তুলি, বালতি নিয়ে কাজে নেমে পড়ছেন তাঁরা সকলে। তবে অনেক ক্ষেত্রে দলীয় কর্মীরও তাঁদের হাতে হাত দিচ্ছেন, তবে সুক্ষ্ম কাজ, অক্ষর বিন্যাস, ছন্দ তৈরি বা চিত্র আকার দায়িত্ব মূল শিল্পীদের হাতেই। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত টানা কাজ করে এক একটি দেওয়ালকে তাঁরা যেন জীবন্ত ক্যানভাসে পরিবর্তন করছেন। নাওয়া- খাওয়া ভুলে দিন রাত এক করে দিচ্ছেন চিত্র শিল্পীরা। দেওয়াল লিখনের ধরনও অনেক ক্ষেত্রে আলাদা। কোথাও বড় বড় অক্ষরে লেখা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শ্লোগান, কোথাও আবার প্রার্থীর নাম, দলের প্রতীক, আবার অনেক জায়গায় ছন্দ মিলিয়ে আকর্ষণীয় লাইন লেখা হচ্ছে। যা খুব সহজেই সাধারণ মানুষের নজর কাড়ছে। আবার অনেক জায়গায় বিরোধী দলকে কটাক্ষ করে ব্যঙ্গচিত্রও আঁকা চলছে। আবার কোথাও দেখা যাচ্ছে উন্নয়নের বার্তা তুলে ধরা হয়েছে চিত্রের মাধ্যমে। ফলে দেওয়াল লিখন শুধু প্রচার নয়, এক ধরনের শিল্পরূপও ধারণ করেছে। চিত্র শিল্পীরা জানাচ্ছেন, দিনের বেশিরভাগ সময়ই তাদের কাটছে বাস্তায় বা দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে। নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়ার সুযোগও অনেক সময় মেলে না। তীব্র গরমকে উপেক্ষা করে কাজ করে যেতে হচ্ছে। সন্ধ্যা নামলে ক্লান্ত শরীর নিয়ে বাড়ি ফেরা, আর পরদিন ভোরে উঠে একই রুটিন। এভাবেই টানা ১৫ থেকে ২০ দিন ধরে চলবে এই কাজ। রামপুরহাটের এক চিত্র শিল্পী উজ্জ্বল ধর জানান এই কয়েকদিন আমাদের একটু বাড়তি উপার্জন হয়। সারাবছর চাষবাস করে চলে আমাদের। চিত্রশিল্পীদের একাংশের কথায়, তাঁরা কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত না। যে দল ডাকে সেই দলের হয়ে দেওয়াল লেখেন।

আলিপুরদুয়ার এবং ফালাকাটার রাস্তায় পায়ে হেঁটে প্রচার বাম প্রার্থীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ২৬ মার্চ ঃ আলিপুরদুয়ার এবং ফালাকাটার রাস্তায় পায়ে হেঁটে প্রচার চালাতে দেখা যাচ্ছে বামপ্রার্থীদের। আলিপুরদুয়ার বিধানসভা থেকে বামেদের প্রার্থী হয়েছেন শ্যামল রায়। ফালাকাটা বিধানসভা থেকে প্রার্থী হয়েছেন কমল কিশোর রায়। দু-জনেই জমিয়ে প্রচার শুরু করেছেন নিজেদের এলাকায়। লক্ষ্য একটাই বেশি করে জনসংযোগ স্থাপন করা। শ্যামল রায় পেশায় শিক্ষক। যদিও চাকরির কিছু সময় বাকি থাকার আগে তিনি অবসর নিয়েছেন স্বেচ্ছায়। তারপর থেকে দলের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন তিনি। যদিও শ্যামল রায় ছাড়া আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থীর দৌড়েছিলেন আরও অনেকেই। কিন্তু রাজ্য কমিটির তরফে তাকেই দেওয়া হয়েছে প্রার্থী পদ। বর্তমানে শ্যামল রায়কে দেখা যাচ্ছে আলিপুরদুয়ার শহরের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে প্রচার চালাতে। যুব সমাজের সঙ্গে বেশি করে জনসংযোগ স্থাপন করছেন তিনি। কখনও যুবকদের চায়ের ঠেক, আবার কখনও যুবকদের সঙ্গে ক্যারাম খেলায় মেতে উঠছেন তিনি। তার কথা অনুযায়ী সমাজকে উন্নত করতে হলে চাই যুবদের সঙ্গ। বর্তমান সময়ে যুব সমাজে যে অবক্ষয় হয়েছে তার জন্য শাসক দল তৃণমূল দায়ী। তিনি জানান, মানুষের মন থেকে সংগ্রামের মানসিকতা কমে গেছে। সমাজের উন্নতি চাইলে সবার আগে বিজেপি ও তৃণমূল মুক্ত রাজ্য চাই। অন্যদিকে, ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রের বাম প্রার্থী কমল কিশোর রায় ভোটের ইস্যু করেছেন ফালাকাটাকে মহকুমা ঘোষণা করার। পাশাপাশি জটেশ্বরকে আলাদা ব্লক গড়ে তোলার। কমল কিশোর রায় জেলার পুরোনো বামফ্রন্টের সদস্য। তিনি জানান, জটেশ্বর ব্লক না দেখে এই এলাকার মানুষের সমস্যাগুলি সেই তিমিরেই পরে থাকে। ভোটে জয়ী হলেই এই সমস্যার সমাধান আগে করব।

উদয়পুর সমুদ্র সৈকতে বোট ভাড়া নিয়ে বচসা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৬ মার্চ ঃ বাংলা-ওড়িশা সীমান্তবর্তী উদয়পুর সমুদ্র সৈকতে বৃহস্পতিবার দুপুরে বোট ভাড়া কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পর্যটক ও বোট মালিকদের মধ্যে কথা কাটাকাটি থেকে পরিস্থিতি এক সময় ধাক্কাধাক্কিতে গড়ায়। যদিও অন্যান্য পর্যটকদের দ্রুত হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে এই ঘটনার জেরে বেশ কিছু সময়ের জন্য সমুদ্রস্নান ও বোটিং পরিষেবা ব্যাহত হয়। উদয়পুর সৈকত সারা বছরই পর্যটকদের ভিড়ে সরগরম থাকে। পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা-দু' রাজ্য থেকেই বহু মানুষ এখানে অবকাশযাপন করতে আসেন। পর্যটকদের বিনোদনের জন্য সমুদ্রতটে বোটিং-সহ নানা ধরনের অ্যাডভেঞ্চার কার্যক্রমের ব্যবস্থা রয়েছে। এদিনও কয়েকজন পর্যটক সমুদ্রে বোটিং করতে গেলে ভাড়া নিয়ে বচসা বাধে। অভিযোগ, নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে বেশি অর্থ দাবি করা হয়। তা নিয়েই শুরু হয় তর্কাতর্কি, যা দ্রুত উত্তেজনার রূপ নেয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত অন্য পর্যটকেরা জানান, দুই পক্ষের মধ্যে ধাক্কাধাক্কিও হয়। পরিস্থিতি ক্রমশ অশান্ত হয়ে উঠলে আশেপাশের পর্যটকেরাই এগিয়ে এসে উভয় পক্ষকে শান্ত করেন। পরে পরিবেশ স্বাভাবিক হয় এবং বোটিং পরিষেবাও ধীরে ধীরে চালু হয়। পর্যটকদের একাংশের অভিযোগ, সৈকতে কিছু অবৈধ ব্যবসায়ী দাপট দেখাচ্ছেন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে বেশি ভাড়া আদায় করছেন। অতিরিক্ত অর্থ দিতে অস্বীকার করলে দুর্ব্যবহারেরও অভিযোগ উঠেছে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বোট মালিকেরা। তাঁদের দাবি, পর্যটকরাই তাঁদের জীবিকার মূল ভরসা, তাই তাঁদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণের প্রশ্নই ওঠে না। এদিনের ঘটনা বিচ্ছিন্ন এবং ভুল বোঝাবুঝির ফল বলেই দাবি তাঁদের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাময়িক উত্তেজনা ছড়ালেও বড় কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। তবে পর্যটন মরশুমে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে নজরদারি বাড়ানোর দাবি উঠেছে।

ভোটের দামামা বাজলেও চিরকালই ব্যতিক্রমী এই আদিবাসী গ্রামগুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর, ২৬ মার্চ ঃ সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। হাতে আর মাত্র এক মাসেরও কম সময়। আর বিধানসভা নির্বাচন মানে বিভিন্ন বিধানসভা এলাকায় দেওয়াল লিখন। তবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুরের বোলপুর শান্তিনিকেতনের আদিবাসী গ্রামগুলি চিরকালই ব্যতিক্রমী। তবে এবার আপনার হযতো মনে হতে পারে কী কারনে এই গ্রামগুলি ব্যতিক্রমী! ভোট আসে ভোট যাই। তবে এইসব বিষয়ে কোনও মাথা ব্যথা নেই শান্তিনিকেতনের এই আদিবাসী গ্রামের বাসিন্দাদের। তাঁরা তাদের নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ধরে রাখতে আজও বদ্ধপরিকর। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে বিধানসভা নির্বাচনের এই লগ্নে সর্বত্র যেখানে ভোটের দেওয়াল লিখন, ব্যানার, পোস্টার, ফেস্টুন এর কারণে পরিবেশ হারিয়ে যাচ্ছে। নষ্ট হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য। শুধুই কী ব্যানার ফেস্টুন! এর পাশাপাশি শহর থেকে শুরু করে গ্রামাঞ্চল এর অলিগলি গ্রাস করেছে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক পোস্টারে। তবে এরই মাঝে বিরল দৃশ্য দেখা গেল বীরভূমের বোলপুর শান্তিনিকেতনের বল্লভপুর, বনের পুকুর ডাঙ্গা, কালীগঞ্জ সহ বেশ কয়েকটি আদিবাসী গ্রামে। কারণ তাঁরা সকলেই সেই প্রচারের ছোঁয়া থেকে অনেকটাই দূরে। মূলত বীরভূম জেলার এই সমস্ত এলাকায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজনেরা মনে করেন, এই গ্রামগুলিতে ভোটের সময় দেওয়াল লিখন করলে বা রাজনৈতিক দলের পোস্টার, ব্যানার, হোর্ডিং দিলে তাঁদের বহু বছর ধরে চলে আসা ঐতিহ্য- সংস্কৃতি ক্ষুণ্ণ হবে। এই একটি কারণের জন্য এবং তাঁদের সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখতে তাদের গ্রামের বাড়ির দেওয়ালে কোনও ধরনের বা কোনও পদের রাজনৈতিক দলের দেওয়াল লিখন বা পোস্টার লিখতে দেওয়া হয়নি। প্রত্যেক নির্বাচনের মতো এ বারের বিধানসভা নির্বাচনেও একই পরম্পরায় বজায় রাখলেন বাসিন্দারা। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি যে কোনও ধরনের নির্বাচন হোক না কেন প্রত্যেক রাজনৈতিক দল নিজেদের প্রচারে এই গ্রামে আসতে পারেন, ভোট চাইতে পারেন এবং মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন। তবে আমাদের এই গ্রামে কোনও ধরনের দেওয়াল লিখন বা পোস্টার টাঙ্গাতে আমরা দেব না।

জাতীয় সড়কের ধারে পরে থাকা ব্যাগে পুলিশের পোশাক সহ পিস্তল কার্তুজ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২৬ মার্চ ঃ জাতীয় সড়কের পাশে পড়ে থাকা ব্যাগে পুলিশের পোশাক পিস্তল কার্তুজ উদ্ধার! ভোট আবহে ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। আর মাত্র এক মাসেরও কম সময় হাতে। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে দামামা বেজেছে বাংলায়। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়িয়েছে বাংলা জুড়ে, হাড্ডাহাড্ডি রাজনৈতিক লড়াই বঙ্গে। আর মাত্র কিছুদিন পর ভোট গ্রহণ তারপর ভোট বক্সে ফল অর্থাৎ জনতার রায় বলবে বাংলার মসনদে কোন রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করবে। ভোটের ময়দানে দেওয়াল লিখন থেকে জনসংযোগ সমস্ত ও সোশ্যাল মাধ্যমে প্রচার চালছে। এমন সময়, হাওড়া জেলার মধ্যবর্তী স্থান আলমপুর, শহর থেকে প্রায় ২০-২৫ কিলোমিটার দূরত্বে আলামপুর মোড়। জাতীয় সড়কের পার্শ্ববর্তী স্থান থেকে উদ্ধার হওয়া একটি ব্যাগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা। নির্বাচনের আগে হাওড়ার আলমপুরে ব্রিজের ধারে উদ্ধার পুলিশের পোশাক, পিস্তল ও কার্তুজ। জানা যায়, ব্রিজের পাশে আগাছা পরিষ্কারের সময় ব্যাগটি পাওয়া যায়। খবর পেয়ে, ঘটনাস্থলে সাকরাইল থানার পুলিশ পৌঁছে উদ্ধার করে। এমন ঘটনা কথা সাধারণ মানুষেরও মধ্যে ছড়িয়ে পড়তেই উত্তেজনা বাড়ে। বিশেষ করে ভোটের মরশুমে এমন ঘটনা স্বাভাবিকভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে চাঞ্চল্যতা সৃষ্টি করে। তবে পুলিশ সূত্রে জানা যায়, পুলিশের হারিয়ে যাওয়া ব্যাগ এটি। ব্যাগের মধ্যে পুলিশের পোশাক সহ জিনিস পুলিশের। হারিয়ে যাওয়া সেই ব্যাগ রাস্তার ধার থেকে এদিন খুঁজে পাওয়া যায়।

মাদক-সহ গ্রেফতার এক যুবক

ফতেহাবাদ, ২৬ মার্চ ঃ হরিয়ানায় মাদক বিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য পুলিশের। রাতিয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পুলিশ মাদক-সহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে। বৃহস্পতিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তের নাম জগমেল সিং, তিনি রাতিযার রামবাগ কলোনির বাসিন্দা। পুলিশ খবর পায় যে রাতিয়া বাসস্ট্যান্ডের কাছে একটি চায়ের দোকানে মাদকের ব্যবসা চলছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করে। তল্লাশির সময় পুলিশ তার কাছ থেকে মাদক পদার্থ উদ্ধার করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/জি/খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য উল্লিখিত তারিখে ১২:০০ টার আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **টেন্ডার নোটিশ নম্বর: ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৫-২৬-৬২; কাজের বিবরণ:** খড়গপুর ডিভিশন: সিনিয়র ডিইই/জি/কেজিপি-এর অধীনে গুরুত্বপূর্ণ নন-অমৃত স্টেশনগুলিতে সাইনেজ উন্নতির জন্য বৈদ্যুতিক কাজ; **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ৩৫,১৯,৭৮৯.০০; **বিড সিকিউরিটি/ইএমডি:** ₹ ৭০,৪০০.০০; **খোলার তারিখ:** ১৫/০৪/২০২৬; **টেন্ডার নথির মূল্য:** শূন্য; **সম্পন্নের মেয়াদ:** এলওএ জারির তারিখ থেকে ০৬ মাস; **জমা দেওয়ার তারিখ:** ১৫/০৪/২০২৬ তারিখ ১২:০০ টা পর্যন্ত; আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ বর্ণনা এবং নির্দিষ্টিকরণের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারেন। কোনো অবস্থাতেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। **বিঃদ্রঃ** সম্ভাব্য বিডারদের সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত www.ireps.gov.in দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। (PR-1350)

রক্ষণাবেক্ষণ কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ সিওএন/২০২৬/এমএআর/০৩, তারিখ ঃ ১৬-০৩-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং. ঃ** সিই/সিওএন/এমএলজি/এমএআইএস/২০২৬/০২; **কাজের নাম ঃ** দুই বছরের জন্য জিএম/সিওএন অফিস, নির্মাণ বাটিকা, গেট নম্বর ৩ থেকে জিএম/কন পর্যন্ত ল্যান্ডস্কেপ গার্ডেন, মালিগাঁওয়ে ডেপুটি সিই/সিওএন-III অফিস, জিএম/সিওএন, সিএও/সিওএন, পিএফএ/সিওএন -এর বাংলোগুলিতে মৌসুমি ফুল ও গাছপালা রোপণ সহ বিদ্যমান/নতুন নির্মিত বাগানের স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য জিএম/সিওএন অফিস ভবনগুলির হাউসকিপিং অর্থাৎ মেইন বিল্ডিং, অ্যানেক্স বিল্ডিং, এসএসই/ডব্লিউ/সি/এইচকিউ অফিস, যোগ ঘর, ক্যান্টিন ও প্রাঙ্গণ, শৌচাগার, চলাচলের এলাকা, ড্রেন এবং মালিগাঁওয়ের অন্যান্য নির্মাণ অফিস যথা জিওটেক ল্যাব, আরপিএসএফ ব্যারাক, এসএসই/ইলেকট্রিক্যাল/সিওএন অফিস ও গুদাম, এইচকিউ-তে এসএসই/পাওয়ার অফিসের মেঝে, শৌচাগার, ড্রেন ও খোলা জায়গা পরিষ্কার, ঝাড়ু দেওয়া ও মোছা সহ পরিচ্ছন্নতা রক্ষণাবেক্ষণ সহ মালিগাঁওয়ের বিভিন্ন নির্মাণ অফিস এবং সিগন্যাল ও টেলিকম স্টোর/সিওএন/পাণ্ডু, ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/সিওএন-III, মালিগাঁওয়ের এখতিয়ারভুক্ত জিএম/সিওএন, সিএও/সিওএন, এফএ ও সিএও/সিওএন -এর রেস্ট হাউস ও আবাসনগুলির রক্ষণাবেক্ষণ। **আনুমানিক মূল্যঃ** ৭,৭২,৯৪,৫০৯.০৩/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৭-০৪-২০২৬** তারিখে **১৪:৩০** টায় এবং **টেন্ডর খোলার** তারিখ ও সময় **১৭-০৪-২০২৬** তারিখে **১৫:৩০** টায়। টেন্ডার ও সংশোধনীর বিস্তারিত তথ্যের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন।

সিই/সিওএন/কেওয়াইকিউ প্রজেক্ট, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

গুজরাট এনআরই কোক লিমিটেড-লিকুইডেশনে

নিলামের পাবলিক নোটিশ

নিম্ন স্বাক্ষরকারীর দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণের কাছে নোটিশ দেওয়া হল যে **গুজরাট এনআরই কোক লিমিটেডের** মালিকানাধীন নিম্নোক্ত সম্পদ এবং আইটেমগুলি-লিকুইডেশনে (**জিএনসিএল**), নির্দিষ্ট শর্তাবলীর অধীনে 'ই-নিলামের মাধ্যমে' বিক্রি করা হচ্ছে। নিচে বিক্রয় কোন ওয়ারেন্টি বা ক্ষতিপূরণ ছাড়া হয়

১।	নিলামের তারিখ এবং সময়	**বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ৩০, ২০২৬, সকাল ১১.০০ থেকে দুপুর ২.০০ পর্যন্ত।** প্রতিটি নিলামের ৫ মিনিট সীমাহীন এক্সটেনশন থাকবে অর্থাৎ ই-নিলামের শেষ সময় প্রতিবার ৫ মিনিট বাড়ানো হবে যদি নিলাম বন্ধ হওয়ার শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে একটি বিড করা হয়। ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মঃ https://baanknet.com
২।	সম্পদ / আইটেম বিক্রয়ের জন্য	**ব্লক এ-** তালিকাভুক্ত নয় এমন ইকুইটি শেয়ারে বিনিয়োগ (বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট www.gncl.decoderesolvency.com-এ প্রদত্ত 'প্রক্রিয়া স্মারকলিপি' দেখুন)
৩।	রিজার্ভ মূল্য	**ব্লক এ-** আইএনআর ৬৭,২১,১৩৯ /- (সাতষট্টি লাখ একুশ হাজার একশত উনচল্লিশ টাকা মাত্র)
৪।	বায়না জমা	**ব্লক এ-** ৬,৭০,০০,০০০ /- (ছয় লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র)
৫।	অংশ গ্রহণ নিলাম	সকল আগ্রহী ক্রেতাকে অবশ্যই ওয়েবসাইট **www.gncl.decoderesolvency.com**-এ প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক ও প্রযোজ্য শর্তাবলি অথবা প্রক্রিয়া স্মারকলিপি (ক্ষেত্রবিশেষে যেমনটি প্রযোজ্য)-তা মেনে চলতে হবে।
৬।	যোগ্যতার নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	**সোমবার, এপ্রিল ১৭, ২০২৬**
৭।	যোগ্য দরদাতার ঘোষণা	**শুক্রবার, এপ্রিল ১৭, ২০২৬**
৮।	ইএমডি জমা দেওয়ার জন্য শেষ দিন	**সোমবার, এপ্রিল ২৭, ২০২৬ সন্ধ্যা ০৭.০০ বা তার আগে**

সমস্ত আগ্রহী দরদাতাদের শুধুমাত্র ইমেলের মাধ্যমে আন্ডারসিয়ানদের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ইমেলের দ্বারা **liquidator.gncl@gmail.com/ liquidator.gncl@decodereoolvency.com**

সুমিত বিনানী, লিকুইডেটর
sumit_binani@hotmail.com
IBBI Registration Number: IBBI/IPA-001/IP-N00005/2016-17/10025

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ মার্চ ২৭, ২০২৬

মহামেডানকে বিরাট জরিমানা ফেডারেশনের

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চঃ ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে মহামেডান সমর্থকরা গ্যালারি থেকে চেয়ার ছুড়েছিলেন। মাঠে বাজিও ফেটেছিল। সেই ঘটনার জন্য মহামেডান ক্লাবকে আর্থিক জরিমানা করল ফেডারেশন। মহামেডান কর্তা কামারউদ্দিন জানিয়েছেন, আর্থিক জরিমানার পরিমাণ দেড় লাখ টাকা। এআইএফএফের তরফে ই মেল করে বিষয়টি জানানো হয়েছে মহামেডান ক্লাবকে।এই মেল পাওয়ার পরই পালটা মেল করেছে মহামেডানও। সেখানে তারা প্রশ্ন তুলেছে, যেহেতু উক্ত ম্যাচটির আয়োজক ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। তাই তারা কেন এই জরিমানা দিতে যাবে? যদিও মহামেডান কর্তাদের আরও অভিযোগ রয়েছে ফেডারেশনের বিরুদ্ধে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্তারা নাকি তাঁদের ফোন ধরছেন না। মহামেডান কর্তার দাবি,

তাদের সঙ্গে ওডিশা এফসি ম্যাচটি অ্যাওয়ে ম্যাচ হিসাবে সূচিতে থাকলেও এখন ফেডারেশনের তরফ থেকে মৌখিকভাবে অনুরোধ করা হয়েছে ম্যাচটি কলকাতায় খেলার। এই বিষয়ে মহামেডানের কার্যকরী সভাপতি কামারউদ্দিন বলেন, ‘‘প্রথমত, যে ম্যাচের জন্য আমাদের জরিমানা করা হয়েছে সেই ম্যাচের আয়োজক আমরা ছিলাম না। তাহলে কেন আমরা জরিমানা দেব?’’ মহামেডান কর্তাদের মতে, ‘‘দ্বিতীয়ত, ওডিশা ম্যাচটি আমাদের অ্যাওয়ে ম্যাচ রয়েছে। এখন ফেডারেশনের কেউ কেউ আমাদের বলছেন ম্যাচটা কলকাতায় নিয়ে আসতে। আমরা কেন অ্যাওয়ে ম্যাচকে কলকাতায় আনব? তার উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্তারাও ফোন ধরছেন না। আমরা জরিমানা সংক্রান্ত বিষয়ে একটি পালটা ই-মেল পাঠিয়ে দিয়েছি ফেডারেশনকে।’’ উল্লেখ্য, গত সোমবার ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল মহামেডান। ৭-০ গোলে সাদা-কালো ব্রিগেডকে গুঁড়িয়ে দেয় ইস্টবেঙ্গল। আইএসএলের ইতিহাসে এর আগে এত বড় ব্যবধানে কখনও জেতেনি ইস্টবেঙ্গল। অন্যদিকে, মেহরাজউদ্দিন ওয়াড্ডুর দলের অবস্থা শোচনীয়। লিগে সব ম্যাচ হেরে টেবিলের তলানিতে। কপালে কোনও পয়েন্ট জোটেনি। এবার মাঠের বাইরেও শুরু হল দুর্দশা। ফেডারেশনের শাস্তির খাঁড়া নেমে এসেছে মহামেডানের উপর।

চিন্নাস্বামীর নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা, আরসিবি ও কর্নাটক বোর্ডের পর বড় সিদ্ধান্ত নিল বিসিসিআই!

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই ও বেঙ্গালুরু, ২৬ মার্চঃ গতবছর আইপিএলে আরসিবির চ্যাম্পিয়ন সেলিব্রেশন হয়ত কেউই ভোলেননি। উদযাপনের থেকে বেশি যেন শোকাতুর হয়ে গিয়েছিল দেশবাসী। আরসিবির ট্রফি সেলিব্রেশনে ১১ জন সমর্থক প্রাণ হারিয়েছিলেন। নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই এই বছর বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে আরসিবি ও কর্নাটক বোর্ড। এবার সেই উদ্যোগে সামিল হল বিসিসিআইও। আগামী ২৮ তারিখ প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হতে চলেছে আরসিবি ও হায়দ্রাবাদ। এই ম্যাচের আগেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বাতিল করে দিল বিসিসিআই। প্রত্যেক বছরেই আইপিএল শুরুর সময় প্রথম দিন জমকালো অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় বোর্ডের তরফে। গতবছর আইপিএলে প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল কলকাতা ও বেঙ্গালুরু। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শাহরুখ খান থেকে শ্রেয়া ঘোষাল, দিশা পাটানির মতো ফিল্ম ব্যক্তিত্বরা। কিন্তু এই বছর নিহত সমর্থকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই কোনও রকম উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করা হবে না। তবে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট দেবজিৎ সাইকিয়া জানিয়েছেন, ৩১ মে আইপিএল ফাইনালের দিন জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান আয়োজন করতে চলেছে বিসিসিআই। সাইকিয়া বলেছেন, ‘‘গতবছর ৪ জুন ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনার কারণে

আইপিএলের প্রথম দিন কোনও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে না। তবে ফাইনালের দিন একটি বড় অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের।’’ এর আগেও অনুষ্ঠান বাতিল হয়েছে। ২০১৯ সালে পুলওয়ামা হামলায় ৪০ জন ভারতীয় জওয়ানের মৃত্যু ঘটার পর সেই বছরেও আইপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বাতিল করে দিয়েছিল বোর্ড। তখন বোর্ডের দায়িত্বে ছিল সুপ্রিম কোর্টের নিযুক্ত করে দেওয়া অ্যাডমিনিস্ট্রেটর্স কমিটি। সেই অনুষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ থাকা অর্থ তুলে দেওয়া হয়েছিল নিহত সৈন্যদের পরিবারের হাতে। এবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে আইপিএলে। নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই একগুচ্ছ পদক্ষেপ নিয়েছে কর্নাটক বোর্ড। প্র্যাকটিসে ১১ নম্বরের জার্সি পরা থেকে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে প্রিমিয়াম ১১টি সিট বরাদ্দ করে রাখা, নানা প্রশংসামূলক পদক্ষেপ নিয়েছে আরসিবি। এরপরেই বোর্ডের এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে আরও মন জিতে নেবে ক্রিকেটপ্রেমীদের। অন্যদিকে টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে নিমেষে আক্ষরিক অর্থে মিনিটের মধ্যে। দর্শক অধীর অপেক্ষায়। পাশাপাশি তাড়া করছে গতবছরের দুঃসহ স্মৃতিও! আগামী শনিবার শুরু হচ্ছে আইপিএল উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি আরসিবি-সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। কিন্তু তার ৪৮ ঘণ্টা আগেও পুরপুরি তৈরি নয় এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম। ‘ইএসপিএন ক্রিকইনফো’র প্রতিবেদন অনুযায়ী, গ্যালারির অবস্থা তথৈবচ। এখনও নির্মাণকাজ জারি! এতটুকু বাড়িয়ে বলা নয়। বাস্তবিক স্টেডিয়ামের ভেতরে ঢোকার মুখে ছড়িয়ে রয়েছে প্লাইউড। রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, ঠিকাদার-সবাই শেষ মুহূর্তে ব্যস্ত। ময়দানের বাইশ গজ পুরোপুরি তৈরি থাকলেও স্টেডিয়ামের বাকি অংশ অসম্পূর্ণ। একজন শ্রমিক তো বলেই দিলেন, ‘চার দিন এতটুকু ঘুম নেই!’ এই একটি কথাই বুঝিয়ে দিচ্ছে পরিস্থিতি কতটা ভয়ঙ্কর। গত বছরের ৪ জুনের পদপিষ্টের ঘটনার পর স্টেডিয়ামে বড় মাপের সংস্কার জরুরি হয়ে পড়েছিল। কর্নাটক স্টেট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন প্রবেশ-প্রস্থানের পথ ও দর্শক এলাকায় ব্যাপক পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নেয়। মার্চের ১৫ তারিখের মধ্যে সবকিছু শেষ করার কথা ছিল। সেই সময়সীমা পেরিয়ে গেছে। তবু কাজ মেটেনি। একদিকে অসম্পূর্ণ নির্মাণকাজ, অন্যদিকে শোকের আবহ-এই দোটানা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েই জার্নি শুরু করছে এবারের মেগা ইভেন্ট। মাঠ তৈরি হোক বা না হোক, ম্যাচ হবেই। কিন্তু দর্শকদের সুরক্ষা? নিরাপত্তা? ৪ জুনের কথা মনে থাকলে এ যাত্রা ফসকা গেরো থাকবে না-আশা করা যেতে পারে।

ঘরের মাঠে ভারতের সূচি ঘোষণা বোর্ডের

ইডেনে কবে নামছেন ‘রো-কো’?

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২৬ মার্চঃ টেস্ট ও টি-২০ থেকে অবসর নিয়েছেন বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। এখন শুধু ওয়ানডে। ২০২৭ সালে আফ্রিকায় বিশ্বকাপ। সেই লক্ষ্যে দুই তারকাকে তৈরি রাখতে বিসিসিআই ঘোষণা করল ২০২৬-২৭ মরসুমের সূচি। আসছে ১২ মাসে বিরাট ও রোহিত মিলিয়ে খেলবেন ১৮টি ওয়ানডে। যার মধ্যে ঘরের মাঠে আয়োজিত হবে ৯টি ম্যাচ। ২০২৬-২৭ সিজনে ভারতে আসছে চারটি দল-ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবোয়ে ও অস্ট্রেলিয়া। মোট ২২টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ, ১৭টি শহরে। ফরম্যাট তিনটি-ওয়ানডে, টি-২০ ও টেস্ট। ওয়ানডে ৯টি, টি-২০ ৮টি, টেস্ট ৫টি। মরসুম শুরু ওয়েস্ট ইন্ডিজকে দিয়ে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে তিনটি ওয়ানডে ও পাঁচটি টি-২০। ওয়ানডে সূচি-২৭ সেপ্টেম্বর তিরুবনন্তপুরম, ৩০ সেপ্টেম্বর গুয়াহাটি, ৩ অক্টোবর চণ্ডীগড়। টি-২০ সূচি-৬ অক্টোবর লখনউ, ৯ অক্টোবর রাঁচি, ১১ অক্টোবর ইন্দোর, ১৪ অক্টোবর হায়দরাবাদ, ১৭ অক্টোবর বেঙ্গালুরু। ডিসেম্বরের অতিথি শ্রীলঙ্কা। খেলবে তিনটি ওয়ানডে ও তিনটি টি-২০। ওয়ানডে সূচি-১৩ ডিসেম্বর দিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর বেঙ্গালুরু, ১৯ ডিসেম্বর আমদাবাদ। টি-২০ সূচি-২২ ডিসেম্বর রাজকোট, ২৪ ডিসেম্বর কটক, ২৭ ডিসেম্বর পুণে। জানুয়ারিতে আসছে জিম্বাবোয়ে। নতুন বছরের শুরুতে তিনটি ওয়ানডে। ৩ জানুয়ারি কলকাতা, ৬ জানুয়ারি হায়দরাবাদ, ৯ জানুয়ারি মুম্বই। মরসুমের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ-বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি। পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। চলবে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি জুড়ে। ভেন্যু যথাক্রমে-২১-২৫ জানুয়ারি নাগপুর, ২৯ জানুয়ারি-২ ফেব্রুয়ারি চেন্নাই, ১১-১৫ ফেব্রুয়ারি গুয়াহাটি, ১৯-২৩ ফেব্রুয়ারি রাঁচি, ২৭ ফেব্রুয়ারি-৩ মার্চ আমদাবাদ। শেষবার ভারতে এই সিরিজ হয়েছিল ২০২২-২৩ সালে। যা টিম ইন্ডিয়া জিতে নেয় ২-১ ব্যবধানে। এবারও অস্ট্রেলিয়ার জন্য সফর কঠিন হতে চলেছে। প্যাট কামিন্স, স্টিভ স্মিথ, মিচেল স্টার্ক, জশ হেজলউড ও নেথান লায়ন-কেউই ভারতের মাটিতে এর আগে এই সিরিজ জেতেননি। এবার হিসেব পাল্টানোর সুযোগ। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছে, ডিসেম্বর থেকে মার্চ-১৪ সপ্তাহে ১০টি টেস্ট খেলতে হবে অজি বাহিনীকে। তাই প্রধান বোলারদের আইপিএলের শুরুর রাউন্ড থেকে বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং, নির্ঘণ্ট মোতাবেক ঘরের মাঠে ২২টি ম্যাচ, বিরাট-রোহিতের ওয়ানডে খেলার ভরপুর সুযোগ। ২০২৭ সালের বিশ্বকাপের আগে ছন্দ ধরে রাখার মঞ্চ পেতে চলেছেন দুই তারকা।

ফুটবল ময়দান থেকে ভোট প্রার্থী, মিনাখাঁয় লড়াইয়ে বাঙালি রেফারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ মার্চঃ গত সপ্তাহেই ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। সেই অনুযায়ী এবার সামনেই রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সহ আসাম, কেরালার মত মোট পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোট। কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী আগামী এপ্রিল মাসে মোট ২৯৪টি আসনে হতে চলেছে নির্বাচন। ২৩ এবং ২৯ শে এপ্রিল অর্থাৎ দুইটি দফার মধ্য দিয়ে সংগঠিত হবে এবারের এই ভোট। প্রথম দফায় ১৫২টি ও দ্বিতীয় দফায় থাকছে ১৪২টি আসন। ভোটের বাদ্যি বাজতেই তড়িঘড়ি করে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে প্রতিটি রাজনৈতিক দল। যেখানে দাপুটে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর পাশাপাশি স্থান পেয়েছে বহু তারকা। পরিকল্পনা অনুযায়ী চমক দেওয়ার চেষ্টা করেছে প্রতিটি দল। বাদ যায়নি ক্রীড়া জগত। স্বপ্না বর্মন থেকে শুরু করে প্রাক্তন ক্রিকেটার শিবশঙ্কর পাল। এবারের নির্বাচনে শাসক দলের তুরুপের তাস হতে চলেছেন এই দুজন। কিন্তু শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস নয়, এবার দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্ট তথা ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ম্যাচ পরিচালন কারীকে মিনাখাঁ থেকে প্রার্থী করল বাম সমর্থিত ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট তথা আইএসএফ। তিনি প্রতীক মন্ডল। গত ২০১০ সালে সিএফএল অর্থাৎ ক্যালকাটা ফুটবল লিগের মধ্যে দিয়ে রেফারি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন প্রতীক। পরবর্তী সময় আইলিগের ম্যাচে ও দায়িত্ব পান এই বাঙালি রেফারি। তারপর গত ২০১৮ সাল থেকে দেশে প্রথম ডিভিশন লিগের ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্ব আসে তাঁর উপর। ধীরে ধীরে কেটে গিয়েছে অনেকটা সময়। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। এবারের এই বিধানসভা নির্বাচনে মিনাখাঁর এই ভূমিপুত্র উপরেই ভরসা রাখল নওশাদ সিদ্দিকীর দল। যারফলে এবার ফুটবল ময়দান থেকে ভোটের ময়দানের নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে চলেছেন বাংলার এই রেফারি।

আইপিএলের আসল স্থপতি কে? জমে উঠল তরজা! গোয়েঙ্কাকে ‘ভাঁড়’ বলে আক্রমণ ললিত মোদীর

নিজস্ব প্রতিবেদন

রাজস্থান রয়্যালস ও আরসিবির রেকর্ড বিক্রির পর সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘনিয়ে উঠল বাকযুদ্ধ। একদিকে লখনউ সুপার জায়ান্টসের মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। অন্য পক্ষে আইপিএলের প্রথম চেয়ারম্যান ললিত মোদি। বিষয়-আইপিএলের বিশ্বের অন্যতম দামি টুর্নামেন্ট হয়ে ওঠার কৃতিত্ব আদতে কার? রাজস্থান রয়্যালস ও আরসিবি বিক্রির পর ‘এক্স’-এ পোস্ট করেন গোয়েঙ্কা। লেখেন, ‘২০০৮ সালে প্রায় ২৭০ কোটিতে কেনা রাজস্থান বিক্রি হল ১৫,০০০ কোটিরও বেশিতে। ৪৮৫ কোটির আরসিবি ১৬,৬০০ কোটিতে। একই সপ্তাহে দুটি ফ্র্যাঞ্চাইজি, দুটোই ১৫,০০০ কোটির উপরে!’ সঞ্জীব হিসেবটুকু লিখে কৃতিত্ব দিলেন লিগের কাঠামোকে। জানালেন, সম্প্রচার ও ডিজিটাল স্বত্ব যেভাবে সাজানো হয়েছে, তা প্রশাসনিক কাঠামো বিনিয়োগকারীদের আস্থা জোগাচ্ছে। এর অন্যতম কারণ জয় শাহের দূরদৃষ্টি। এই পোস্ট দেখে চুপ না থেকে মুখ খোলেন ললিত। গোয়েঙ্কাকে আক্রমণ শানিয়ে লেখেন, ‘এই লোকটার সত্যিই স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে। কে এই মডেল তৈরি করেছিল সেটা ভুলে গিয়েছে! ও নিজের দুনিয়ায় থাকে। সঞ্জীব গোয়েঙ্কা একটা ভাঁড়। ওর ভাই হর্ষবর্ধন গোয়েঙ্কা আসল ক্রিকেটপ্রেমী। এই ভাঁড় মনে করছে একটা টুইটে ইতিহাস বদলে যাবে। শূন্য জ্ঞান!’ ললিত মোদীর দাবি, তিনিই আইপিএলের পুরো কাঠামো

গড়ে তোলেন। ফ্র্যাঞ্চাইজি মডেল, নিলাম পদ্ধতি, সম্প্রচার স্বত্বের বিন্যাস-সবটাই তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত। তাই গোয়েঙ্কা যখন অন্য কাউকে কৃতিত্ব দেন, তা হজম করা কঠিন। যদিও এই প্রসঙ্গে ক্রিকেট মহল সামনে টেনেছে ললিতের জটিল ইতিহাস। কর ফাঁকি, অর্থ পাচার ও আইপিএলের সম্প্রচার স্বত্ব বরাদ্দে কারসাজির অভিযোগে কোণঠাসা হয়ে তিনি ২০১০ সালে দেশ ছেড়েছিলেন। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের দাবি, ২০০৯ সালের সম্প্রচার স্বত্ব বরাদ্দে অনিয়ম করে ১২৫ কোটিরও বেশি ঘুষ নেন মোদী। সেই অভিযুক্ত যদি আসল কৃতিত্বের দাবি জানান, তা কতদূর সঙ্গত-বিতর্কের উল্টোপিঠে জমে উঠেছে এই তর্ক। দল বিক্রির পটভূমিতে যে সংখ্যাগুলো সামনে আসছে, তা অবাক করার মতো। আরসিবি বিক্রি হয়েছে ১৬,৭০০ কোটিতে-আইপিএল ইতিহাসের সর্বোচ্চ। রাজস্থান ১৫,৩৪২ কোটিতে। আইপিএলের মোট মূল্যমান আপাতত প্রায় ১ লক্ষ ৫৪ হাজার কোটি টাকা। ফলে কে এই টুর্নামেন্ট বানিয়েছিল, কার দূরদৃষ্টিতে এতদূর এল-সেই তর্ক চলবে। কিন্তু ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ যে এই মুহূর্তে খেল দুনিয়ার অন্যতম দামি আয়োজন, সেটা নিয়ে কারো দ্বিমত নেই।

নেইমারকে ছাড়া বিশ্বকাপ কল্পনাও করতে পারছেন না এমবাপে

বিশ্বজুড়ে অনেক ব্রাজিল সমর্থক এবং নিরপেক্ষ অনেক সমর্থকের মনের কথাই যেন ফুটে উঠল কিলিয়ান এমবাপের কণ্ঠে। নেইমারকে ছাড়া বিশ্বকাপ ভাবতেই পারছেন না ফরাসি এই ফরোয়ার্ড। তার বিশ্বকাপ, ব্রাজিলিয়ান এই তারকা ঠিকই প্রস্তুত হয়ে উঠবেন ও বিশ্বকাপে খেলবেন।

মাসাচুসেটস, ২৬ মার্চঃ যুক্তরাষ্ট্রের ফক্সবরোয় জিলেট স্টেডিয়ামে আজ প্রীতি ম্যাচে ব্রাজিলের মুখোমুখি হওয়ার আগে ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম ‘গ্লোবো’-কে একটি সাক্ষাৎকার দেন ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে। সেখানে একটু ঝামেলাতেই পড়েছিলেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা। সেই ঝামেলাটা একটু অন্য রকম। এমবাপের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, লোকে ব্রাজিল জাতীয় দলকে এখন কোন চোখে দেখবে? ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের দল, নাকি নেইমারের দল? এমবাপের সমস্যা হলো, ভিনি বর্তমানে তাঁর রিয়াল সতীর্থ আর নেইমার একসময় ছিলেন তাঁর পিএসজি সতীর্থ। শেষ পর্যন্ত কার ব্যালটে ভোট পড়ল এমবাপের? পিএসজিতে ২০১৭ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সতীর্থ ছিলেন নেইমার ও এমবাপে। দুজনের সম্পর্ক যেসব সময় খুব ভালোই ছিল সেটা কিন্তু নয়। প্যারিস থেকে তখন দুই তারকার মন কষাকষির খবরও ভেসে এসেছে। কিন্তু এ যাত্রায় নেইমারকে প্রশংসায় ভাসিয়ে দেন এমবাপে। ভিনি না নেইমারের দল-প্রশ্নের উত্তরে ফরাসি ফরোয়ার্ড বলেন, ‘‘কী প্রশ্ন (হেসে)! আমার বিশ্বাস দুজনেরই। জাতীয় দলে ভিনিকে আরও এক ধাপ ওপরে উঠতে হবে। আর নেইমার তো নেইমারই। অসাধারণ খেলোয়াড়।’’ এমবাপে এটুকু বলার পর টানলেন ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রসঙ্গ। ক্রমাগত চোটের কারণে দুই বছরের বেশি সময় নেইমার ব্রাজিল জাতীয় দলের বাইরে। ফিটনেস সমস্যায় সান্তোসের হয়ে নিয়মিত ম্যাচ খেলতে না পারায় এবারের আন্তর্জাতিক বিরতিতেও তাঁকে জাতীয় দলে ডাকেননি ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। আগামী ১১ জুন থেকে শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপের আগে এবার আন্তর্জাতিক বিরতিতে শেষ দুটি প্রীতি ম্যাচ

খেলবে ব্রাজিল। সেখানে জাতীয় দলে নেইমারের জায়গা না পাওয়ার অর্থ হলো, বিশ্বকাপেও তাঁর খেলা অনিশ্চিত। নেইমারকে ঘিরে এখন তাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, আনচেলত্তির স্কোয়াডের অংশ হিসেবে তাঁকে বিশ্বকাপে দেখা যাবে তো? এমবাপে কিন্তু আশাবাদী, ‘‘বিশ্বকাপ তারকাদের প্রতিযোগিতা। নেইমার আমার চোখে অন্যতম বড় তারকা। নেইমারকে ছাড়া বিশ্বকাপ আমি ভাবতেই পারছি না। তবে শেষ পর্যন্ত আমি আমার প্রাক্তন কোচ আনচেলত্তির বিপক্ষে যেতে পারব না। তাঁর সিদ্ধান্তকে সম্মান করতে হবে।’’ নেইমারকে নিয়ে আলাদা করে আশার কথাও জানিয়ে রাখলেন এমবাপে, ‘‘নেইমার আমার চোখে এমন খেলোয়াড় যে বড় পার্থক্য গড়ে দেয়। তার সঙ্গে খেলেছি, অনেক কিছু শিখেছি। নেইমারকে আমি জানি, সে প্রস্তুত হয়ে যাবে, থাকবে সেখানে (বিশ্বকাপ)। আমি তাকে জানি।’’ ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ফ্রান্স তিনে, ব্রাজিল পাঁচে। পাশাপাশি ১৯৮৬, ১৯৯৮ ও ২০০৬ বিশ্বকাপে ব্রাজিলকে হারিয়েছে ফ্রান্স। সাম্প্রতিক সময়ে ব্রাজিলের চেয়ে ভালো ফুটবলও খেলছে দিদিয়ের দেশমের দল। এমবাপের কাছে তাই জানতে চাওয়া হয়েছিল, আজ রাতের প্রীতি ম্যাচে ফ্রান্সই ফেবারিট কি না? ফরাসি তারকার উত্তর, ‘‘জার্সিতে পাঁচ তারকা (পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন) থাকা একটি দলের বিপক্ষে আপনি কখনোই ফেবারিট হতে পারেন না। এটা অসম্ভব। ফুটবলে ব্রাজিলই শ্রেষ্ঠ জাতি। ব্রাজিলের বিপক্ষে ম্যাচটি আমাদের জন্য নিজেদের সামর্থ্য দেখানোর সুযোগ। আমরা কী করতে পারি এবং এই গ্রীষ্মে বিশ্বকাপ জয়ের প্রস্তুতিও নিতে হবে।’’ ভিনিসিয়ুস এর আগে বলেছেন, ব্রাজিল ও ফ্রান্সের মধ্যে প্রীতি ম্যাচ বলে কিছু নেই। এই কথা এমবাপেকে জানানোর পর ক্লাব সতীর্থদের মন্তব্যেই সায় দিয়েছেন তিনি, ‘‘সঠিক। দুটি দলই দুর্দান্ত। ম্যাচ শেষে কে জিতল, সেটা নিয়ে আমরা ড্রেসিংরুমে কথা বলব। আমরা বন্ধু। শুধু মাঠেই বন্ধুত্বটা থাকবে না। কিন্তু ম্যাচ শেষে আমরা সবাই বন্ধু এবং হাসাহাসিও হবে।’’ এমবাপে তাঁর ক্যারিয়ারে দুজনকে দারুণ কোচকে পেয়েছেন। ফ্রান্স জাতীয় দলে পেয়েছেন দেশমকে, আর রিয়াল এর আগে পেয়েছিলেন আনচেলত্তিকে। দুই কোচকে নিয়ে এমবাপে বলেছেন, ‘‘সবচেয়ে দারুণ ব্যাপার হলো, তাঁরা দুজন পুরোপুরি ভিন্ন ধাঁচের, ফুটবলের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিও আলাদা। একজন খেলোয়াড় হিসেবে এটি আমার জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ। কারণ, শেখার ও জয়ের দুটি ভিন্ন দর্শন দেখার সুযোগ পাচ্ছি। দেশমকে পাওয়া আমার জন্য গর্বের। আর কার্লোর (আনচেলত্তি) অধীনে মাত্র এক বছর খেলার সুযোগ হলেও কোচ হিসেবে তাঁর প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা ও মুগ্ধতা রয়েছে।’’

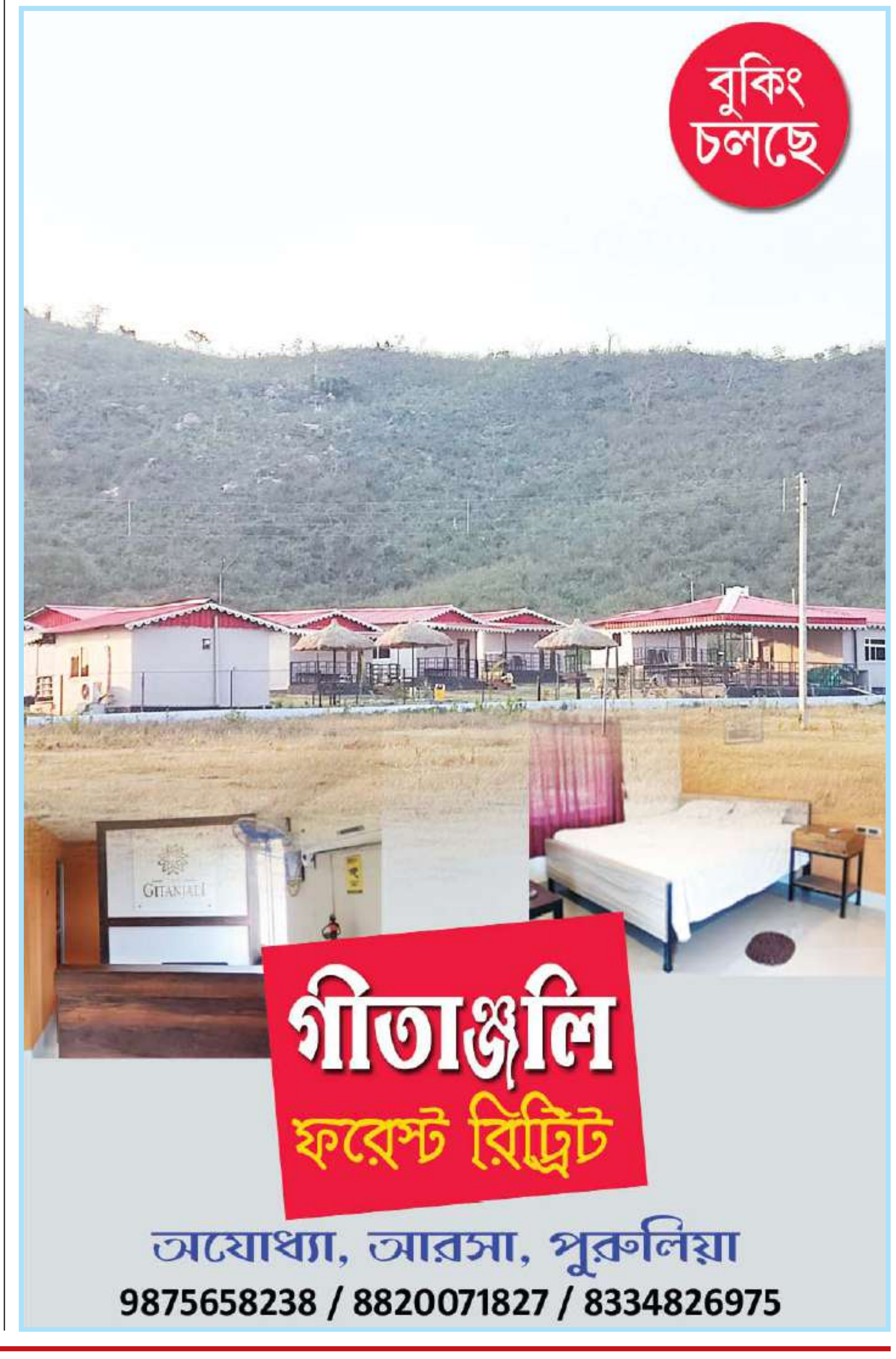

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com